THE

WAYS OF THE WORLD.

OR

GRANDFATHER'S ADVICE.

সংসারনীতি

বা

ঠাকুর-দাদার উপদেশ।

শ্রীঅবলাকান্তসেনসঙ্কলিত।

কলিকাতা।

৬৬নং বীডনষ্ট্রীট—স্কুলবুক্ প্রেসে

শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন১২৯৬ সাল।

n on the

PREFACE.

It is as true that a swimmer must have to come in contact with the tossing to and fro of the waves, as it is that a man should undergo the rubs and rebuffs of life. But before a swimmer can be an adept in the element, it is but meet that he should be well grounded with all the tactics and the niceties of that art, and this would really conduce to his benefit: just so is the position of that man, who is to be cast adrift in the world, with a full knowledge of all the requirements needed to trudge him on successfully; yet this is not a faithful parallel, for the situation of an actual swimmer can not be identical with that of a practical man, who must know full well what it is to enjoy life, what it is to shake off those baits and allurements, that impede our paths of progress and reform, conscious that he is to steer clear between the happiness on the one hand and misery on the other. This being so, the man of the world should fortify himself with certain practical lessons before he launches into the world itself. When we enter life, reckless of the consequence and premature in intellect, we are struck and dumbfounded at its intricacies, and being always endangered, are no where.

Some of those impressions and irreconcilables take such a root into our heart, that their poisonous after-effects injure both body and soul and brings the man on the verge of death.

Admitting that we are so undone, we still do not take the *why* of it, and even if we succeed in making out the reason *why*, we still cling to our skin-deep erroneous impressions.

Thus after all, we say the world is all poison, that it is the seat of dangers and calamities, that it is void of happiness, destitute of peace. Alas, the world, that is filled with nectar, that is the inexhaustible store of happiness, that is the source of infinite joy, that is the home of comfort and peace, becomes a winding sheet of baneful corruption, owing to our own faults and the absence of proper education.

We are born to be dependant upon the education of others. Were it not so, we would have a premature death. Thus when we would launch into the world, when there would be no one to detract us from the flickering torch and the fang of the viper, when we would have to learn every thing practically, what dire dangers we might undergo without a rudder and compass. So that we must observe some moral rules from our early years to enable us to make a peaceful life in future, admitting that we are born to live. To accomplish this greatest object, this small publication of "The Ways Of The World" is going to be made with the warm conviction that it would be quite acceptable to green minds.

Khantura-Gobberdanga } ABALAKANTA SEN
1889

পূর্ব্বভাষ।

"জলে, না নামিলে, পুনঃ পুনঃ হাবুডুবু না খাইলে, সাঁতার শেখা যায় না" একথা যেমন সত্য, তদ্রূপ "সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য না করিলে সাংসারিক জ্ঞান লাভ করা যায় না" একথাও তেমনই সত্য।

কিন্তু সাঁতার শিখিবার পূর্ব্বে, জলে নামিবার পূর্ব্ব, যদি আমরা উপযুক্ত সন্তরকের নিকট কতকগুলি সন্তরণ-কৌশল অবগত হইতে পারি, তাহা হইলে সে কৌশলগুলি কি আমাদের জ্ঞাত হওয়া উচিত নহে? সেগুলি জানিতে পারিলে কি আমাদের উপকারের সম্ভাবনা নাই? অবশ্যই আছে।

তদ্রূপ সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই যদি আমরা সংসারবিদ্ পণ্ডিতগণের নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সাংসারিক রহস্য অবগত হইতে পারি, তাহাতে আমাদের বিশেষ উপকারই আছে।

উদাহরণের জন্য সামান্য সন্তরণের কথা বলিলাম; পরন্তু সন্তরণ না শিখিলেও চলে, এবং সন্তরণ-বিষয়ক উপদেশ অগ্রে না শুনিলেও চলে; আমরা সামান্য কষ্ট স্বীকার করিয়া সামান্য আত্ম-চেষ্টায় তাহা শিখিতে পারি; কিন্তু "সংসার-ক্ষেত্রে অবতরণ" এ অতি গুরুতর বিষয়; ইহার সহিত সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য, সমস্ত জীবনের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে।

সুতরাং সংসারে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই তদ্বিষয়ক কতকগুলি উপদেশ অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ফলতঃ আমরা অপরিণাম-দর্শিনী অপরিপক্ক বুদ্ধি লইয়া যখন সংসার-ক্ষেত্রে প্রথম অবতরণ করি, তখন ইহার কুটিল পন্থা সমস্ত দেখিয়া-

তৃতীয় অধ্যায়।

ধন।

চতুর্থ অধ্যায়।

মান-সম্ভ্রম, সন্তোষ ও শান্তি

সংসারনীতি।

ঠাকুর-দাদার উপদেশ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর-দাদা। ভাই সত্যব্রত! আজ তোমার মুখখানি এত ম্লান দেখিতেছি কেন? আজ তোমার মুখে হাঁসি নাই কেন? কোন দিন ত তোমাকে এমন নিরানন্দ দেখি নাই?

সত্যব্রত। ঠাকুরদাদা মহাশয়, কাল বৈকালে কিছু অধিকক্ষণ খেলা করিয়াছিলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে হাঁসিয়াছিলাম বলিয়া বাবা অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন; তাই মনে করিয়াছি, আর খেলা করিব না, আর হাঁসিব না।

ঠাকুর। সে কি সত্য! বাবা সামান্য কি কথা বলিয়াছেন বলিয়া তুমি আর খেলা করিবে না, হাঁসিবে না, এও কি কাজের কথা; তোমাদের এখন খেলিবার ও হাঁসিবারই সময়; পড়ার সময় পড়িবে, খেলার সময় খেলিবে, হাঁসিবার সময় হাঁসিবে, সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবে। "খেলিব না, হাঁসিব না" এ কেমন কথা?

সত্য। দাদা মহাশয়, বাবা ত আরও অনেক দিন অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন; তাহাতে আমার মন এক দিনের জন্যও এত দমিয়া যায় নাই, কিন্তু কল্য বৈকালে বাবা যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়াছে; কল্য সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়া আমার ভাল ঘুম হয় নাই, অনবরত কাঁদিয়াছিলাম। ঠাকুরদাদা মহাশয়, আপনাকে বলিব কি, আর আমার খেলা করিবার ও হাঁসিবার প্রবৃত্তিও নাই। আমিত এখন নিতান্ত ছেলেমানুষ নই, কথা বলিলে আমি বুঝিতে পারি, চিন্তা করিবার শক্তি আমার জন্মিয়াছে, খেলাও যথেষ্ট খেলিয়াছি, হাঁসিও যথেষ্ট হাঁসিয়াছি। দাদা মহাশয়, বাবা যদি বেত্রাঘাত করিতেন, আমার মনে এরূপ ভাব হইত না।

ঠাকুর। বাবা কি কথা বলিয়াছেন?

সত্য। দাদা মহাশয়, বাবার কথাগুলি বলি শুনুন;— কল্য অপরাহ্লে বাবা বলিলেন,—

"সত্য! আজ তুমি নিয়মিত সময় অতিক্রম করিয়া অধিক ক্ষণ খেলা করিয়াছ; ইহাতে বুঝিতেছি, তোমার পড়াশুনার প্রতি আস্থা কমিয়াছে; জ্ঞান অপেক্ষা খেলা অধিক প্রিয় হইয়াছে; ইহা অত্যন্ত দুর্লক্ষণ। আর তুমি যেরূপ উচ্চরবে হাস্য করিতেছিলে, তাহাতে তোমার মনের অসারতার পরিচয় পাইলাম। একদিন যে তোমাকে বলিয়াছিলাম,—চপলচিত্ত নিশ্চিন্ত মূঢ়েরাই উচ্চহাস্য করিয়া থাকে, সে কথা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। যাহা হউক, তোমাকে আমি তিরস্কার করিতে চাহি না; তিরস্কার করিলে বিশেষ কিছু ফল হয় না। তোমার খেলিবার জন্য দুই ঘণ্টা এবং লেখা পড়া করিবার জন্য ছয় ঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া

দিয়াছিলাম। সেই রুটীন* ছিঁড়িয়া ফেল; অতঃপর তদনুসারে তোমাকে চলিতে হইবে না; কল্য হইতে তোমার লেখা পড়া করিতে হইবে না; তুমি দিবসে ছয় ঘণ্টা মনের সাধ মিটাইয়া ক্রমাগত খেলা করিও; কিন্তু দিবসের মধ্যে যে কোন সময়ে হউক দুই ঘণ্টা মাত্র সময়ের জন্য এই চিন্তাটী করিও "বাবা মরিয়া গেলে আমার উপায় কি হইবে? কেমন করিয়া আমি সংসার চালাইব?" বাবা এই কথা বলিয়া আমার রুটীনখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং আমার পড়িবার ঘর চাবি দিয়া বন্ধ করিলেন। আমি কল্য রাত্রিতে পড়াশুনা করিতে পাই নাই; বিছানায় পড়িয়া বাবার কথাগুলি চিন্তা করিয়া ক্রমাগত কাঁদিয়াছি; অদ্য সকালেও পুস্তকাদি স্পর্শ করিতে পাই নাই, বাবা পড়িবার ঘরের চাবি খুলিয়া দেন নাই।

ঠাকুর। উঃ, বড়ই বিষম শাস্তি—লঘু পাপে গুরু দণ্ড! ভাই, বাবা বড়ই কড়া হাকিম। আমায় যদি একদিন কেহ লেখা পড়া করিতে না দেয়, তাহা হইলে বোধ করি আমার এক বৎসর পরমায়ু কমিয়া যায়। আমার লাইব্রারি সঙ্গে থাকিলে আমি অক্লেশে বিজন দ্বীপেও সময়াতিপাত করিতে পারি। যাহা হউক ভাই, পুস্তকাদির জন্য বা পড়াশুনার জন্য তোমার চিন্তা নাই। কিন্তু বাবা যে চিন্তা করিতে বলিয়াছেন "বাবার মৃত্যুর পরে আমার উপায় কি হইবে?" এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া কি সিদ্ধান্ত করিয়াছ?

সত্য। দাদা মহাশয়, কল্য রাত্রিতে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি, বাবা চিরদিন বাঁচিবেন না, আপনিও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন; ইহাতে আমার আর কোন

---

* কর্ত্তব্যকর্ম্মের তালিকা।

সন্দেহ নাই; আমি বুঝিয়াছি, এ কথা তিরস্কারের কথা নহে; ইহা অত্যন্ত সত্য—অতি কঠোর সত্য। সেই চিন্তাতে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। আমাকে যে একদিন অসহায় নিরুপায় অবস্থায় পড়িতে হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি কি করিব, কেমন করিয়া সংসার চালাইব, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। দাদা মহাশয়! আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমি কি নিশ্চয়ই পথের কাঙ্গাল হইব? বাবা এক দিন বলিয়াছিলেন, আমি তোমার জন্য কিছুমাত্র অর্থসম্পত্তি রাখিয়া যাইব না; তুমি কখনও পৈত্রিক ধনের আশা করিও না।

ঠাকুর। হাঁ সত্যব্রত, আমরা ইহলোক ত্যাগ করিলে তোমাকে পথের কাঙ্গালই হইতে হইবে; তুমি পৈত্রিক অর্থ-সম্পত্তির অধিকারী হইবে না, সে কথা ঠিক; কিন্তু ভাই, পথের কাঙ্গালই বড়লোক হইয়া থাকে; পৃথিবীতে যেখানে যত বড়লোক হইয়াছে, তাহাদের সকলেই প্রথমে পথের কাঙ্গাল ছিল। ফলতঃ, যে পৈত্রিক অর্থসম্পত্তির অধিকারী হয়, সে বড়ই হতভাগ্য, সে কখনই বড়লোক হইতে পারে না।

সত্য। দাদা মহাশয়! বড়লোক কাহাকে বলে?

ঠাকুর। এ সংসারে মানুষ যাহা যাহা প্রার্থনা করে, তৎ-সমস্ত যাহার লব্ধ হইয়াছে অর্থাৎ যাহার অভিলষিত পূর্ণ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই বড়লোক। এ সংসারে মানুষ—স্বাস্থ্য, জ্ঞান, ধন, মান ও সুখ প্রার্থনা করে; সুতরাং যাঁহারা সুস্থ, জ্ঞানী, ধনী, মানী ও সুখী তাঁহারাই প্রকৃত বড়লোক।

সত্য। দাদা মহাশয়, আপনি বড়লোকের যে লক্ষণ বলিলেন, সেরূপ বড়লোক ত দেখিতে পাই না।

ঠাকুর। হাঁ, সে কথা সত্য বটে, প্রকৃত বড়লোক দেখিতে পাওয়া কঠিন বটে; কিন্তু জানিও, চেষ্টা করিলে মানুষের পক্ষে তদ্রূপ বড়লোক হওয়া অসম্ভব নহে।

সত্য। দাদা মহাশয়, যার অনেক বিষয়সম্পত্তি আছে, তাহাকে ত লোকে 'বড়মানুষ' বলে; 'বড়মানুষ' আর বড়লোক কি একই কথা? এক জন ভাল পণ্ডিত যদি নির্দ্ধন হয়, তবু লোকে তাহাকে বড়লোক বলে; জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের চাকর অথবা কোন সওদাগর অফিসের অধিক বেতনভুক্ চাকরদিগকেও লোকে বড়লোক বলে। অতএব এ সকল রহস্যের মর্ম্ম কি, আমাকে বুঝাইয়া দিউন্।

ঠাকুর। ভাই, সাধারণ লোকে যাহাদিগকে বড়লোক বলে, আমার মতে তাহারা প্রকৃত বড়লোক নহে। জ্ঞান এবং ধন, ইহার কোন একটী অধিক পরিমাণে থাকিলেই তাহাকে সাধারণ লোকে বড়লোক বলিয়া থাকে। এবং বড় বড় চাকরদিগকেও বড়লোক বলিয়া থাকে; ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি শুন;—

যিনি সামান্য লোকের অপেক্ষা উন্নতাবস্থ, অথবা সামান্য লোকের অপেক্ষা যিনি বিশেষ কোন উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট, লোকে তাহাকেই বড়লোক বলিয়া থাকে।

সাধারণতঃ দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সুতরাং যিনি ধনবান, তিনি যে বড়লোক বলিয়া গণ্য হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ধনবান ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিস্তর লোকের উপকার করিতে পারেন এবং ইচ্ছা না করিলেও কার্য্যোপলক্ষে

অনেক লোকের প্রতিপালন করিয়া পরোক্ষসম্বন্ধেও উপকার করিয়া থাকেন। পুনঃ, ধনবান ব্যক্তি উপকার করিতে ইচ্ছা করুন্ বা না করুন, কিন্তু অনেক লোক তদ্দারা উপকারপ্রাপ্তির আশায় আশান্বিত হইয়া থাকে; সুতরাং ধনবান ব্যক্তি বহুজনের নিকটই বড়লোক বলিয়া খ্যাত। ধনবান বহু ব্যক্তির সম্মান-ভাজন।

সাধারণতঃ মূর্খ ও বিদ্যাহীন ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সুতরাং যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহারা সম্মানভাজন বড়লোক। মূর্খ-সমাজ পণ্ডিতগণের নিকট বহুবিষয়ে ঋণী; পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা-নুসারেই সমাজ চলিতেছে; সেই জন্যই সমাজে পণ্ডিত বা বিদ্বান্ ব্যক্তির সম্মান, এবং সেই জন্যই তাঁহারা বড়লোক।

পুনঃ, রাজকর্ম্মচারী অর্থাৎ জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, মুন্সেফ প্রভৃতিও সাধারণের সম্মানভাজন বড়লোক। রাজকর্ম্মচারীদিগের বুদ্ধিবিবেচনার উপর শত শত ব্যক্তির সুখ দুঃখ নির্ভর করে; ফলতঃ যাঁহাদের হস্তে শাসন ও বিচারদণ্ড তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প; বিশেষতঃ সেই রাজকীয় পদলাভে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধিরও প্রয়োজন। সেই জন্যই পদস্থ ব্যক্তিরা বড়লোক। যিনি বল-বিক্রমে সাধারণ লোক অপেক্ষা প্রবল হইয়া বহুসংখ্যক লোক সংগ্রহ করতঃ কোন দেশ লুণ্ঠন বা জয় করিয়া তাহার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি রাজোপাধি লাভ করিয়া বড়লোক-পদবাচ্য হন। এমন কি তদ্বংশীয় ব্যক্তিরাও রাজসম্মানের অংশ লাভ করে এবং তাহারাও বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়।

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাদের কেহই বড়লোক নহে। মূর্খ ধনী, দরিদ্র পণ্ডিত, রুগ্ন জ্ঞানী, পরাধীন পদস্থ, ধনবিদ্যাহীন

কুলীন, অথবা ধনবিদ্যাদিসম্পন্ন অসন্তুষ্ট দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি, ইহাদের কাহাকেও আমি বড়লোক বলিতে ইচ্ছা করি না। স্বাস্থ্য, জ্ঞান, ধন, মান ও সন্তোষ একাধারে বিদ্যমান থাকিলেই বড়লোক হয়।

সত্য। দাদা মহাশয়, একাধারে কি স্বাস্থ্য, জ্ঞান, ধন, মান ও সন্তোষ বিদ্যমান থাকিতে পারে?

ঠাকুর। ভাই, কেন পারিবে না? যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে, জ্ঞান লাভ করা তাহার পক্ষে কঠিন হয় না; আবার যাহার স্বাস্থ্য ও জ্ঞান আছে, অর্থোপার্জ্জন করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার; পুনঃ, যাহার স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও ধন লব্ধ হইয়াছে, সম্মান লাভ করা তাহার পক্ষে অতীব সহজ। এবং জ্ঞানের পরিপক্বতা জন্মিলে সন্তোষ লাভ করাও সুগম হয়।

সত্য। দাদা মহাশয়, পথের কাঙ্গাল কেমন করিয়া বড়লোক হইতে পারে, জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। কাল বাবা তিরস্কার করিবার পরে আমি একটী ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম, মা এবং ঠাকুর মা আমার কান্নার কারণ শুনিয়া বলিলেন, "কেঁদে কি হবে? যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে। বিধাতা পুরুষ অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে, অতএব তুমি কেঁদ না।" এই বলিয়া আমাকে প্রবোধ দিলেন; কিন্তু দাদা মহাশয়, আমার মন সে প্রবোধ মানিল না, "বাবা মরিয়া গেলে আমার উপায় কি হইবে?" একথা ক্রমাগতই স্মরণ হইতে লাগিল, এবং আমি অত্যন্ত অস্থির হইলাম। দাদা মহাশয়, আপনাকে আমি দেবতা বলিয়া জানি, আপনি আমার উপায় নির্দ্দেশ করুন্।

ঠাকুর। ভাই, যদি আমার প্রতি তোমার দেবতার ন্যায়

ভক্তি থাকে, তবে তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করিব, তুমি কি চাও বল।

সত্য। দাদা মহাশয়, আমি প্রকৃত বড়লোক হইতে চাই, আমি স্বাস্থ্য, জ্ঞান, ধন, মান ও সন্তোষ লাভ করিতে চাই, আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন্।

ঠাকুর। তথাস্তু;—ভাই, তুমি বড়লোক হও, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। কিন্তু ভাই, জানিও, যতদিন আমার প্রতি তোমার ভক্তি থাকিবে, যতদিন আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই আমার এই আশীর্ব্বাদের ফলভোগ করিতে পারিবে; আমার বাক্যে ভক্তিশ্রদ্ধা কমিলে আমার আশীর্ব্বাক্যও বিফল হইবে।

সত্য। ঠাকুর দাদা, আমি আপনাকে ভালরূপই চিনি, আপনার বাক্যে কস্মিন্ কালেও আমার অশ্রদ্ধা হইবে না।

ঠাকুর। কিন্তু ভাই, কুসংসর্গের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল, কুসংসর্গে পড়িলে, মানুষের কথা দূরে থাক্. দেবতাও দৈত্যরূপে পরিণত হয়। কুসংসর্গে থাকিলে প্রথমতঃ মহদ্বাক্যে সংশয় বা সন্দেহ জন্মে, ক্রমে তাহাতে অনাস্থা হয়, সুতরাং তখন সাধারণ লোকের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়।

সত্য। দাদা মহাশয়, কুসংসর্গে যে মহদ্বাক্যে সন্দেহ জন্মে, সে কথা ঠিক্; আমার আজ বোধ হইতেছে, আপনি যেন অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন। দাদা মহাশয়, আপনি প্রতিনিয়ত বলিয়া থাকেন, "সংসারই স্বর্গ, জগৎ সুখময়, জগৎ অমৃতময়, জগৎ অতুল আনন্দের আগার", কিন্তু ঠাকুরদাদা, এ পর্য্যন্ত আমি যত জনের মুখে যত কথা শুনিয়াছি, এবং যে যে পুস্তক পাঠ

করিয়াছি, তাহাতে আমার আপনার কথার ঠিক্ বিপরীত সংস্কার জন্মিয়াছে; যেখানে সেখানে যার তার কাছে শুনিয়া থাকি, "জগৎ বিষময়, জগতে সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, সংসার-মরীচিকায় সকলেই তৃপ্তির আশায় ছুটাছুটি করিয়া শেষে নিরাশায় প্রাণ হারায়, সংসারই নরক!" দাদা মহাশয়, আজ আমার এই সংশয় দূর করুন্।

ঠাকুর। ভাই, সংসারে যদি প্রকৃত মহত্ত্ব, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পার, তাহা হইলেই তাহার অমৃতময়ত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। সংসারে প্রকৃত মহত্ত্ব অতীব দুর্লভ; সেই জন্যই তুমি শুনিয়াছ "জগৎ বিষময়—সংসার নরক।" কিন্তু ভাই, তুমি যদি জনসাধারণের ন্যায় সংসারের নীচ ক্ষেত্রে বিচরণ না কর, আমি তোমাকে যে উন্নত পথ প্রদর্শন করিব, তাহাই যদি লক্ষ্য করিয়া চল, তবে দেখিবে, এই "সংসারই স্বর্গ, ইহা অতুল আনন্দের আগার।" ভাই সঙ্ক্ষেপতঃ যুক্তিস্বরূপে এই কয়টী কথা স্মরণ রাখিবে যে, "যে জগতে মাতৃগর্ভরূপ ঘোর ভীষণ অন্ধ কারাগৃহে থাকিয়া আহার পাইয়াছি, নিরুপায় বাল্যকালে মাতৃস্তন্য পাইয়াছি, পিতামাতার সাহায্যে শত সহস্র বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, যে জগতে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল রহিয়াছে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য অন্ন রহিয়াছে, সমস্ত মনোবৃত্তির তৃপ্তিসাধন জন্য যে জগতে আবশ্যক কোন বস্তুরই অভাব নাই, যে জগতের সুব্যবস্থা ও সুবন্দোবস্ত সকল অনুধ্যান করিলে হৃদয় মুগ্ধ হয়, সে জগতে হৃদয়ের একান্ত অভিলষিত সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই? যিনি সঙ্কীর্ণ জরায়ুমধ্যে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি এই বিশাল বিশ্বজগতে আমার অন্ত-

রের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করেন নাই? ইহা অপেক্ষা অসম্ভব ও অসঙ্গত কথা আর কিছুই নাই।”

সত্য। দাদা মহাশয়, আপনার কথায় আজ আমার অন্তঃকরণ আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে; কিন্তু আর একটী বড় বিষম সন্দেহ আছে, তাহা নিরাস করুন্।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্ট।

ঠাকুর। ভাই, সত্যব্রত, সে সন্দেহটী কি?

সত্য। ঠাকুরদাদা মহাশয়, অদৃষ্ট আছে কি না?

ঠাকুর। ভাই, বলদেখি আকাশ আছে কি না?

সত্য। শূন্যকেই আকাশ বলে, যেখানে কিছুই নাই তাহাকেই ত আকাশ বলে; তবে আর আকাশ আছে কেমন করিয়া বলিব? যাহা কিছুই নহে তাহা অবশ্য নাই।

ঠাকুর। না ভাই, তোমার যুক্তিতে একটু ভুল আছে; এই যে বোতলটী দেখিতেছ, ইহার মধ্যে বাতাস আছে; কিন্তু ইহার ভিতরের বাতাস বাহির করিয়া দিলে কিছুই থাকে না বটে; কিন্তু তবু বলিতে হইবে, ইহার ভিতর অবকাশ আছে বা শূন্য আছে বা আকাশ আছে। অতএব তোমাকে আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। “শূন্যকেই আকাশ বলে, যেখানে কিছুই নাই তাহাকেই ত আকাশ বলে” তুমি যখন আকাশের এইরূপ সংজ্ঞা করিলে, তখনই তুমি আকাশের অস্তিত্ব

স্বীকার করিয়াছ, অতএব "যাহা কিছুই নহে, তাহা অবশ্য নাই" তোমার এ সিদ্ধান্ত ভুল।

সত্য। ঠাকুরদাদা, এখন বুঝিলাম আকাশ আছে। কিন্তু অদৃষ্ট আছে কি না? লোকে যে বলে, "বিধাতা পুরুষ সূতিকাগৃহে জীবের ললাটে তাঁহার ভাগ্য বা অদৃষ্ট লিখিয়া যান" এ কথা সত্য কি না?

ঠাকুর। ভাই, লোকের মুখে তুমি অবশ্য শুনিয়াছ যে, "অতি পূর্ব্বকালে আকাশ মাথায় ঠেকিত; এক দিন হাড়িনী উঠন ঝাঁট দিতে দিতে আকাশ তাহার মাথায় ঠেকিয়াছিল; সে ক্রোধে আকাশকে এক ঝাঁটার বাড়ি মারাতে আকাশ এত উপরে উঠিয়া গিয়াছে যে, সেখানে উঠিবার জন্য হাড়িরা সাত পুরুষ বাঁশ কাটিয়াছিল; কিন্তু তবু আকাশ ছুঁইতে পারে নাই।"

সত্য। হাঁ ঠাকুরদাদা, সে কথাও শুনিয়াছি বটে; কিন্তু তাহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য উপহাসের কথা। আকাশ মাথায় ঠেকিত, মেঘগুলা সালপাতা খেতে যায়, ইন্দ্রের হাতীগুলা সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া বৃষ্টি করে, এইরূপ শতশত বালকভুলানে উপহাসের কথা আছে; সে সমস্তই বোধ করি ইতর লোকের কল্পিত।

ঠাকুর। ভাই, সেগুলি শিক্ষিত লোকের পক্ষে উপহাসের কথা এবং কল্পিত মিথ্যা কথা বটে; কিন্তু সেগুলি ইতর লোকের কল্পিত নহে; ইতর লোকের কথায় কে বিশ্বাস করে? ইতর লোকের কথায় ইতর লোকেও বিশ্বাস করে না; সেগুলি বোধ করি বড় বড় মহাত্মাদেরই কল্পিত, তাঁহারা অশিক্ষিত ইতর লোকদিগকে পরোক্ষসম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানের ফল—অর্থাৎ ভক্তি

শ্রদ্ধা প্রভৃতি উপভোগ করাইবার জন্যই ঐ সকল কৌশলময় কল্পিত উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন; ভারতে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অদ্যাপি ঐ সকল কল্পিত কথায় দৃঢ়বিশ্বাস করে; উপরে আকাশে দেবতারা বাস করেন; তাঁহারাই পৃথিবীর সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্তা; দেবরাজ ইন্দ্রই পৃথিবীতে বৃষ্টি করান; সেই ইন্দ্রহস্তীগুলিই মেঘাকারে দেখা যায়; তাহারাই সালপাতা খেতে আকাশে বিচরণ করে ইত্যাদি উপাখ্যান ভারতীয় লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত ইতর লোকের অন্তঃকরণকে ভক্তিপ্রবণ করিয়া রাখিয়াছে; সেইজন্যই তাহারা আধুনিক সভ্যদেশীয় পণ্ডিতগণের অপেক্ষাও হৃদয়ের সম্পত্তিতে ঐশ্বর্য্যবান্। ভারতীয় পূর্ব্বতন আর্য্য মহাত্মাদিগের মহিমার সীমা পরিসীমা নাই; তাঁহারা অনেক মিথ্যা কল্পনা দ্বারাও জগতের উপকার করিয়া গিয়াছেন। ভাই সত্যব্রত, "বিধাতৃলিখিত ললাটলিপি" সেই মহাত্মাদেরই কল্পিত; অশিক্ষিত ইতর সাধারণের প্রবোধের জন্যই এই কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে।

সত্য। দাদা মহাশয়, তবে কি অদৃষ্ট নাই? উহা কি মিথ্যা কল্পিত কথা মাত্র?

ঠাকুর। না ভাই, অদৃষ্ট আছে; কিন্তু "অদৃষ্ট" বলিলে সাধারণ ইতর লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে, সে অদৃষ্ট নাই। আকাশ আছে, কিন্তু যে আকাশ হাড়িনীর ঝাঁটা খাইয়াছিল, তাহা নাই।

সত্য। দাদা মহাশয়, তবে অদৃষ্ট কি? আমায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিউন্।

ঠাকুর। ভাই সত্যব্রত, জগতের যাবতীয় ঘটনা বা কার্য্যেরই কারণ আছে; কিন্তু সেই কারণ একটী অখণ্ড স্বতন্ত্র-

স্বরূপ বা নিরপেক্ষ নহে; তাহা ঠিক্ একগাছি অনন্ত শৃঙ্খলের পর্ব্বসমূহের ন্যায় অসখ্য অথচ পরস্পর সাপেক্ষ বা সম্বদ্ধ।

সত্য। ঠাকুরদাদা মহাশয়, আপনার কথা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না।

ঠাকুর। সত্যব্রত! তোমার সম্মুখে ঐ যে একটী গোরু বাঁধা আছে, উহার গলাতে দড়ি আছে, দড়িতে শিকল বাঁধা আছে, শিকল অনেকগুলি পর্ব্বে বিভক্ত এবং উহা একটী শঙ্কুতে বদ্ধ রহিয়াছে, শঙ্কুটী পৃথিবীতে প্রোথিত আছে; এখন যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, গোরুটীকে কে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? তুমি কাহাকে নির্দ্দেশ করিবে? দড়ি, না শৃঙ্খল, না শঙ্কু, না পৃথিবী? অথবা পৃথিবী যে শক্তিতে আবদ্ধ, তাহাকে?

সত্য। অবশ্য ঐ সমস্ত গুলিই গোরুকে আবদ্ধ রাখিবার কারণ।

ঠাকুর। কিন্তু ভাই! গোরুকে আবদ্ধ রাখিবার মূল কারণ কি নির্দ্ধারিত হইল? অথবা সেই কারণসমূহের সংখ্যা কি নিরূপিত হইল? তাহা হয় নাই। যেস্থানে শঙ্কুটী প্রোথিত আছে, যদি কোন কারণে সে স্থান শিথিল হইয়া যায়, তবে তাহা আর গোরুর বলের বিরুদ্ধে শঙ্কুকে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না, আর শঙ্কু উৎখাত হইলে রজ্জু, শৃঙ্খল বা শঙ্কু ইহাদের কেহই গোরুকে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইবে না। অতএব এক্ষণে তুমি মূল কারণ কি নির্দ্দেশ করিবে?

তুমি যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, মহাকর্ষণ প্রভৃতি গুটিকত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াই অবশেষে আর অধিক কিছু বলিতে পারিবে না; অথচ মহাকর্ষণ বা সৌরাকর্ষণেও কারণের পরি-

সমাপ্তি হইবে না; সুতরাং অবশেষে তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, কারণ জানিনা তাহা অজ্ঞাত অথবা তাহা অদৃষ্ট।

সত্য। ঠাকুরদাদা! তবে কি সমস্ত কার্য্যের মূল কারণ-কেই অদৃষ্ট বলে?

ঠাকুর। হাঁ;—ভাই! যাঁহারা পার্থিব ঘটনাবলীর বহুতর কারণ অবগত আছেন, তাঁহারাই পণ্ডিত বা তত্বজ্ঞ। কিন্তু যিনি যতই কেন তত্বদর্শী হউন না, মূল কারণ তাঁহারও অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট। যাহা হউক, তত্বজ্ঞ বহুদর্শী পণ্ডিতগণ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে যতদূর পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহাতেই তাঁহারা অতুল প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হন। কিন্তু সাধারণ মূর্খেরা কার্য্যের কারণ অবগত হইতে ইচ্ছা করিলেও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দুই একটী মাত্র কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, আর অধিক পারে না; সুতরাং তাহাদের প্রবোধের জন্য একটা কিছু সহজ উপায় উদ্ভাবনের আবশ্যকতা মনে করিয়াই পণ্ডিতেরা অদৃষ্টকে একটা মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেবতার আকারে তাহাদের সম্মুখে ধারণ করেন; তখন তাহারা নিরস্ত হয় এবং যখনই তাহারা কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হয়, তখনই বলিয়া থাকে অদৃষ্ট বা ভাগ্যদেবতাই কারণ।

ফলতঃ যেখানে আমাদের বুদ্ধিশক্তি কারণনির্ণয়ে অসমর্থ হয়, সেইখানেই আমরা বলি, অতঃপর কারণ অদৃষ্ট। অতএব তুমি এ কথাটীও মনে রাখিবে যে, মূর্খদের অদৃষ্ট অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী; আর বহুদর্শীদিগের অদৃষ্ট দূরবর্ত্তী। পুনঃ, অদৃষ্ট যার যত সন্নিহিত, সে সেই পরিমাণে মূর্খ; আর অদৃষ্ট যার যত দূরবর্ত্তী, সে সেই পরিমাণে বিজ্ঞ। ক্রমোন্নতিশীল মানবাত্মার উন্নতির মানদণ্ড এই অদৃষ্ট।

সত্য। দাদা মহাশয় অদৃষ্ট বলিলে সাধারণ লোকে কি বুঝিয়া থাকে?

ঠাকুর। সাধারণ লোকে মনে করে, যাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটিবে, যে ব্যক্তি যতদূর উন্নতি করিবে, যাহার যে সুখ বা দুঃখ ভুগিতে হইবে, তৎসমস্ত পরমেশ্বর অথবা ভাগ্যদেবতা তাহাদের কপালে লিখিয়া এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই ললাট-লিপি অনুসারেই মনুষ্য সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা নাই; শকট-যোজিত অশ্ব যেমন শকট-চালকের ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ চালিত হয়, জীবগণ অদৃষ্ট বা ভাগ্যের অধীনে সেইরূপে চালিত হইতেছে। পরন্তু বরং শকটবদ্ধ অশ্বের কিছু না কিছু স্বাধীনতা আছে অর্থাৎ সে সময়ে সময়ে উচ্ছৃঙ্খলও হয়; কিন্তু অদৃষ্টাধীন জীবগণের কিছুমাত্র স্বাধীনতাই নাই। তোমার অদৃষ্টে লিখিত আছে বলিয়াই অদ্য তুমি ঠিক এই সময়ে আমার কথা শুনিতেছ; তুমি যাহা বলিতেছ বা করিতেছ, তাহা অদৃষ্ট অগ্রেই তোমার ললাটে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তুমি বিদ্বান্ হইবে বা মূর্খ হইবে, ধনী হইবে বা নির্ধন হইবে, সচ্চরিত্র সজ্জন হইবে বা দুশ্চরিত্র দুর্জ্জন হইবে, কবে তোমার কোন্ অসুখ বা সুখ হইবে, কবে তোমার মৃত্যু হইবে, সে সমস্তই অদৃষ্টে লিখিত আছে। অদৃষ্টে যাহা লেখা নাই, এক তিলমাত্রও সে কার্য্য করিতে মানুষ সক্ষম নহে। কিন্তু চলচ্চর লোকে মন্দ ফলের জন্যই অদৃষ্টের উল্লেখ করে যথা;—

তিনকড়ি বিশ্বাস ও পঞ্চানন ঘটক, দুজনে সমান সমান মূল্য দিয়া একই গাছের দুইটী লিচুর ক'লম ক্রয় করিল। কিন্তু তিনকড়ীর [illegible]

একটু বড় থাকিলেও, জমীতে পুঁতিবার এক মাস পরেই দেখা গেল, তিনুর গাছটী পাঁচুর গাছের অপেক্ষা ছোট হইয়া পড়িয়াছে। তখন যদি তিনুকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার গাছটী ছোট হইয়া গেল কেন? তিনু দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে উত্তর করিবে, আমার অদৃষ্ট! আর যদি পাঁচুকে বল, তোমার গাছটী তিনুর গাছের অপেক্ষা বেশ বড় হইয়াছে। তখন তিনু বলিবে;—"তা আর হবে না? আমি গাছের উপর কত যত্ন করিয়া থাকি! তলায় একটী ঘাস জন্মিতে দেই না, আর উত্তম সার প্রস্তত করিয়া উহার তলাতে দিয়াছি; তিনু কি আমার মত যত্ন করে, না যত্ন করিতে জানে?" কিছুকাল পরে তিনুর গাছে নিচু ফলিল; কিন্তু পাঁচুর গাছে ফলিল না; তখন পাঁচুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পাঁচু বলিবে, আমার অদৃষ্ট! আবার কিছুদিন পরে দেখা গেল পাঁচুর গাছে বেশ বড় বড় ফল হইতেছে এবং তাহা বেশ দেখিতে সুন্দর, কিন্তু খাইতে টক্; পাঁচুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, আমার অদৃষ্ট! তিনুর ফল মিষ্ট বটে, কিন্তু ছোট এবং তাহার অধিকাংশেই পোকা ধরে; তিনুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনু বলিবে আমার অদৃষ্ট!

তিনু, পাঁচুর সহিত ১০৲ টাকা বাজি রাখিয়া এককালীন তিন সের দধি ভোজন করিয়াছিল; তৎপরদিন হইতে তিনকড়ি শয্যাগত হইয়া ক্রমাগত নানা রোগে ভুগিতেছে; কিন্তু তিনুকে রোগের কারণ জিজ্ঞাসা কর, তিনু বলিবে আমার অদৃষ্ট! যদি তিনুর কাছে অপরিমিত দধিভোজনের উল্লেখ কর, তাহা হইলে তিনু বলিবে, সেও আমার অদৃষ্ট; অদৃষ্টে লেখা না থাকিলে কেনই বা আমার দধিভোজনে প্রবৃত্তি হইবে? কেনই বা আমি

এত কষ্ট পাইব ? আমাদের উত্তর পাড়ার হানিফ্ মণ্ডল একদিন সাত সের দই খাইয়াছিল, তাহার কোন অসুখই হয় নাই ; সবই অদৃষ্টের খেলা, নতুবা তিন সের দই খাইয়াই আমার অসুখ হইবে কেন ?

হানিফ্ মণ্ডলের কাছে গিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে, সে বাল্যকাল হইতেই দধিভোজনে অভ্যস্ত ; ক্রমশঃ সে অভ্যাস করিয়া এখন একদিনে দশ সের দধি ভোজন করিতে পারে, তাহাতে তাহার কোন অসুখই হয় না।

এইরূপে সাধারণ মূর্খ লোকেরা অদৃষ্টকেই সমস্ত কার্য্যের নিয়ন্তা মনে করে।

সত্য। ঠাকুরদাদা মহাশয়, সাধারণ লোকের এই অদৃষ্ট-বিশ্বাসে দোষ কি ? এবং গুণই বা কি ?

ঠাকুর। ভাই সত্যব্রত, এ সংসারের সমস্তই দোষগুণ-মিশ্রিত ; তবে যাহাতে দোষের ভাগ অধিক, তাহাই দূষণীয়। সাধারণ লোকের এই অদৃষ্ট-বিশ্বাসে দোষ বিস্তর, গুণ অতি অল্প। গুণ এই যে, অদৃষ্টবিশ্বাসী মূঢ়েরা এই বিপৎসঙ্কুল সংসারে অনেক সময় সহজে মনকে প্রবোধ দিতে পারে। গৃহে বজ্রপতন দ্বারা যদি একজন মূর্খের একটী পুত্র বিনষ্ট হয়, তবে মূর্খ তজ্জন্য শোক-গ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু তাহার অনুতাপের কোন কারণ থাকে না। সে সহজেই অদৃষ্টের উপর সমস্ত শোকের কারণ অর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু একজন বিজ্ঞানবিৎ, হয়ত গৃহপার্শ্বে বজ্রনিবারক ধাতুময় শিক প্রোথিত করেন নাই বলিয়া অনুতপ্ত হন এবং সে অনুতাপ চিরদিন হৃদয়ে প্রজ্বলিত করিয়া রাখেন। কোন দরিদ্র চাষার একটী পুত্র বিসূচিকারোগে ইহলোক ত্যাগ করিল, আর

একটী শিক্ষিত বাবুর সন্তানও উক্ত রোগে নিহত হইল; কিন্তু দরিদ্র চাষা অদৃষ্টকে স্মরণ করিয়া শোক শান্তি করিবে, আর শিক্ষিত বাবু, পুত্রের মুমূর্ষু অবস্থাতেও অন্ততঃ একবার ডাক্তার-সরকারকে ডাকিয়া চিকিৎসা করাইতে পারেন নাই বলিয়া চিরদিন অনুতাপ করিবেন।

যাহা হউক, কিন্তু ভাই, এই অদৃষ্ট-বিশ্বাস যে অসংখ্য অমঙ্গলের নিদান তাহা স্মরণ করিলে শরীর অবসন্ন হয়। একেত আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, এদেশে প্রকৃতিই যেন আমাদিগকে আলস্যের বশীভূত হইতে প্রবৃত্ত করাইতেছে; তাহাতে আবার অদৃষ্টবাদ! এই অদৃষ্টবিশ্বাসী মূঢ়েরা প্রায় হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। তাহারা তাহাদের নিজের অস্তিত্ব যেন ভুলিয়া নিশ্চেষ্ট জড়ের ন্যায় এই তরঙ্গতুফানসঙ্কুল সংসার-সাগরে ইতস্ততঃ ভাসমান হইয়া থাকে। অদৃষ্টবাদী মূঢ়েরা যত্ন, উদ্যম, অধ্যবসায় প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণে বঞ্চিত হইয়া, প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইয়া নীচ পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ, চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এদেশের দুঃখ, দারিদ্র্য, শোক প্রভৃতির প্রধান কারণই অদৃষ্ট-বিশ্বাস! "অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে" এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস যাহাদের, তাহারা যে পাপের গভীরতম কূপে পতিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাহারা কুপথ্য ভোজন করিয়া পীড়িত হয়, পীড়িত হইলে ঔষধ-সেবনে অবহেলা করে, কোনপ্রকার দুষ্কার্য্য করিতে তাহাদের বাধা নাই, কেন না তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস অদৃষ্টই সর্ব্ব-কার্য্যের নিয়ন্তা; সুতরাং তাহারা পাপপ্রবণ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, সমস্ত নারকীয় কার্য্যই সাধন করিতে পারে; কিন্তু মহৎপথে উঠিতে অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের অর্থাৎ পুরুষকারের প্রয়োজন;

সুতরাং সে পথে তাহাদের যাইতে প্রবৃত্তি হয় না। অদৃষ্টবাদী মূঢ়গণ অশেষ দুঃখদারিদ্র্য ভোগ করিবে; কিন্তু তাহার প্রতিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না।

উদ্যম, অধ্যবসায়, যত্ন, প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণে মানুষ যে সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারে, সে কথা শুনিয়াও তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না। কেননা অদৃষ্টবিশ্বাস তাহাদের মজ্জাগত রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "যার অদৃষ্টে সুখ নাই, সে কি সুখী হইতে পারে? যার অদৃষ্টে ধন নাই, সে কি ধনী হইতে পারে? যার অদৃষ্টে বিদ্যা নাই, সে কি বিদ্বান্ হইতে পারে?" এইরূপ বিশ্বাস করিয়া এদেশের অসংখ্য লোক আলস্যপরায়ণ, নিরুদ্যম ও কুকর্ম্মান্বিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, এই অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করাতে এদেশীয় অধিকাংশ ব্যক্তিই কাপুরুষপদবাচ্য হইয়াছে। দুঃখ, দারিদ্র্য, মূর্খতা যেন ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে; এদেশের মনুষ্যসাধারণের মুখে শুনিবে "মানুষের ক্ষমতা কি? মানুষেরা অদৃষ্টচক্রে ভ্রামিত হইয়া উঠিতেছে ও পড়িতেছে।"

আর শীতপ্রধান দেশের উদ্যমশীল লোকের কথা শুন;—

A man may do what a man has done.

Impossible **is a word only to be found in the dictionary of fools.**

Help your self and heaven will help you. &c. &c.

একজন মানুষ যাহা করিতে পারে, অপরে কেন তাহা না করিতে পারিবে?

মানুষের পক্ষে অসম্ভব বা অসাধ্য কি আছে? 'অসম্ভব' বা 'অসাধ্য' এ কথা কাপুরুষগণেরই উক্তি।

তুমি তোমার নিজের সাহায্য কর, তাহা হইলে ঈশ্বর বা ভাগ্যও তোমার সহায় হইবেন ; অর্থাৎ তুমি পুরুষোচিত গুণ অবলম্বন করিয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া চল, দেখিবে ভাগ্যদেবী দাসীর ন্যায় তোমার আজ্ঞাকারিণী হইবেন। এই সকল কথাই যথার্থ পুরুষের কথা; এদেশেও কশ্চিৎ কোন মহাজন বলিয়া গিয়াছেন ;—

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষ মাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ॥"

কিন্তু একথা প্রচলিত থাকিলে কি হইবে? অদৃষ্টনির্ভর যেন আমাদের অস্থিমজ্জাগত সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সত্য। দাদা মহাশয়, অদৃষ্ট, দৈব, ভাগ্য, এগুলি কি একার্থবাচক? শাস্ত্রে ইহাদের বিষয়ে কিরূপ মীমাংসা আছে?

ঠাকুর। হাঁ;—ইহারা প্রায় একার্থবাচক বটে; অদৃষ্ট কাহাকে বলে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। দৈব, কর্ম্মফল, নিয়তি ও ভাগ্য, এগুলি কি, বলিতেছি;—জীবসকল পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করে। অর্থাৎ যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সমস্ত কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা নহে; অদ্য বীজ রোপণ করিলে অদ্যই বা কল্যই যে ফলভোগ করিতে পারিবে, তাহা নহে; সেইরূপ অনেক কার্য্যের ফল বা পরিণাম পরজন্মেও ভোগ হইয়া থাকে; যেমন কোন গতিশীল শকট হইতে অবতরণ করিলে তাহার গতি শরীরেও সংক্রা-

মিত হইয়া কার্য্যকারী হয়, তদ্রূপ আমরা স্থূল দেহ ত্যাগ করিলেও আমাদের কার্য্যপ্রবণতা (অভ্যাস) সূক্ষ্মদেহেও সংক্রামিত হয়; এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেও সেই কার্য্যপ্রবণতা (অভ্যাস) তিরোহিত হয় না। পূর্ব্বজন্মকৃত যে সকল কার্য্যের ফলভোগ হয় নাই, ইহজন্মে সেই সকল কার্য্যের ফলভোগ হইয়া থাকে। সেই ফলভোগের নামই নিয়তি; এবং সেই পূর্ব্বজন্মের কার্য্যের নামই দৈব বা ভাগ্য। আর দৈব বা ভাগ্য যে অদৃষ্ট, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রে দৈব বা ভাগ্য সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। কর্ম্ম মাত্রেরই ফলোৎপত্তি হইবে, এবং সেই ফল সদ্যই হউক বা দশদিন পরেই হউক অথবা পরজন্মেই হউক, কর্ত্তাকে ভোগ করিতেই হইবে। দুষ্কর্ম্মের নাম দুষ্কৃতি বা পাপ এবং তাহার ফলকে দুর্ভাগ্য, আর সৎকর্ম্মের নাম সুকৃতি বা পুণ্য এবং তাহার ফলকে সৌভাগ্য বলে। গভীর গবেষণাপ্রসূত দর্শনশাস্ত্রে নিতান্ত অযৌক্তিক কোন কথা নাই; তবে মূর্খসাধারণের জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে কতকগুলি রূপক আখ্যায়িকা থাকাতেই সমগ্র সারবান্ হিন্দুশাস্ত্রও অসারবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। চরক সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্বরের স্বরূপ বা নিদান যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার একটী কথাও খণ্ডন করিবার সাধ্য কাহারও নাই; কিন্তু পুরাণশাস্ত্রে সেই জ্বরকে ক্রুদ্ধরুদ্রজটাসম্ভূত যমাকার ভীষণদর্শন এক দৈত্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের তত্ত্ব সমস্তও পুরাণে এইরূপে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রহগণের শুভাশুভ দৃষ্টি, শুভাশুভ লগ্ন, ক্ষণ প্রভৃতি সেই পুরাণ হইতেই সম্ভূত হইয়াছে। সাধারণ মূর্খ লোকেরা যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার না করে, যাহাতে তাহারা

পদে পদে সাবধান হইয়া চলে, সেই জন্যই পণ্ডিতগণ ঐ সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহা হউক ভাই, তুমি সঙ্ক্ষেপতঃ এই কথাটী স্মরণ রাখিও যে, "দৈব ভাগ্য, নিয়তি, অদৃষ্ট, এগুলি কর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র।" এ সংসারকে কর্ম্মক্ষেত্র বলে, কর্ম্ম করিতেই জীব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব কর্ম্মই জীবের বা জীবনের উদ্দেশ্য। অতীত কর্ম্মকেই দৈব বা ভাগ্য বলিয়া থাকে। গরম ভাত ও পান্ত ভাতে যে প্রভেদ, কর্ম্ম আর দৈব বা ভাগ্যে সেই প্রভেদ। কর্ম্ম আবার দুই প্রকার;—দুষ্কর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম; অতীত দুষ্কর্ম্মের নামই দুষ্কৃতি, দুর্দৈব বা দুর্ভাগ্য; এবং অতীত সৎকর্ম্মের নামই সুকৃতি বা সৌভাগ্য। স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন মানবাত্মাই কর্ম্মের কর্ত্তা এবং ভোক্তা। অতএব ভাই, বুঝিয়া দেখ, তুমিই তোমার কর্ম্মের কর্ত্তা; সুতরাং তুমিই তোমার ভাগ্যেরও কর্ত্তা; তোমার ভাগ্য তোমারই অধীন; ভাগ্য তোমার কর্ত্তা নহে; সুতরাং তুমি কখনই ভাগ্যের অধীন নও। তবে তুমি যেমন কর্ম্ম করিবে, তেমনই ফল প্রাপ্ত হইবে; দুষ্কর্ম্ম করিলে দুর্ভাগ্যের ফল এবং সৎকর্ম্ম করিলে সৌভাগ্যের ফল ভোগ করিতে পারিবে। আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলে রসালফল ভোগ করিতে পাইবে; কিন্তু সাঁড়া গাছ পুঁতিলে কখনই আম পাইবে না। তবে একটী বিশেষ কথাও বলিয়া রাখি; আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলেই যে আমরা সকল সময় সুরসাল ফল পাইতে পারিব, তাহা নহে; সময়ে সময়ে অনেক কারণে আমরা ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকি; অর্থাৎ আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে কর্ম্মের যে ফল হইবে মনে করিয়া থাকি, সকল সময় সে কর্ম্মের সে ফল হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল মানুষ সর্ব্বজ্ঞ নহে এবং জগতের সমস্ত কার্য্য-

কারণ অবধারণে সমর্থ নহে। সুমিষ্ট রসাল লাভ করিব বলিয়া আম্রবীজ রোপণ করিলাম; কিন্তু যে বীজ রোপণ করিলাম, তাহার অভ্যন্তরে কীট প্রবেশ করিয়া তাহার বিকৃতিসাধন করিয়াছে কি না, তাহা দেখিতে পাইলাম না। যে ভূমিতে রোপণ করিলাম, তাহাতে রসাল বৃক্ষের উপাদান কিরূপ পরিমাণে আছে, তাহার সম্যক্ জ্ঞান আমার নাই; কি পরিমাণ রৌদ্র, বৃষ্টি, বা শিশির পাইলে যে বৃক্ষ সতেজে বর্দ্ধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়েও আমার সম্যক্ জ্ঞান নাই; অন্যান্য বৃক্ষের সংস্রবে আমার সেই রোপিত তরুর যে কিরূপ ইষ্টানিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহাও আমি জানি না; ইত্যাদি অসংখ্য কার্য্যকারণবিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ; সুতরাং যে বীজ রোপণ করিয়া যেরূপ ফলপ্রাপ্তির আশা করিয়াছিলাম, সেরূপ ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে যে আমি কখনই বঞ্চিত হইব না, একথা কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে? কিন্তু এইরূপ স্থলেই সাধারণতঃ মূর্খেরা ভ্রমে পতিত হয়। "রাম যে কাজ করিয়া যে ফল পাইল, শ্যাম সে কাজ করিয়া সে ফল পাইল না কেন? অতএব রামের ভাগ্য ও শ্যামের ভাগ্য একরূপ নহে।" মূর্খেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। মূর্খেরা রাম ও শ্যাম উভয়ের কার্য্যের সমতা বা একতা স্বীকার করিবে; কিন্তু ভাগ্যের একতা স্বীকার করিবে না। তাহারা জানে না যে, যাহার নাম কর্ম্ম তাহারই নাম ভাগ্য। আনুষঙ্গিক কারণের প্রভেদ ঘটাতেই ফলের প্রভেদ হইয়াছে। মূল কারণ একরূপ হইলেই যে কার্য্য একরূপ হইবে, তাহা নহে; আনুষঙ্গিক কারণসকলও যদি একরূপ হয়, তবে কার্য্য নিশ্চয়ই অভিন্নরূপ হইবে। কিন্তু দুইটী কার্য্যের মূল ও আনুষঙ্গিক কারণসমস্তের ঐক্য

হওয়া সম্ভাবিত নহে। এ বিশ্বসংসারে ঠিক সমান দুইটী কিছুই নাই; বিচিত্রতা বা বিভিন্নতাই এই বিশ্বের মোহন রূপ! দুইটী বস্তু ঠিক এক প্রকার এ জগতে নাই। একই বৃক্ষের একই শাখার দুইটী পত্র লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, আপাতদৃষ্টিতে তাহারা সমান দেখাইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদের একটী হইতে অপরের অনেক বিভিন্নতা দেখিতে পাইবে। "যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান" এইটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া প্রমাণের মূলস্বরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; ইহা মনঃকল্পিত কৃত্রিম সত্য, বা মোটামুটি সত্য। কারণ, প্রকৃতপ্রস্তাবে দুইটী সমান বস্তু জগতে নাই; আমাদের দুইটী চক্ষুঃ পরস্পর সমান নহে, দুইটী কর্ণ সমান নহে, দুইখানি হস্তও সমান নহে। ভাই, সাধারণতঃ মূর্খেরা জগতের এই বৈষম্য বা বিচিত্রতার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখে না, অথচ তাহারা কর্ম্মফলের বৈচিত্র্য দর্শন করিলেই দৈব বলিয়া এক বিকটাকার দৈত্যের প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিয়া থাকে! যাহা হউক, ভাই, দৈব ও ভাগ্য যে কি, তাহা তোমাকে বারংবার বুঝাইয়া বলিয়াছি; অতঃপর তুমি যেন মূঢ় মোহান্ধগণের ন্যায় দৈবরূপী জুজুর ভয়ে জড়সড় থাকিও না। সেই জুজুর ভয়ে যেন তোমার কার্য্যপ্রবৃত্তি বিলোপ না পায়। ভাই, সৎকার্য্য সাধন করিবার জন্য পুরুষকার অবলম্বন কর। পুরুষকার ব্যতীত কোন অভিলষিত সিদ্ধ হইবে না। জগতে স্বাস্থ্য, জ্ঞান, ধন, মান ও সুখ সকলেই প্রার্থনা করে; কিন্তু পুরুষকার ব্যতীত সেই সমস্তের কোনটীই লাভ করা যায় না। পুরুষকার ব্যতীত প্রকৃত পুরুষপদবাচ্য অর্থাৎ 'বড় লোক' হওয়া যায় না।

সত্য। দাদা মহাশয়, দৈব বা ভাগ্য কাহাকে বলে, বুঝিয়াছি; এখন পুরুষকার কাহাকে বলে, বুঝাইয়া বলুন্।

পুরুষকার।

ঠাকুর। ভাই, যাহা করিবে তাহাই হইবে। যাহা ইচ্ছা করিবে তাহা হইবে না। ইচ্ছা ত সকলেই করিয়া থাকে; দীর্ঘসূত্রী ও অলসেরাও ধনী, বিদ্বান্ ও মানী হইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু তাহাদের সে ইচ্ছা প্রকৃত ইচ্ছা নহে; তাহাকে কল্পনা বলা যায়। গাঁজাখোর, গুলিখোর ও মাতালেরা যেমন কল্পনা করে "আহা! আমাদের যদি পাখা থাকিত, আমরা পাখীর মত উড়িয়া নানাদেশে যাইতে পারিতাম।" কুঁড়েদের পক্ষে ধনী, মানী ও জ্ঞানী হইবার কল্পনাও ঠিক্ সেই গাঁজাখোর, গুলিখোর ও মাতালদেরই মত। সে কল্পনা কখনও সফল হইতে পারে না। অতএব ভাই, তুমি যদি ধনী, মানী ও জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা কর, তবে শুধু গাঁজাখোরের মত কল্পনা করিও না। যেমন কোন আশ্চর্য্য দর্শনীয় পদার্থের দর্শনমানসে সেই বস্তুর চতুঃপার্শ্বে শত শত লোক একত্র হইলে তাহা দর্শন করিবার জন্য তোমাকে সমধিক বলপ্রয়োগ করিয়া সেই জনব্যূহ ভেদ করিয়া যাইতে হয়, তদ্রূপ সংসারে ধনী, মানী ও জ্ঞানী হইতে হইলেও সমধিক চেষ্টা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। ফলতঃ এ সংসারে ধন, মান ও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ইচ্ছা করিলে কিছুই হইবে না; চেষ্টা করা চাই, পরিশ্রম করা চাই এবং অধ্যবসায়শীল হওয়া চাই। ভাই,

সংসারে যদি ধনী, মানী, জ্ঞানী ও সুখী হইতে চাও, তবে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ বীরের ন্যায় অগ্রে অক্ষয় কবচ ধারণ কর—সেই অক্ষয় কবচ **উৎসাহ, যত্ন, পরিশ্রম** ও **অধ্যবসায়!** ভাই, লিখিয়া রাখ—স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখ—হৃদয়ের শোণিত লইয়া রক্তাক্ষরে লিখিয়া রাখ—**উৎসাহ, যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায়** অক্ষয় কবচ! সংসার-রঙ্গভূমিতে প্রকৃত বীরের ন্যায় অবতরণ করিবার ইহাই অক্ষয় কবচ! ভাই, স্মরণ রাখিও, যত্ন, পরিশ্রম, উৎসাহ, অধ্যবসায়,—পুরুষের পুরুষকার! ভাই, তুমি পুরুষ হইয়া যেন পুরুষোচিত গুণে বঞ্চিত হইও না! কাপুরুষ যারা—আলস্যশয্যায় শায়িত হইয়া সংসারস্রোতে ভাসুক্—ডুবুক্—নরকে নীত হউক্! ভাই, পুরুষ তুমি, তুমি যেন কাপুরুষের ন্যায় নিরুদ্যম হইয়া থাকিও না? পুরুষকার আশ্রয় কর, কর্ম্মক্ষেত্রে অলস হইয়া বসিয়া থাকিও না! কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর—তাহাই জীবনের উদ্দেশ্য। "শরীরং বা পাতয়েয়ম্, কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্" "শরীরপাতন কিংবা মন্ত্রের সাধন" এই মন্ত্র সর্ব্বদা জপ কর। ভাই, সংসার ত তোমার পায়ের নীচে! ধন, মান, বিদ্যা, সুখ, সকলই ত তোমার পায়ের নীচে! ভাগ্যদেবী যে 'পুরুষের' পদানত পরিচারিকা! পুরুষের কাছে জগতে অসাধ্য কি আছে? একদিন আল্পস্ পর্ব্বত নেপোলিয়ন-সেনার গতিরোধ করিলে, সেনানীরা নেপোলিয়নকে বলিল, হুজুর! দুরারোহ দুর্গম আল্পস্ পর্ব্বত আমাদের গতিরোধ করিয়াছে। তখন মহাসত্ত্ব মহাবীর নেপোলিয়ন্ সদম্ভে বলিলেন "আল্প পর্ব্বতের সাধ্য কি নেপোলিয়ন-সেনার গতিরোধ করে? যদি করে, তাহাকে স্থানচ্যুত কর।" ভাই, একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ইহারই নাম পুরুষের পুরুষকার! অমনি মহা-

পুরুষের ইঙ্গিতমাত্রে শত সহস্র কুঠার আল্পপর্ব্বতাঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া অসংখ্য সেনার জন্য প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিল !!

তাই, তোমার সম্মুখে মহত্ত্ব-পথ প্রশস্ত, সরল ও নিষ্কণ্টক-ভাবে প্রসারিত রহিয়াছে; তোমার গম্যপথে কোন বাধা নাই, কোন বিঘ্ন নাই; তোমাকে কোন দুরারোহ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইবে না; কেননা তুমি অদ্যাপি কোনপ্রকার কদভ্যাসের বশীভূত হও নাই। চিরকারিতা, আলস্য, ব্যভিচার, মাদকসেবন প্রভৃতি মহত্ত্বপথের অন্তরায়স্বরূপ মোহনমূর্ত্তিধারী ঘোর রাক্ষস পিশাচগণ তোমা হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছে। হে বালক! অসাধ্য-সাধন তোমারই কাজ! তুমি সঙ্কল্প করিলে— তুমি সামান্য পুরুষকার অবলম্বন করিলে, অথবা পূর্ব্বোক্ত রাক্ষস পিশাচের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ না হইয়া সহজ সরল পথে চলিলে, অনায়াসেই তোমার অভিলষিত সাধন করিতে পার; তোমার পক্ষে বড়লোক হওয়া অতি সহজ! অতি সহজ!!

ভাই, পুরুষকারহীন কাপুরুষেরা কখনই সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না। কি বিদ্যা, কি ধন, সকলই পুরুষকারসাপেক্ষ।

"পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনম্।"

মূঢ় কাপুরুষগণ ইহার মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝে না; তাহারা মনে করে, মানুষের পুরুষকার কোন ফলপ্রদ নহে; এ বড়ই কৌতুকের বিষয় যে, মূর্খেরা পূর্ব্বজন্মের পুরুষকারের প্রাধান্য স্বীকার করে, অথচ বর্ত্তমানের পুরুষকারকে স্বীকার করে না। যাহা হউক, এই মূঢ়গণ দ্বারা পুরুষকারের মহত্ত্বই প্রকাশিত হইতেছে। অদ্য তুমি যে যত্ন ও পরিশ্রম করিলে, পরে কোন দিন যে তাহার ফলভাগী হইতে পারিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই; অধিক কি,

এজন্মে পরিশ্রম, যত্ন, উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বারা যে বিদ্যা বা ধন উপার্জ্জন করিবে, পরজন্মেও তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না! ক্রমোন্নতিশীল মানবাত্মার পুরুষকারই একমাত্র অবলম্ব্য। ভাই, অদ্যকার পুরুষকারই কল্যকার ভাগ্য বা দৈব! এই গূঢ়রহস্য যাহারা বুঝে না, সেই মূঢ়েরাই বলিয়া থাকে, দৈব বা ভাগ্য পুরুষকারের বিরোধী পরিপন্থী। "দৈব বা ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন না থাকে, তবে পুরুষকার কোন কার্য্যই সাধন করিতে পারে না; দৈব প্রতিকূল হইলে পুরুষকারকে ব্যর্থ করিতে পারে"। অর্ব্বাচীন নিশ্চিন্ত মূঢ়েরাই এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। তাহারা জানেনা, চিন্তা করিয়াও দেখে না, যে, দৈব ও পুরুষকার একই, অভিন্ন! দৈব পুরুষকারেরই নামান্তরমাত্র:—ইহজন্মের পুরুষকার পরজন্মেও দৈবরূপে তোমার অনুসরণ করিবে; যেমন বাষ্পীয় শকট থামিলেও আরোহীর সংক্রামিত বেগ থামে না, তদ্রূপ দেহ বিনষ্ট হইলেও পুরুষকারশক্তি লিঙ্গদেহধারী পুরুষের বা আত্মার শক্তিরূপে পরিণত হয়; সেই জন্যই আমরা মনুষ্যগণের মধ্যে শক্তির ইতরবিশেষ দেখিতে পাই। অতএব এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, চিন্তা করিয়া দেখ, পুরুষকারই দৈবের নামান্তর কি না! ইহজন্মের পুরুষকারকে যদি পরজন্মের দৈব বলা যায়, তবে আমি বাল্যকালের পুরুষকারকে যৌবনের এবং যৌবনের পুরুষকারকে বৃদ্ধাবস্থার দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। তদ্রূপ অদ্যকার পুরুষকারকেও কল্যকার দৈব বলিতে পারি। অতএব ভাই, আবার বলিতেছি, শতবার বলিতেছি, পুরুষকারই পুরুষের একমাত্র গতি, একমাত্র অবলম্ব্য, সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য!

ভাই, পুরুষকারের মহিমা শতমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

পুরুষকারের শক্তি চিন্তা করিলে আমার এই বৃদ্ধ জরাজীর্ণ শরীরেও উৎসাহ ও বলসঞ্চয় হয়; কিন্তু যে সময় শক্তি-সামর্থ্য ছিল, যে সময় শরীর সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম ছিল, তখন কত সময় যে আলস্যে নষ্ট করিয়াছি, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে নয়ন অনুতাপজনিত অশ্রুনীরে প্লাবিত হয়। ভাই, আবার যদি আমি কোন দেবতার বরে তোমার ন্যায় শরীর প্রাপ্ত হই, অথচ আমার এই বৃদ্ধাবস্থার জ্ঞানে বঞ্চিত না হই, তাহা হইলে আমি পথের ভিখারী হইয়াও বড়লোক হইতে পারি,—লক্ষ লক্ষ লোকের সাক্ষাতে স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি, আমি প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিবই করিব। যত্ন—পরিশ্রম—অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় আবার সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করি—শত সহস্র বালক ও যুবককে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া মহত্ত্বপথ প্রদর্শন করি, পুরুষকারসহকারে মানুষ যে অসাধ্যসাধন করিতে পারে, তাহাও দেখাইয়া দিই। কিন্তু ভাই, ইহা বৃথা কল্পনামাত্র; যে দিন গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না। বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য অবস্থা পরে পরে ভোগ করিতে হইবে; ইহা বিধাতৃ-বিধান। বার্দ্ধক্যে বাল্যাবস্থা প্রার্থনা করিলে কেহই পায় না। জীবনের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক সময় বৃথা ক্ষেপণ করিয়াছি—আলস্যে, তাস-পাশা-দাবা প্রভৃতি ক্রীড়ায় জীবনের কত সময়ই বৃথা ক্ষেপিত হইয়াছে! যাহা হউক, তজ্জন্য অনুতাপ করিব না। আমার জ্ঞান, আমার অভিজ্ঞতা—বহুমূল্য রত্নভাণ্ডার—তোমাকে দিতেছি; তুমি তাহার সদ্ব্যবহার করিও। আমি তোমার ন্যায় ঠাকুর-দাদার উপদেশ লাভ করিতে পারি নাই; সুতরাং আমার জীবনে যে সকল ভ্রম ঘটিয়াছে, তজ্জন্য আমার অনুতাপের তাদৃশ

কারণ নাই। ঠেকিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা অতীব মূল্যবান্; কিন্তু ঠেকিয়া জ্ঞানলাভ করা বড়ই ক্লেশকর। তোমাকে ভাই, ঠেকিয়া শিখিতে হইবে না। কিন্তু ভাই, অনায়াসলব্ধ জ্ঞানরত্ন যেন অরণ্যে বিক্ষিপ্ত করিও না। তাহা হইলে পরিণামে অনুতাপ করিতে হইবে এবং একদিন ঠাকুরদাদাকে স্মরণ করিয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে হইবে।

অভ্যাস।

Man is a bundle of habits.

সত্য। দাদা মহাশয়, আপনার একটী কথার তাৎপর্য্য আমি ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। "অসাধ্য-সাধন বালকের কাজ" ইহার মর্ম্ম কি? মহত্ত্বের পথ বালকের পক্ষে যদি এত সুগম, তবে বয়স্কের পক্ষে সুগম নহে কেন? অসংখ্য লোকের মধ্যে মহত্ত্বপথের পথিক প্রায় দেখা যায় না, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? আপনার আশীর্ব্বাদে আমি মহত্ত্ব লাভ করিব, ইহা চিন্তা করিলে অবশ্য আমার অন্তঃকরণ অতুল গৌরবে নৃত্য করে এবং অসীম আশায় আশ্বস্ত হয়; কিন্তু ঠাকুরদাদা, আমাকে অবশ্য সাধারণপথক্রম ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা চিন্তা করিলে যেন মনে কেমন আশঙ্কার উদয় হয়। অতএব আমি মনে যাহাতে দৃঢ়তা লাভ করিতে পারি, তদ্রূপ উপদেশ প্রদান করুন্। কেন আমার মন এত আন্দোলিত হইতেছে? আপনি আমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করুন্।

ঠাকুর। ভাই, তোমার প্রশ্নগুলিতে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম।

ভাই, অভ্যাসদ্বারাই অসাধ্য সাধন করা যায়; কিন্তু বালকেরা বয়স্থ অপেক্ষা সহজেই সকল বিষয় অভ্যাস করিতে পারে। সেই জন্যই "অসাধ্য-সাধন বালকের কাজ"। উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টী বুঝাইয়া দিতেছি;—

ভাই, যদি কেহ বলে, "একজন লোক একটী প্রকাণ্ড হস্তীকে ধরিয়া তুলিয়া কৌতুক দেখাইতেছে!" তুমি কি সে কথা অসম্ভব মনে কর না? হস্তীকে উত্তোলন করা মানুষের অসাধ্য বলিয়া কি তোমার সংস্কার নাই? কিন্তু ভাই, ইহা অসম্ভব নহে, অসাধ্য নহে। তুমি একটী ক্ষুদ্র হস্তিশাবককে প্রতিদিন উত্তোলন কর (একাজ নিতান্ত দুরূহ নহে), ক্রমে হস্তিশাবক প্রকাণ্ড হস্তিরূপে পরিণত হইবে, তুমিও বলবান্ পুরুষরূপে পরিণত হইবে, তখনও তুমি প্রকাণ্ড হস্তীকেও হস্তিশাবক বলিয়া মনে করিয়া তাহাকে উত্তোলন করিতে পারিবে, কিন্তু অপর-সাধারণে তোমার কার্য্যকে অসাধ্য মনে করিবে।

মানুষ অভ্যাস দ্বারা অপর-সাধারণের বিস্ময়কর এরূপ অনেক অসাধ্য-সাধন করিতে পারে।

যদি আমরা শুনি "অমুক ব্যক্তি তিনবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছে," আমরা অবাক্ হইয়া যাই; কিন্তু ভাই, বুঝিয়া দেখ দেখি, তুমি মনে করিলে সাতবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পার কি না? হিসাব করিয়া দেখ যে, একজন লোক যদি প্রতিদিন পাঁচ ক্রোশ করিয়া চলে, তবে সে সাতবৎসরে একবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পারে; সুতরাং পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই একজন লোক সাতবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পারে।

সচরাচর যে বিষ ভক্ষণ করিলে মানুষ মরিয়া যায়, কেহ কেহ অভ্যাস করিয়া তাহা হজম করিতে পারে।

যে পরিমাণ রৌদ্র, বৃষ্টি, উত্তাপ ও শিশির ভোগ করিলে সাধারণ ভদ্রলোকেরা (অনভ্যস্ত ব্যক্তিরা) মৃত্যুমুখে পতিত হয়, চাষা, জেলে, ধাঙড় প্রভৃতিরা অভ্যাসবশতঃ অক্লেশে তাহা সহ্য করিতে পারে।

অতএব বুঝিয়া দেখ, মানুষ অভ্যাস করিলে সকলই করিতে পারে। আর সেই অভ্যাস করা বালকের পক্ষে অত্যন্ত সুগম; সেই জন্যই বালকের পক্ষে অসাধ্য-সাধন সহজ ব্যাপার।

কিন্তু ভাই, বয়স্থ ব্যক্তিরা অভ্যস্ত পথক্রমের ব্যতিক্রম করিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারে না; তুমি মনে করিলে সাতবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পার, কিন্তু যে বয়স্থ ব্যক্তি কখনও নিজ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায় নাই, গৃহচত্বর অতিক্রম করিতেই যে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, আলস্য যার অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে কি ইচ্ছা করিলেও একবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে? তাহা কখনই পারে না। সেই জন্যই বয়স্থ ব্যক্তিরা অভ্যাস অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে অভিলষিত সাধন করা দুরূহ ব্যাপার। মহত্ত্বপথে যাইতে হইলে যেরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন, বয়স্থ ব্যক্তিরা অবস্থা-বৈগুণ্য, কুসংসর্গ ও আপাতপ্রলোভন প্রভৃতি কারণবশতঃ সেরূপ অভ্যাস করিতে পারে নাই, বরং তৎপ্রতিকূল অনেক কদভ্যাস করিয়াছে, সুতরাং তাহারা মহত্ত্বপথে যাইতে সমর্থ হয় না; আর সেই কারণেই জগতের অধিকাংশ লোক সেই পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—'সাধারণ' 'ইতর' বা 'নীচ' পদবাচ্য হইয়া থাকে।

ভাই, তোমার অবস্থা মহত্ত্বপথের অনুকূল; তুমি অদ্যাপি কুসংসর্গে পতিত হও নাই; যে পিতামহকে দেবতা বলিয়া তোমার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, তিনিই তোমার পথপ্রদর্শক, তিনিই তোমার গম্যপথ পরিষ্কার করিবেন। অতএব তুমি যে সাধারণের গম্যপথ অতিক্রম করিয়া মহত্ত্বের পথে অনায়াসে অগ্রসর হইবে, তাহাতে আবার সংশয় কি? আশঙ্কারই বা বিষয় কি? ভাই, জুজুর ভয় করিও না, ভীরু কাপুরুষগণই জুজুর ভয়ে ভীত হয়।

অভ্যাস মনুষ্যচরিত্রগঠনের প্রধান উপাদান। অভ্যাসের উপরই মনুষ্যচরিত্র নির্ভর করে, এবং অভ্যাসই চরিত্রকে দ্রঢ়ীভূত করে। Man is a bundle of habits. মানুষ আর কি? কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। Habit is second nature. অভ্যাসই মনুষ্যপ্রকৃতি। অর্থাৎ স্বভাব বা প্রকৃতি আর কিছুই নহে, কতকগুলি অভ্যাসমাত্র। পুনঃ পুনঃ যে কাজ করিবে, তাহা অভ্যাস হইয়া যাইবে। যে চিন্তা পুনঃ পুনঃ করিবে, তাহাই অভ্যাস হইয়া যাইবে। অতএব এই অভ্যাসই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বা মনুষ্যধর্ম্ম। আত্মসংযম অভ্যাস কর, প্রলোভন ত্যাগ করিতে অভ্যাস কর, দেখিবে, কুকার্য্য করা তোমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া পড়িবে। অভ্যাস শরীরকে যেমন আয়ত্ত করিতে পারে, অভ্যাস মনকেও তেমনই আয়ত্ত করিতে পারে। বিনয়, শিষ্টাচার, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরতা, দয়া, দান প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তিগুলি মনের অভ্যাসমাত্র। বাল্যকালে—যখন মানব-অন্তঃকরণ কোমল ও পবিত্র থাকে,—সদভ্যাসসমস্ত গঠন করিলে মানুষ দেবতা হইতে পারে। অভ্যাস সমস্ত কার্য্যকেই সহজ করে এবং অনভ্যস্ত পথকে অতীব দুরূহ করে। অর্থাৎ অভ্যাস অতিক্রম করিয়া কেহই সহজে

কোন কাজ করিতে পারে না। পরিশ্রম অভ্যাস কর, আলস্য তোমার পক্ষে বিষম কষ্টকর হইবে। আলস্য অভ্যাস করিলে, পরিশ্রম তোমার পক্ষে বাঘ বলিয়া বোধ হইবে। এই জন্যই, যাহারা কু-অভ্যাস করিয়াছে, সৎপথে যাওয়া তাহাদের পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এই জন্যই কদভ্যাস যাহাতে মনে বদ্ধমূল না হয়, তৎপক্ষে সতর্ক থাকা আবশ্যক। যিনি কোনপ্রকার কদভ্যাসের দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই নরকের পথের পথিক হইয়াছেন – তিনি সমস্ত সুখের আশায় বঞ্চিত হইয়াছেন।

যে কোন কার্য্যের অভ্যাস করিবে, সে কার্য্য করিতে আর উদ্যম আবশ্যক হইবে না। বালকেরা যখন কোন পাঠ মুখস্থ করে, তখনই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া থাকে, কিন্তু সেই পাঠ বলিবার সময় বোধ হয় যেন তাহাদের জড় জিহ্বাই বলিয়া যাতেছে। অভ্যাসানুযায়ী কাজ করা যত সহজ, অভ্যাস অতিক্রম করিয়া কার্য্য করা ততই কঠিন। অভ্যাসের বিরুদ্ধে তুমি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই দেখিবে যে, অভ্যাস অতি পরাক্রমশালী! যে কোন কাজ হউক, একবার দুইবার তিনবার করিতে করিতে তাহা সহজ হইয়া পড়ে এবং তৎসাধনে মনের একটী প্রবণতা জন্মে; প্রথমতঃ অভ্যাসকে একগাছি লূতাতন্তুর মত বোধ হয়, কিন্তু ক্রমে তাহা সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলের ন্যায় শক্তি ধারণ করে। একবিন্দু জলের শক্তি আর কত? কিন্তু সেই একবিন্দু জল ক্রমাগত পড়িয়া পাষাণ ক্ষয় করে!

আত্মমর্য্যাদা, আত্মনির্ভর, উদ্যম, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অর্থাৎ পুরুষোচিত সমগ্র গুণ বা পুরুষকার—কেবল অভ্যাসের কাজ, বিশ্বাসের কার্য্য নহে, ইচ্ছার কার্য্য নহে। জগতে সৎপথে যাইতে,

সৎ হইতে এবং সুখী হইতে কে না ইচ্ছা করে? সৎপথই স্বর্গের পথ, কে না ইহা বিশ্বাস করে? কিন্তু তবু লোকে অসৎপথে যায় কেন? নরকের পথের পথিক হয় কেন? অভ্যাস দ্বারা।—অভ্যাস ইচ্ছারও বিপরীত কাজ করে, অভ্যাস বিশ্বাসকেও দূরীভূত করিতে পারে, অভ্যাসের শক্তি অপরিসীম! অভ্যাসের নামই চরিত্র, স্বভাব, প্রকৃতি। কদভ্যাসই কুচরিত্র, সদভ্যাসই সচ্চরিত্র। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এই অভ্যাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ এই অভ্যাসকেই দৈব, ভাগ্য, নিয়তি বা অদৃষ্ট বলিয়া থাকে। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, তোমার তুমিত্ব, আমার আমিত্ব, এই অভ্যাসের হস্তে! ফলতঃ অভ্যাসই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব। দৈব বা ভাগ্য দ্বারা নহে, পরন্তু অভ্যাসদ্বারাই মানুষ সুদৃঢ়-শৃঙ্খলবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ যাহাতে সদভ্যাস করে এবং কদভ্যাস না করে, তাহাই বিদ্যার উদ্দেশ্য, জ্ঞানের উদ্দেশ্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে বিদ্যা বা যে জ্ঞান বা যে শিক্ষা এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে না পারে, সে বিদ্যা বিদ্যাই নহে; সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে; সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। কিন্তু কদভ্যাস বদ্ধমূল হইলে তাহাকে উৎপাটিত করা বিদ্যা, জ্ঞান ও শিক্ষার অসাধ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্যই সুকুমার বাল্য-অন্তঃকরণে এরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহার সদভ্যাসের প্রবৃত্তি হয় এবং সদভ্যাস বদ্ধমূল হয়। তাহা হইলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইবে। বাল্য-অন্তঃকরণে সদভ্যাস বদ্ধমূল করা অতি সহজ, অতি সহজ! অতি সহজ!! এমন কি, বাল্যকালে কদভ্যাসও দূর করা তাদৃশ কঠিন নহে। একবার সদভ্যাস বদ্ধমূল হইলে চিরজীবনে তাহা স্থায়ী হইবে। চারাগাছ নোয়াইয়া দাও, প্রকাণ্ড সুদৃঢ় বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াও

তাহা নত হইয়াই থাকিবে। যাহা অত্যন্ত অনায়াস-সাধিত, তাহা এখন বিস্ময়কর ব্যাপার! একটী অঙ্গুলির সাহায্যে যে ক্রিয়া সাধন করিয়াছ, দেখিবে সহস্র বলবান্ পুরুষের শক্তি তাহার প্রতিক্রিয়া সাধন করিতে সক্ষম হয় না!

"বালকের গম্যপথ দেখাইয়া দাও; দুই এক পা করিয়া সেই পথে চালাও—নিজে অগ্রসর হও, অগ্রবর্ত্তী মহাজনগণকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাও,—আর কিছু করিতে হইবে না—অতঃপর বালক ঠিক পথেই চলিবে, মনুষত্বের পথ আর কখনই সে পরিত্যাগ করিবে না, ঠিক্ পথেই চলিবে, বালক সজ্জন হইবে—প্রকৃত মনুষ্য হইবে।" *

বয়োবৃদ্ধিসহকারে অভ্যাস ক্রমশঃ পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তখন অভ্যাস অতিক্রম করিয়া অনভ্যস্ত নূতন পথে গমন করা ক্রমশ অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়ে। †

মানুষ অভ্যাসের একান্ত বশবর্ত্তী। অভ্যাসদোষে অনেক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ এরূপ জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন যে, দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। কার্য্যক্ষেত্রে বড় বড় ধনুর্দ্ধরগণও চিন্তাশীলতা বা বিবেকের আশ্রয়-গ্রহণের অবসর প্রাপ্ত হন না। অনেক কৃতবিদ্য ও জ্ঞানবান্

---

* "হে পিতঃ! হে শিক্ষক! তোমার জীবনের গম্যপথ ঠিক্ করিয়া চল দেখি, তোমার পুত্র, তোমার ছাত্র, তোমার পথে যাইবে। তুমি উৎপথ-গামী হইলে তোমার পুত্র বা ছাত্র যে উৎপথগামী হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। আপনাকে দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শন কর, ইহাই শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পন্থা।"

† Hence it is often harder to unlearn than to learn.

পণ্ডিতকে আমরা সচরাচর যে সকল কুকর্ম্মে লিপ্ত হইতে দেখি, তৎসমস্ত তাহাদের অজ্ঞানাবস্থার অভ্যাসের ফল। অভ্যাসসকল মনুষ্য-অন্তঃকরণে এরূপ বদ্ধমূল হয় যে, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রবল বিবেক তাহাদিগকে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হয় না। ফলতঃ একটা দন্ত উৎপাটন করা যত ক্লেশকর, একটা বদ্ধমূল অভ্যাস উৎপাটন করা তদপেক্ষা অধিক ক্লেশকর।

আলস্যপরতন্ত্র, ব্যভিচারী বা মাদকসেবী সহস্র ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত উপদেশ দিয়াও তাহাদের একজনকেও সংশোধিত করা অর্থাৎ সৎপথপ্রবর্ত্তিত করা অতীব দুষ্কর। যাহারা নরকের পথের পথিক হইয়াছে, তাহাদিগকে ফিরান মানুষের পক্ষে সুসাধ্য নহে।

মানুষের সুখদুঃখও এই অভ্যাসের অধীন, সন্তোষ ও অসন্তোষ অভ্যাসের উপরই নির্ভর করে। অভ্যাস করিলে সকল অবস্থা হইতেই সন্তোষ লাভ করা যায়।

প্রাত্যহিক কার্য্য ও চিন্তার জন্য কতকগুলি সদভ্যাস করা উচিত।—কি কি কার্য্যে ও কি কি চিন্তায় সময় বিনিয়োগ করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া অভ্যাস করা উচিত। যে কোন বয়স্থ পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে, সে কতকগুলি কদভ্যাসের অধীন থাকিয়া নিয়ত উত্যক্ত হইতেছে, তথাপি তাহার সাধ্য নাই যে, সে অভ্যাসের অধীনতাপাশ ছেদন করে। প্রত্যেক মনুষ্যই কতকগুলা কদভ্যাসের জন্য নিয়ত অনুতাপ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মানুষ আপাতপ্রলোভনে পড়িয়া কদভ্যাসের দাস হয়, এবং পরিশেষে মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্বের পথ হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে।

মনুষ্যমাত্রকেই কতকগুলি অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়াই জীবন-স্রোতে ভাসিতে হইবে। কিন্তু ভাই, যেগুলি সদভ্যাস, তাহাই অবলম্বন করিলে পরিণামে সুখের বা অমৃতের অধিকারী হওয়া যায়; আর কোনরূপ অনুতাপ করিতে হয় না। অতএব এই সময় হইতে তদ্রূপ কতকগুলি সদভ্যাস কর; যদ্দারা অনায়াসে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া সুখী হইতে পারিবে। যে কোন কার্য্যই হউক অভ্যাস করা অতি সহজ; অদ্য একবার করিলে, কল্য আবার সেই সময় সেই কাজ করিলে, পরশ্বও ঠিক সেই সময়ে সেই কাজ করিলে, তৎপরদিনও তদ্রূপ করিলে, এই-রূপ করিতে করিতেই ক্রমে দেখিবে যে, তোমাকে আর চেষ্টা করিয়া সেই সময়ে সে কাজ করিতে হইবে না; অভ্যাস তোমাকে সেই সময়ে সেই কাজ করাইবে। কোন কোন কাজ প্রথম বিরক্তিকর বা কষ্টকর হইতে পারে বটে; কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যাস-বশতঃ তাহা আর কষ্টকর না হইয়া বরং প্রীতিকর হইবে; পরন্তু সে কাজ না করিতে পারিলে কষ্ট হইবে।

একজন কাঠুরিয়াকে ক্রমাগত ছয় ঘণ্টা কাঠ কাটিতে দেখিলে, অথবা একজন চাষাকে রৌদ্র বা বৃষ্টিভোগ করিয়া ক্রমাগত ছয় ঘণ্টা চাষ করিতে দেখিলে আমরা যেমন বিস্মিত হই, কাঠুরিয়া ও চাষাও আমাদিগকে ক্রমাগত একস্থানে বসিয়া ছয় ঘণ্টা লিখিতে দেখিলেও তেমনই বিস্মিত হয়।

আমাদের ন্যায় অবস্থায় পড়িয়া চাষাও যদি আমাদের মত অভ্যাস করিত, তাহা হইলে সে তখন আর চাষা থাকিত না, পরন্তু পণ্ডিত হইত। অভ্যাসের এমনই প্রভাব যে, কারারুদ্ধ ব্যক্তি অধিক কাল কারাগারে থাকিলে সে কারাগারও তাহার

পক্ষে ত্যাগ করা কষ্টকর হয়। বহু দিন কোন পক্ষীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাকে যদি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় না; পরন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার সময় যে পরিমাণে নিষ্ঠুরাচরণ করা হইয়াছিল, পিঞ্জরমুক্ত করিবার সময়েও তাহা অপেক্ষা বরং অধিক নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়। কেননা পিঞ্জরাবদ্ধ হইবার সময় পক্ষী যেরূপ বিপন্ন হয়, বহুদিন পরে পিঞ্জরমুক্ত হইলে তদপেক্ষাও দুর্দ্দশাপন্ন হয়। অভ্যাসই ইহার একমাত্র কারণ।

ভাই, তোমাকে মহত্ত্বের পথে যাইতে হইবে; অর্থাৎ সুস্থ, জ্ঞানী, ধনী, মানী ও সুখী হইতে হইবে, সুতরাং এক্ষণে তোমার পক্ষে কি কি অভ্যাস করা উচিত, তাহা এক এক করিয়া বলিতেছি শুন;—

১। দৈনিক কার্য্যের তালিকা বা রুটীন।

প্রতিদিন শয়নের পূর্ব্বে, পরদিনের কর্ত্তব্য কার্য্যের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে; কর্ত্তব্য কর্ম্মের এই তালিকাকে ইংরাজী ভাষায় রুটীন বলে। আজকাল এই রুটীন কথাটীর অর্থ অনেকেই বুঝিতে পারে। সাহেবদের মধ্যে বড় বড় লোকেরা ছয় মাসের রুটীন প্রস্তুত করিয়া রাখে। অকূল সাগরে কম্পাস্ বা দিগ্দর্শন যন্ত্র যেমন উপকারী, মহত্ত্বপথের পথিকগণের পক্ষেও রুটীন তদ্রূপ উপকারী। কি কি কার্য্য করিতে হইবে অগ্রে স্থির কর, পরে কোন্ দিন, কোন্ সময়, কোন্ স্থানে, কিরূপে সেই সেই কার্য্য সুচারুরূপে সাধন করিতে পারিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট কর। কর্ম্মসমষ্টির নামই জীবন; অতএব

যত কাজ করিতে পারিবে ততই জীবন উপভোগ করিতে পারিবে বা ততই দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিবে। মলমূত্র ত্যাগ, স্নানাহার, ক্রীড়া ও নিদ্রা এই কয়টীমাত্র ক্রিয়া পর্য্যায়ক্রমে সাধন করিয়া যদি একজন লোক একশত বৎসর বাঁচে, তাহা হইলে সে প্রকৃতপ্রস্তাবে দীর্ঘজীবী নহে এবং তাহার জীবনও প্রকৃতপ্রস্তাবে মনুষ্য-জীবন নহে; সদ্যোজাত শিশু অপেক্ষা সে দীর্ঘজীবী নহে এবং পশুজীবন অপেক্ষা তাহার জীবন উৎকৃষ্ট নহে। গ্রীষ্মপ্রধান হতভাগ্য বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত পল্লীতে প্রায় সমস্ত লোকই মনুষ্যশরীরে এইরূপ পশুজীবন অতিবাহিত করে। হতভাগারা দীর্ঘায়ুঃ প্রার্থনা করে, অথচ দিনগুলা কোন-রূপে তাস পাশা দাবা খেলিয়া বা গল্পগুজব করিয়া ও কুৎসিত গান বাজনা করিয়া কাটাইয়া দেয়। ভাই, সত্যব্রত, এ সব পাপকথা তোমাকে বলিবার ইচ্ছা না থাকিলেও বলিতে হইল; কেননা তুমি এ সকল না জানিতে পারিলে সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে না। এ সংসারে নরাকৃতি পশুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সেই সংখ্যা দেখিয়া তুমি যেন শঙ্কিত ও দিশেহারা হইও না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, তোমাকে বড়লোক হইতে হইবে, সুতরাং সাধারণ গড্ডালিকাপ্রবাহ হইতে স্বতন্ত্র পথাবলম্বী হইতে হইবে। সাধারণ লোকের সহিত মিশিয়া খেলা করিয়া বা গল্প করিয়া সময়ক্ষেপণ করিলে তোমাকেও সাধারণের দশা ভোগ করিতে হইবে, তোমাকেও শেষে বলিতে হইবে "সংসারে সুখ নাই—জগৎ বিষময়।" যেরূপ হইতে ইচ্ছা করিবে সেইরূপই হইতে পারিবে। বড়লোক মাত্রেরই দৈনিক কার্য্যের রুটীন আছে; সেই রুটীন হইতেই পরে জীবনচরিত লিখিত

হইয়া থাকে; সেই রুটীন দেখিয়াই বড় বড় লোকের কার্য্যপ্রণালী সমস্ত জানা যায়। সেই রুটীন দেখিয়া জানা যায়, বড়লোকেরা কেমন করিয়া বড় বড় কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহারা জ্ঞান, ধন ও মান ভূরিপরিমাণে উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। "শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং" ক্রমে ক্রমে যে পর্ব্বত লঙ্ঘন করা যায়, একটু একটু করিয়া যে অতি সুমহান্ ব্যাপার সাধন করা যায় এবং মানুষ স্বকীয় চেষ্টায় যে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারে, এগুলি মহজ্জীবনের দৈনিক তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

অতএব ভাই, প্রাত্যহিক রুটীন প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে। এবং শয়নের পূর্ব্বে পুনরায় রুটীন প্রস্তুত করিবার অগ্রে সমাহিত কার্য্যের সহিত রুটীন মিলাইয়া দেখিবে। নিতান্ত প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত না হইলে কদাপি রুটীন লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিবে না। এই পবিত্র আহ্নিকতত্ত্ব ভুলিয়া যেন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইও না। এই অভ্যাসের উপর তোমার ভাবি-জীবন নির্ভর করিবে; তুমি ক্রমশঃ তোমার নিজের অজ্ঞাতসারে মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে; তুমি প্রতিদিন অনায়াসে যে কার্য্য সাধন করিতে পারিবে, সাধারণে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইবে এবং তুমি তাহাদের বিস্ময় দেখিয়া বিস্মিত হইবে।

২। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান।

প্রত্যূষে অর্থাৎ প্রাতে ৬টার পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করতঃ গাত্রোত্থান করিবে এবং মলমূত্রাদি ত্যাগ ও শৌচাদি কার্য্য সমাপন

করিবে। পরে রুটীন অনুসারে সমস্ত দিবসীয় কার্য্য সাধিত হইলে রাত্রি ১০টার সময় বা অব্যবহিত পরেই শয়ন করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে নিদ্রাভোগ করিবে। নিতান্ত প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত না হইলে কদাপি এই নিয়মের ব্যভিচার করিবে না। এই অভ্যাসের উপর স্বাস্থ্য, জ্ঞান, ধন, মান ও সুখ নির্ভর করে। অনেকে নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া রাত্রি-জাগরণ করে, এবং প্রাতে বেলা ৮।৯টা পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকে। ইহা কদভ্যাস। বড় বড় লোক মাত্রেরই জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা সকলেই প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন। এদেশে প্রভাতসমীর স্বাস্থ্যের অতি অনুকূল, সুখসেব্য ও প্রাণস্বরূপ। প্রাতর্ভ্রমণ স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হিতকর।

৩। যখনকার যে কাজ।

যথাসময়ে সমস্ত কার্য্য সাধন করিবে। যে কার্য্যের জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, সে সময় অতিক্রম করিয়া সে কার্য্য করিও না। কিন্তু ভাই, এই বিষয়ে তোমাকে অনেক সময়ে অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে; এই বঙ্গদেশে বাঙ্গালীরা এরূপ কতকগুলি জঘন্য অভ্যাসের দাস যে, যখনই তুমি অন্যের সংস্রবে যাইবে, তখনই তোমাকেও সেই কদভ্যাসের ফলভোগ করিতে হইবে। যখনই অন্যের দ্বারা কোন কার্য্যসাধন করিতে হইবে, তখনই তোমার রুটীনের নিয়ম-ভঙ্গ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর কথার ঠিক্ নাই, কাজের ঠিক্ নাই। তুমি কাহারও নিকট পত্র লিখিয়া যথাসময়ে তাহার উত্তর পাইবে না। কাহারও সহিত কোন প্রয়োজনের জন্য সাক্ষাত করিতে গেলে

হয়ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার সহিত সাক্ষাত হইবে না; কেহ যদি তোমার সহিত সাক্ষাত করিবে বলিয়া কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করে, তুমি দেখিবে যে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার অপেক্ষা করিয়াও তাহার দর্শন পাইবে না; হয়ত অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইবে; এবং কাজের কথা পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ বাজে কথায় তোমার সময় নষ্ট করাইবে। তুমি এই পোড়া দেশের রীতিবহির্ভূত ব্যবহার করিলে লোকে তোমাকে অহঙ্কৃত মনে করিবে! এ বড় বিষম সমস্যা। যাহা হউক ভাই, যথাসাধ্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিবে এবং যে সময়ের যে কাজ সেই সময়ে সেই কাজ সাধন করিবে। কিন্তু এদেশে অন্যেও যে সেইরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা দৃঢ়প্রত্যয় করিও না। জানিও, সাধারণতঃ বাঙ্গালীরা কুড়ের বাদশা। যে জাতি চাকুরি-প্রিয়, অন্যের গোলামী করিবার প্রবৃত্তি যাহাদের মজ্জাগত, তাহাদের অন্তঃকরণে কোনরূপ আত্মমর্য্যাদার গরীয়ান্ ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। আর যাহাদের আত্মমর্য্যাদা নাই, তাহাদের কথারও ঠিক্ নাই, কাজেরও ঠিক্ নাই। এদেশে কাহারও উপর কোন কার্য্যের ভার দিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইবে না। কেননা ঠিক্ সময়ে ঠিক্ সে কাজ পাইবে না। কিন্তু ভাই, তুমি যেন কাহারও নিকট কোন কার্য্যের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া সেই কার্য্য সাধন করিতে ত্রুটি করিও না; তুমি যেন চিরকারিতা অবলম্বন করিয়া সাধারণের ন্যায় পদে পদে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিও না। এ বিষয়ে সাহেবদের চরিত্র আদর্শনীয়। তুমি কোন সাহেবকে একখানি চিঠি লিখিলে ঠিক্ সময়ে তাহার প্রত্যুত্তর পাইবে। কিন্তু একজন বাঙ্গালীর নিকট চিঠি লিখিয়া তোমাকে দৈবের

উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। তুমি কখনও আশা করিও না যে, ঠিক্ সময়ে তাহার উত্তর পাইবে। কিন্তু ভাই, তুমিও যেন সাধারণের রোগে পড়িও না। পত্র লিখিবার একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবে এবং যে দিন যতগুলি পত্র লেখা আবশ্যক তাহার একখানিও যেন বাদ দিয়া রাখিও না। অদ্যকার কাজ অদ্যই করিবে; কল্য করিব বলিয়া কোন কাজ রাখিয়া দিবে না। "আজ থাক্, কাল করিব" যখনই তোমার মুখে এ কথা বাহির হইবে, তখনই জানিবে চিরকারিতা বা দীর্ঘসূত্রিতারূপ ভীষণ রোগে তোমাকে আক্রমণ করিয়াছে; এই চিরকারিতা আলস্যের জননী; আলস্য আবার অলক্ষ্মীর বা দুর্ভাগ্যের উৎপাদক এবং অলক্ষ্মী বা দুর্ভাগ্য অশেষ ক্লেশের প্রসূতি। ভাই, এই চিরকারিতা, আলস্য, অলক্ষ্মী,—এই নারকীয় পরিবার যেন তোমার গৃহে আশ্রয় না পায়। নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থায় না পড়িলে, কখনও বলিও না "আজ থাক্, কাল করিব"। প্রতিদিন ঠিক্ এক একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে মলমূত্রাদি ত্যাগ, স্নানভোজন এবং ব্যায়াম ও শয়ন করিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্য টাকা প্রভৃতি আদায় করিতে পারিবে না বটে, কিন্তু দেয় টাকা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রদান করিবে।

৪। ক্রমাগত পরিশ্রম।

অবিশ্রান্ত পরিশ্রম অভ্যাস করিবে; ক্ষণকালও আলস্যে ক্ষেপণ করিবে না; একটা না একটা কাজ লইয়া থাকিবে। সময়ে সময়ে বিরলে বসিয়া সাধুচিন্তায় মনঃসংযোগ করা উচিত বটে, কিন্তু কখনও নিশ্চিন্তমূঢ়বৎ একস্থানে বসিয়া গাঁজাখোর

বা গুলিখোরের মত বৃথা কল্পনা করিও না। এই গাঁজাখুরি কল্পনা অনেক সময় মনে উদিত হইবে—অনেক সময় আকাশ-প্রাসাদ (Aerial castle) নির্ম্মাণের কল্পনা মনে উদিত হইবে; কিন্তু তখনই সাবধান হইবে এবং চিন্তা ত্যাগ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। জানিও, কল্পনা দ্বারা কিছুই সাধিত হয় না, ইচ্ছা করিলে কিছুই হয় না, কাজ করিলে কাজ হইবে; অতএব কাজ কর; যাহা করিবে তাহাই হইবে; যাহা ভাবিবে তাহা হইবে না। অবিরত পরিশ্রম অভ্যাস করিলে বৃথা চিন্তা মন অধিকার করিবার অবসরও পাইবে না। অবিরত পরিশ্রম করিলে তুমি জীবনে এত কাজ করিতে পারিবে যে, অপর সাধারণে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইবে। ভাই, জানিও, কর্ম্মসমষ্টির নামই জীবন বা পরমায়ু; এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ভাই, পরিশ্রমের যে কত গুণ, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না, পরিশ্রম করিলে শরীর সুস্থ থাকে, সুতরাং মনও ভাল থাকে; আর শরীর সুস্থ এবং মন সন্তুষ্ট রাখাই মনুষ্যজীবনের পরম প্রার্থনীয়। যাহার শরীর সুস্থ এবং মন প্রফুল্ল, সে এই ভূলোকে স্বর্গীয় সুখের অধিকারী, সংসারে সেইই দেবতা। অতএব ভাই, বুঝিয়া দেখ, পরিশ্রমই মানুষকে দেবতা করে। "পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতিস্বরূপ।" আমাদের শরীর ও মন এরূপে গঠিত, যে, পরিশ্রম ব্যতীত তজ্জনিত সুখের অধিকারী হইবার উপায়ান্তর নাই। পরিশ্রম ব্যতীত শারীরযন্ত্র সমস্ত হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না। পরিশ্রম ব্যতীত মনের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। পরিশ্রম-প্রভাবে মলিন বুদ্ধিও উজ্জ্বল হয়, আর পরিশ্রমের অভাবে উজ্জ্বল বুদ্ধিও মলিন হইয়া যায়। ভাই, পরিশ্রম যে মনুষ্যের কত হিতকর,

তাহা বর্ণনাতীত। পরিশ্রমী ব্যক্তি শাকান্ন ভোজন করিয়াও অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে; পরিশ্রমী ব্যক্তি কোন বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিলেও নির্দ্দোষরূপে পরিপাক করিতে পারে। ["ব্যায়ামং কুর্ব্বতো নিত্যং বিরুদ্ধমপিভোজনং, বিদগ্ধ মবিদগ্ধং বা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে, ন চৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিগচ্ছতি, ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি বৈনতেয় মিবোরগাঃ"] জরা ও ব্যাধি পরিশ্রমীর নিকটে গমন করিতে শঙ্কিত হয়। পরিশ্রমী দীর্ঘজীবন লাভ করে এবং সুখে মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হয়।

আলস্য। ভাই, পরিশ্রমের গুণ বর্ণনার জন্যই পাপ আলস্যের উল্লেখ করিতে হইল। এই আলস্য পাপ অতি ভীষণ, অত্যন্ত উৎকট, এই আলস্যই সমস্ত পাপের জনক। মানুষের সর্ব্বপ্রধান পাপ তিনটী;—আলস্য, ব্যভিচার এবং মাদকসেবন। এই তিনটীর মধ্যে আলস্য প্রধানতম এবং অপর দুইটীর জনকস্বরূপ। ভাই, এই উৎকট পাপ যেন তোমার বাম পদও স্পর্শ করিতে না পারে, তোমার পরম শত্রু যারা তাদিগেও যেন এ পাপ আক্রমণ না করে।

এ ভীষণ পাপ যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার মনুষ্যত্ব লোপ পায়, সে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হয়। "তুমি অলস হও" ইহা অপেক্ষা উৎকট অভিসম্পাত আর নাই, এ অভিসম্পাত অপেক্ষা "তোমার সর্ব্বনাশ হউক" এ অভিসম্পাত বরং সহস্রবার প্রার্থনীয়। অলস ব্যক্তিদের জীবন না নিজ সুখের জন্য, না জগতের হিতের জন্য। আলস্য যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, জানিও, তাহার লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে, সৌভাগ্য দূর হইয়াছে। কুবেরতুল্য ধনশালী ব্যক্তিকেও যদি আলস্যে পায়, জানিও, সে লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছে, সে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত

হইয়াছে। এই আলস্য রোগ ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক কুষ্ঠরোগর তুল্য, সেই জন্যই লোকে অলস ব্যক্তিকে "কুড়ে" বলিয়া থাকে।

যে সকল শ্রমজীবী লোককে পরিশ্রম করিয়া পরিবারাদির ভরণপোষণ করিতে হয়, তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ অলস ব্যক্তিকে অত্যন্ত সুখী মনে করে। "বাবু তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া থাকেন, বাবুকে কোন কাজ করিতে হয় না, বাবুর অপেক্ষা সুখী লোক আর কে আছে"? তাহারা এইরূপ মনে করে; কিন্তু তাহারা জানে না, যে, কুড়ে বাবুর পেটে অন্ন জীর্ণ হয় না, রাত্রিতে বাবুর সুনিদ্রা হয় না, বাবু নিজের শরীরের ভার বহনে ভারবাহী অপেক্ষা অধিক ক্লেশ বোধ করেন।

অলস ব্যক্তিরা মনুষ্যোচিত উৎকর্ষলাভে বঞ্চিত হয়; তাহাদের মনে উচ্চভাব উদিত হয় না, তাহারা কুচিন্তা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাস হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্যোচিত সর্ব্ব প্রকার সুখ ও সন্তোষলাভে বঞ্চিত হয়। এই নারকীয় জীবগণের সংসর্গে যাওয়াও উচিত নহে; কেননা এই আলস্যরোগ অত্যন্ত সংক্রামক।

৫। অধ্যবসায়।

ভাই, অগ্রে করণীয় বা কর্ত্তব্য কার্য্য স্থির করিবে; কর্ত্তব্য স্থির করিবার সময় যথেষ্টপরিমাণে চিন্তা করিবে; "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন" সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা করিবার সময়েই চিন্তা করা আবশ্যক; কিন্তু যখন ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিবে, যখন করণীয় কার্য্য সঙ্কল্প করিবে, "ইহা করিতে হইবে" বলিয়া যখন প্রতিজ্ঞা করিবে, তখন আর চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই,

বাধা বিঘ্ন মানিবার প্রয়োজন নাই। তখন "শরীরং বা পাতয়েয়ম্ কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্"—"শরীর পাতন কিংবা মন্ত্রের সাধন" কার্য্যসমাপ্তি পর্য্যন্ত কেবল এই মহামন্ত্র অন্তরে জপনা করিবে। ইহারই নাম 'অধ্যবসায়' এই অধ্যবসায়ই পুরুষ-পরীক্ষার মানদণ্ড।

'প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ,
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধ মুত্তমগুণাঃ সততং বহন্তি॥

পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে এই ভাবি মনে,
গুরুকার্য্যে হাত নাহি দেয় নীচ জনে।
কার্য্য আরম্ভিয়া বিঘ্ন দেখিলে নিশ্চয়,
মধ্যম পুরুষে সেই কার্য্যে ক্ষান্ত হয়।
কিন্তু পুনঃ পুনঃ যদি বিঘ্ন পড়ে শত,
উত্তমে আরব্ধ কার্য্যে না হয় বিরত॥"

সাধারণ অধম-প্রকৃতি পুরুষেরা বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া কোন প্রকার মহৎ কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করে না। অপেক্ষাকৃত উন্নত-প্রকৃতি পুরুষেরা আরব্ধ কর্ত্তব্য কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত দেখিলে, তৎসাধনে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু উত্তম অর্থাৎ মহোন্নত-প্রকৃতি পুরুষেরা সহস্র অন্তরায় উপস্থিত হইলেও প্রারব্ধ কর্ত্তব্য সমাহিত না করিয়া কদাপি নিবৃত্ত হন না। ভাই, তোমার যখন মহত্ত্বলাভের সঙ্কল্প, তখন তুমি অবশ্য উত্তম-পুরুষেরই অনুকরণ করিবে। কাজ আরম্ভ করিয়া তাহা কখনই শেষ না

করিয়া ছাড়িবে না। ভাই, কার্য্যসাধনে "নাছোড়বান্দা" হওয়া চাই। ভাই, ইতিপূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, তুমি মনে করিলে সাতবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পার, কিন্তু ভাই, জানিও যদি তুমি অধ্যবসায়শীল হও, তবেই সাতবার পৃথিবী পরিভ্রমণে সমর্থ হইবে, নতুবা হইবে না। অবশ্য আমি তোমাকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ দিতেছি না; কেননা তদপেক্ষা জীবনের অনেক মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্য এতই আছে, যে শতবর্ষমিত ক্ষুদ্র জীবনে সাধন করা সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক সাতবার পৃথিবী পরিভ্রমণে যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তুমি সেই অধ্যবসায় দ্বারা জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাহিত করিবে। অধ্যবসায় পুরুষকারের প্রধান অঙ্গ। এই অধ্যবসায়ই অভ্যাসের জনক, আর অভ্যাস-সমষ্টিই মনুষ্যত্ব। অতএব এখন অধ্যবসায়ের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ বুঝিয়া দেখ। অসীম ধৈর্য্যের সহিত অসীম বীরত্ব একত্র মিশ্রিত করিলে অধ্যবসায়ের মূর্ত্তি গঠিত হয়। রত্নাকরগর্ভস্থ সমগ্র সম্পত্তি সংগ্রহ করিবার জন্য সামান্য সেচনী সাহায্যে অগাধ জলধিকে স্থানচ্যুত করিতে নিযুক্ত ঐ যে বিরাটপুরুষ, উহাঁরই নাম অধ্যবসায়! যে কোন কর্ত্তব্য সাধনে যখনই নিযুক্ত হইবে, তখনই ঐ বিরাটপুরুষকে অনুধ্যান করিবে। তাহা হইলে সামান্য বিঘ্নবিড়ম্বনার কথা দূরে থাক, মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ অন্তরায় তোমার অন্তরঙ্গরূপে পরিণত হইবে, পর্ব্বত তোমার নিকট স্বীয় মস্তক অবনত করিবে, তোমার কার্য্য দেখিয়া সাধারণে একেবারে স্তম্ভিত হইবে! অপরে যাহা অসাধ্য মনে করে, তুমি তাহা অনায়াসে সাধন করিতে পারিবে। এই অধ্যবসায়শীল ব্যক্তিরাই সুদক্ষে বলিয়া গিয়াছেন—"জগতে

অসম্ভব কিছুই নাই—মানবের অসাধ্য কিছুই নাই।" "Impossible is a word only to be found in the dictionary of fools."

ভাই, মনে রাখিও, পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় দ্বারা সমস্ত কার্য্যই সাধন করা যায়, সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করা যায়।

৬। যাহা করিবে ভালরূপে করিবে।

যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছ, তাহা সাধন করিতে যেমন অধ্যবসায় অবলম্বন করিবে, তেমনই ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অবিরক্তচিত্তে তাহা উত্তমরূপে সাধন করিতে অভ্যাস করিবে। যে কাজ করিবে, তাহা ভাল করিয়াই করিবে। অনেক ছাত্র বাড়ীতে বা স্কুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে লিখিতে চেষ্টা করে না, কিন্তু তাহাদের মনে এই অভিলাষ থাকে যে, "পরীক্ষার সময় খুব ভাল করিয়া—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লিখিব।" তাহারা অভ্যাসের শক্তি যে কতদূর তাহা কিছুই জানে না। ভাই, যদি বনে জীবন্ত ব্যাঘ্র শিকার করিতে চাও, তবে অগ্রে মৃণ্ময় ব্যাঘ্রে লক্ষ্য ঠিক্ করিতে অভ্যাস করিয়া রাখ। মনে করিও না, যে বন্দুক পাইলেই বাঘ শিকার করা যায়। যাহা করিবে, যথাসাধ্য করিবে, যেমন তেমন করিয়া কাজ সারিবে না। যেরূপ অভ্যাস করিবে সেইরূপই হইবে, যেরূপ ইচ্ছা করিবে সেরূপ হইবে না।

৭। জ্ঞানসঞ্চয় ও সৎসংসর্গ।

প্রতিদিন নূতন কিছু শিখিতে হইবে। যে কোন সুযোগে যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির নিকট যাহা কিছু জানা যাইতে

পারে, তাহাই জানিবে। যাহা কিছু জানা যায়, তাহারই নাম জ্ঞান। জ্ঞানলাভের সুযোগ পাইলেই তাহা ছাড়িবে না। সংসারে অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞানের প্রয়োজন; যাহা কিছু শিখিবে বা যাহা কিছু জানিবে, সংসারে এক সময়ে না এক সময়ে তাহা কাজে লাগিবে। যিনি অধিক জানেন, তাঁহাকেই জ্ঞানী বলা যায়। ভূমিষ্ঠ হইবার দিবস হইতে আমরা এই বিচিত্র জগতের বিচিত্রতা নিরীক্ষণ করিতেছি; যে দিন হইতে বাক্যস্ফূর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে জ্ঞানের জন্য অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এটী কি, ওটী কি, সেটী কি, ইহা এমন কেন, উহা অমন কেন, সেটী কোথায় আছে, ইত্যাদি প্রকার অসংখ্য প্রশ্ন অবিশ্রান্ত করিয়াও আমাদের পরিতৃপ্তি হইত না। আহা! প্রকৃতির কি সুন্দর নিয়ম! মানুষ আজীবন যদি এই প্রকৃতি বজায় রাখে, আজীবন যদি জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করে, তাহা হইলে এক এক জন মানুষ দূরপ্রসর গভীর সমুদ্রের ন্যায় জ্ঞানরাশি উপার্জ্জনে সক্ষম হয়। কিন্তু মানুষ একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই আলস্য বা অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া তদ্রূপ প্রশ্ন করিতে নিবৃত্ত হয়। তখন মনেকরে, অন্যের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই নিজের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে, সুতরাং আপনাকে অন্যের অপেক্ষা হীন করা হইবে। এইরূপ অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হয়।

সংসর্গ। ভাই, তুমি যেন এইরূপ অভিমানের বশবর্ত্তী হইও না। সর্ব্বদা জ্ঞানলাভের সুযোগ অন্বেষণ করিবে; জ্ঞানলাভের জন্য সর্ব্বদা উচ্চসংসর্গে মিশিবে। উচ্চসংসর্গ বলিলে

যেন এরূপ বুঝিও না যে, যাহারা উচ্চবংশোদ্ভব কুলীন বা খুব বড়মানুষ ধনী। পরন্তু যাঁহারা গুণে উচ্চ, যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, বহুদর্শিতা ও জ্ঞানে তোমা অপেক্ষা ও সাধারণ জনগণের অপেক্ষা উচ্চ, তাঁহাদের সংসর্গলাভে যত্নশীল হইবে। তাহা হইলে তুমিও ক্রমশঃ উন্নীত হইতে পারিবে। অনেকে জঘন্য আত্মাভিমান ও ভীরুতাবশতঃ উচ্চসংসর্গে থাকিতে ইচ্ছা করে না; তাহারা আত্মহীনতা অনুভব করিতে কষ্টবোধ করে, সুতরাং তাহারা নীচসংসর্গে থাকিয়া তথায় আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে ভালবাসে; তাহারা সয়তানের মত নরকে থাকিয়াও প্রাধান্য চায়, স্বর্গের অধীনতা চায় না। কিন্তু পরিণামে তাহাদের যে কতদূর অধোগতি হইবে, তদ্বিষয়ে একবার চিন্তা করিয়াও দেখে না! তাহারা ক্রমশঃ ভদ্রসমাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" ইহা একটী অখণ্ড্য সত্য। যেরূপ সংসর্গে বাস করিবে, তোমার স্বভাব, চরিত্র, রুচি ঠিক্ তদনুযায়ী হইবে। অতএব ভাই, কুসংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

যাঁহাকে লোকে শিষ্ট শান্ত ও ভদ্র বলিয়া সুখ্যাতি করে, তুমি মনোযোগের সহিত তাঁহার আচার ব্যবহার শিক্ষা কর; তুমিও তদ্রূপ সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিবে।

সজ্জনের সহবাসে যে একপ্রকার আনন্দ অনুভব করা যায়, সে আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর কোন সুখেরই তুলনা করা যায় না। ফলতঃ "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস" এই যে চিরপ্রচলিত কথা শুনা যায়, তাহা সমুদ্রমথিত অমৃতের ন্যায় অতীব উপাদেয় কথা।

কিন্তু ভাই, এ জগতে খাঁটি সজ্জন বোধ করি একজনও

মিলিবে না। তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই; তুমি যেন প্রকৃত খাঁটি সজ্জনের প্রাপ্তির আশায় তন্ন তন্ন করিয়া সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ্মরূপে অন্বেষণ করিও না। সাধারণ জনগণের অপেক্ষা যাহাতে গুণাধিক্য বা উৎকর্ষ দেখিবে, তাহাকেই সজ্জন বলিয়া গ্রহণ করিবে; তাহার গুহ্যদোষ বা ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইও না। ইহা বড়ই মঙ্গলের বিষয় যে, এ জগতে সকলেই স্ব স্ব দোষ সন্তর্পণে গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কাহার কি গুণ আছে দেখ, সামান্যতঃ দোষের অপেক্ষা যে সকল ব্যক্তির গুণের ভাগ অধিক, তাহাদিগকেই তুমি সজ্জন বলিয়া গ্রহণ করিবে। সাধারণতঃ ধার্ম্মিক, সাধু বা সজ্জন বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, অথচ যাঁহারা সংসারত্যাগী বিরাগী সন্ন্যাসী নহেন, ছিদ্রানুসন্ধান করিলে তাঁহাদের প্রায় সকলকেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, স্বার্থপর ও অভিমানপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ভাই, তাহাতে তোমার আমার ক্ষতি কি?

ভাই, "প্রশান্ত মহাসাগর" বলিয়া যে মহাসাগরের নাম শুনিয়াছ, তুমি কি মনে কর, তাহাতে হিল্লোল নাই, তাহাতে স্রোতঃ নাই? তাহার উপর বায়ু প্রবাহিত হয় না? যদি তোমার এরূপ সংস্কার থাকে, তাহা ত্যাগ কর, জানিও "প্রশান্ত মহাসাগরেও" তরঙ্গ আছে, প্রবাহ আছে; তবে সাধারণতঃ অন্যান্য মহাসমুদ্র যেমন অনুক্ষণ তুমুলতরঙ্গসঙ্কুল হইয়া ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, যেমন তাহাদের অভ্যন্তরে প্রবলপ্রবাহ প্রচণ্ডবেগে প্রতিনিয়ত ছুটিতেছে, প্রশান্ত মহাসাগর তদ্রূপ ভীষণ-তরঙ্গ-সঙ্কুল নহে, তাহাতে তদ্রূপ প্রচণ্ড প্রবাহ নাই।

ভাই, এ সংসারে প্রকৃত সার্থক বাক্য কোথাও পাবে না।

প্রকৃত ধার্ম্মিক, প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত আদর্শ মনুষ্য এ জগতে মিলিবে না। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া এ জগতে নিরবচ্ছিন্ন সৎ বা মহৎ ব্যক্তি কোথাও পাবে না। যাহা হউক ভাই, মানুষ, বিশেষতঃ সংসারী ব্যক্তি, কখনই নির্দ্দোষ হইতে পারে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য! অতএব ভাই, মনুষ্যসমাজে অধিকাংশ লোকে যাঁহাকে সজ্জন বলিয়া সুখ্যাতি করে, মনুষ্যসংসর্গে মিশিতে হইলে তুমি তদ্রূপ ব্যক্তির সংসর্গেই মিশিবে। নিন্দুকের কথায় কর্ণপাত করিও না। আত্মপরীক্ষাবিহীন ক্ষুদ্রচেতা মূঢ়েরা আপনাদের পর্ব্বতপ্রমাণ দোষেও অন্ধ; কিন্তু অন্যের সূচিপ্রমাণ দোষে তীক্ষ্ণদৃষ্টি। ভাই, উচ্চসংসর্গে না মিশিলে অনেক উচ্চ বিষয় শিখিতে পারিবে না। শুদ্ধ পুস্তক অধ্যয়ন করিলে অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়, সেই অনভিজ্ঞতার পূরণ জন্যই উচ্চসংসর্গে বাস করা আবশ্যক।

সদ্‌গ্রন্থ। সজ্জনসহবাস ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, উভয়ই সমান। গ্রন্থ আলোচনা করা, আর গ্রন্থকারের সহবাস করা উভয়ই প্রায় তুল্য। কত সহস্র বৎসর যে সমস্ত মহর্ষি গত হইয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে আমাদের নিজ পার্শ্বে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মুখে কত মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে পারি, কত স্বর্গীয়ভাবে হৃদয় পূর্ণ করিতে পারি।

ভাই, ভারতে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য যে সমস্ত গ্রন্থ আছে, জগতের আর কোন দেশের কোন গ্রন্থের সহিত তাঁহাদের তুলনা হইতে পারে না। বিশেষতঃ ভারতের মহাভারত এবং রামায়ণ এতই উন্নত, এতই মহান্ এবং এতই গরীয়ান্ যে তাহাদের সহিত কখনই অন্য দেশীয় অন্য কোন গ্রন্থের

তুলনা করিতে যাই, তখনই যেন মহোদধির সহিত গোষ্পদের, এবং হিমাদ্রির সহিত বল্মীকস্তূপের তুলনা মনে পড়ে। ভাই, তুমি পুনঃ পুনঃ এই রামায়ণ ও মহাভারত অধ্যয়ন করিবে। এই দুই মহাকাব্য, প্রকৃতঘটনামূলক আধ্যাত্মিক ইতিহাস। এমন ইতিহাস জগতে আর কুত্রাপি নাই। এই দুই মহান্ ইতিহাস প্রচলিত থাকাতেই, আর্য্যেরা আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার জীবনী লিখিয়া যান নাই; পরন্তু তাঁহারা সূর্য্যবংশের ও চন্দ্রবংশের প্রদীপ্ত সূর্য্যচন্দ্রের স্বরূপ রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরাদির কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিয়া—তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভকে অভ্রভেদী হিমগিরিশৃঙ্গ অপেক্ষাও উন্নত করিয়া—আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের—সামান্য খদ্যোতগণের কীর্ত্তিবর্ণনে প্রবৃত্ত হন নাই।

কিরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিলে মনুষ্যচরিত্র সুমহান্ হয়, তাহাই আর্য্য ঐতিহাসিকগণের উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক ভাই, তুমি ইংরাজলিখিত ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেরও ইতিহাস পাঠ করিবে। তাহা হইলে তুমি, রামায়ণ ও মহাভারতের গুরুত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হইবে। দেখিবে, মানুষ দেবত্ব ও পিশাচত্ব উভয়ই প্রাপ্ত হইতে পারে। মুসলমান ও ইংরাজরাজত্বের ইতিহাস পড়িলে জানিতে পারিবে যে, রাজত্ব লাভের জন্য মানুষ কত বীভৎস পৈশাচিক কাণ্ড সাধন করিয়াছে ও করিতেছে! কত রাজার, কত রাজপুত্রের, কত রাজপরিবারের হৃৎপিণ্ড দিগ্ধ ছুরিকায় ছিন্ন হইয়াছে ও হইতেছে! মানুষ রাজত্বলোভে কত ঘোর নিষ্ঠুরতার কার্য্য, কত ঘোর পৈশাচিক কার্য্য সাধন করিয়াছে ও করিতেছে! আবার দেখিবে, মানব সেই রাজত্ববিভব গাত্রমলের ন্যায় অনায়াসে পরিত্যাগ

করিয়াছে, পরের জন্য আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া মানব দেবত্ব লাভ করিয়াছে। নরকের ছবি না দেখিলে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের গৌরব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অতএব ভাই, আধুনিক ইতিহাস সমস্ত বিশেষ মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করিবে।

শুদ্ধ ইতিহাস নহে, ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, গণিত, ভূগোল, খগোল, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়ন, শারীরস্থানবিদ্যা ও আয়ুর্ব্বেদ, মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে যথাসাধ্য জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত আবশ্যক। জীবনে এই সমস্ত গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে; অতএব বুঝিয়া দেখ, বৃথা ক্ষেপণ করিবার জন্য তোমার জীবনের ক্ষণকালও আছে কি না? বিবিধবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে মনুষ্যোচিত সুখলাভ করিতে পারিবে না। জ্ঞান পরম সুখের আকর; জ্ঞানজ্যোতিঃ হৃদয়কে প্রফুল্ল ও প্রসন্ন করে, যতই জ্ঞানলাভ করিবে, হৃদয় ততই প্রশস্ত হইবে। জ্ঞানের মহিমা সম্যক্ ব্যক্ত করিতে গেলে এই স্থানে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থের অবতারণা করিতে হয়। 'সূর্য্য না থাকিলে জগৎ অন্ধকারময় হয়' এ কথা এত সত্য, যে আমি তাহা বলিতে বিরক্তি বোধ করি; 'জ্ঞান না থাকিলে মানুষ পশু বলিয়াই গণ্য হয়' এ কথাও এত সত্য যে, তাহা বলিতেও আমি বিরক্তি বোধ করি।

ভাই, জ্ঞানোন্নতির চেষ্টায় সতত বিব্রত থাক; দেখিতে পাইবে, যে কোন প্রকার পাপ চিন্তা বা কুচিন্তা তোমার অন্তঃকরণ অধিকার করিবার অবসরও পাইবে না। লোকের বিরাগভাজন হইবারও সম্ভাবনা থাকিবে না। দিন সমস্ত স্রোতের ন্যায় সুখে গত হইবে; তাহাতে মন কোন সময়ই বিষাদিত বা

অনুতপ্ত হইবে না। সর্ব্বদা জ্ঞানের জন্য মন ব্যগ্র থাকিলে তাহা অন্তর প্রফুল্ল ও উৎসাহিত থাকিবে; জীবনের মধ্যে এরূপ কোন সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে না, যে সময়ে আমরা জ্ঞানের পথ পরিসমাপ্ত দেখিয়া নিরাশ হইব, অথবা জ্ঞানের পরিণাম বিষময় দেখিব, তাহা নিতান্ত অসম্ভব।

অবিচ্ছেদে জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টায় থাকিলে, এক এক জন মানুষ সমুদ্রবৎ দূরপ্রসর ও গভীর জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় এবং সংসারে আনন্দে বিচরণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে পরম শান্তির সহিত এই ভবধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে।

যতই জ্ঞানলাভ করা যাইবে, মন ততই প্রশস্ত হইবে; ততই তাহা নীচতা পরিত্যাগ করিবে অথবা নীচতা প্রাপ্ত হইবার অবসরও প্রাপ্ত হইবে না।

যে সতত জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিব্রত, সে কোথা হইতে কোন্ সময়ে অহঙ্কার অভিমান প্রভৃতি অভ্যাস করিবে? কুপ্রবৃত্তি সমূহ কোথা হইতে কোন্ সুযোগে তাহার হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিবে?

এই নিমিত্তই প্রকৃত জ্ঞানিগণ বালকের ন্যায় সরলচিত্ত, বট-বৃক্ষের ন্যায় শান্তিপ্রদ এবং প্রফুল্ল কমলের ন্যায় আনন্দপ্রদ। আহা! তাঁহাদের হৃদয় কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উৎস! তাঁহাদের সংসর্গে ক্ষণমাত্রে অস্থির হৃদয় শান্ত হয়, সমস্ত পাপ তাপ দূরীভূত হয়!

জ্ঞানিগণ যে প্রকার আত্মানন্দ ও আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন, তাহা তাঁহারা ভিন্ন আর কে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে?

ভাই, আর একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি;—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা যেমন আবশ্যক, ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করাও তদ্রূপ আবশ্যক। ভারতীয় প্রায় যাবতীয় গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। ভারতীয় গ্রন্থ ক্রমাগত আলোচনা করিলে শীঘ্রই সংসারবৈরাগ্য জন্মে। বাল্যকালেই বানপ্রস্থ অবলম্বনে প্রবৃত্তি জন্মে। সংসারের অসারতা,—ধন, মান, প্রভুত্ব সকলেরই অসারতা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় অথচ সংসারে থাকিয়া এইরূপ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া চলিলে দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকে না। অতএব ভাই, ইংরাজের নিকট সংসার-রহস্য শিখিতে হইবে, সাংসারিক উন্নতিলাভের জন্য ইংরাজ-চরিত্রের অনুকরণ করিতে হইবে। সাংসারিক উন্নতি সাধনে যে পরিশ্রম, যে উদ্যম, যে অধ্যবসায় এবং যে যে অভ্যাসের প্রয়োজন, তাহা ভারতীয় কোন গ্রন্থেই পাইবে না। ভারতীয় অনেক নীতিগ্রন্থে ভাগ্য বা দৈবকে বিকটাকার দস্যুরূপে—ভীষণ জুজু স্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই নীতি অতীব জঘন্য, ভ্রমাত্মক ও ঘৃণার্হ। অমৃতে গরল সর্ব্বত্রই মিশ্রিত আছে।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষ মাত্মশক্ত্যা,
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।

এই অমৃতময় নীতিও ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের উক্তি। কিন্তু এরূপ নীতি অত্যন্ত বিরল। ইংরাজকৃত শত সহস্র পুস্তকে পরিশ্রম, উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের শত শত ব্যাখ্যা

লিখিত আছে। সময়ের সদ্ব্যবহার, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয় ইংরাজদের কাছে শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য, সেজন্যই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। আধ্যাত্মিক শক্তিতে,—আধ্যাত্মিক অনেক সুকুমার গুণে ইংরাজেরা আমাদের অপেক্ষা হীন; ভারতীয় ইতর লোকের নিকটেও ইংরাজদের মহাপণ্ডিতেরাও ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া, স্নেহ, করুণা, প্রেম শিখিতে পারে; সামাজিক বিবিধ পাপেও ইংরাজেরা ঘোর পাপী;—ইংরাজ-সমাজে ব্যভিচার ও মাদকসেবন তাদৃশ উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য নহে; কিন্তু তথাপি ইংরাজ সাংসারিক উন্নতিবিষয়ে আমা-দিগকে অনেক শিক্ষা দান করিতে পারে।

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যা মর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

যখন বিদ্যাভ্যাস করিবে, যখন ধনোপার্জ্জন করিবে, তখন যেন ভারতীয় বৈরাগ্যনীতির অনুসরণ করিও না। কিসের সংসার,—কাহার সংসার,—ক দিনের সংসার, এই সকল কথাকে মনেও স্থান দিও না; কেননা সংসারে থাকিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে, এই সংসারে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

৮। আপাত-প্রলোভন।

ভাই, মনোযোগ দাও! মনোযোগ ব্যতীত সাংসারিক জ্ঞানলাভ করা যায় না। যাহা বলিতেছি, বড়ই গুরুতর কথা। "আপাত-প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে হইবে" প্রকৃত মহত্ত্ব-লাভের ইহাই মূলমন্ত্র—অতি গুহ্য—অতি পবিত্র মন্ত্র। কিন্তু ভাই, এই মন্ত্রের সাধনা বড়ই কঠিন—বড়ই কঠোর! পাতঞ্জলের যোগসাধন, তন্ত্রের শবসাধন ইহার তুলনায় অতি তুচ্ছ, অতি

সামান্য! এই মহামন্ত্র সাধনায়, দেবদেব ত্র্যম্বক যে মূর্ত্তিতে মন্মথকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তির ধ্যান করা আবশ্যক। হে বালক, তোমার পক্ষে এই মন্ত্রের সাধনা করা অতি সহজ; কিন্তু অপরের পক্ষে ইহা অসাধ্য-সাধন। "হে বালক, অসাধ্য-সাধন তোমারই কাজ!" ইহার কারণ একবার নির্দ্দেশ করিয়াছি, আর বলিতে চাই না।

ভাই, প্রবৃত্তির দমন করিতে অভ্যাস কর। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, মনের এই ছয়টী প্রবৃত্তি রিপু অর্থাৎ শত্রুনামে খ্যাত। অগাধ অনন্তকাল হইতে নীতিবিৎ মহামনীষিগণ এই প্রবৃত্তিনিচয়কে শত্রু—শত্রু—শত্রু বলিয়া ঘোর ভীষণরবে জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। ভাই, এই প্রবৃত্তিনিচয়ের বশীভূত হইলে কি সাংসারিক, কি আধ্যাত্মিক কোন বিষয়েই উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না—প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে না। অতএব ইহাদিগকে দমন করিবে। এই সকল প্রবৃত্তি কখন যে মনকে অধিকার করিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে এবং সেই সময় সতর্ক হইলে সহজেই তাহাদিগকে দমন করিতে পারিবে। আজিও তুমি কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হও নাই—কুপ্রবৃত্তি তোমার অভ্যস্ত হয় নাই; সুতরাং তোমার পক্ষে কুপ্রবৃত্তির দমন অতি সহজ, অতি অনায়াস-সাধ্য। যাহারা কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াছে, কুপ্রবৃত্তি যাহাদের অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে প্রবৃত্তির দমন অসাধ্য! ভাই, সংসারে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে, দেখিয়া বিস্মিত হইবে, বড় বড় নরসিংহ প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তনায় সুদৃঢ় প্রলোভনপিঞ্জরে আবদ্ধ! বড় বড় নরহস্তী প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তনায় সুদৃঢ় প্রলোভন-শৃঙ্খলে

[illegible]! বড় বড় মহাপণ্ডিত!—বড় বড় নীতিজ্ঞ! ধর্ম্মজ্ঞ! [illegible]! প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তনায় প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অতি [illegible]র জঘন্য কার্য্যসকল সাধন করিতেছে! ক্রীড়কের হস্তে ভল্লুক ও বানর যত দুর্দ্দশাপন্ন, আপাত-প্রলোভনের হস্তে সেই দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ তদপেক্ষা শতগুণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত! চরিত্রের উৎকর্ষসাধনই বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য; সংসারে সুখশান্তিতৃপ্তি লাভের জন্যই নীতি ও ধর্ম্মের প্রয়োজন; কিন্তু ভাই, সংসারে এক বিষম বৈপরীত্য দর্শন করিয়া তুমি চকিত হইবে! দেখিবে, সাধারণ মূর্খ জনগণের অপেক্ষা—শিক্ষিত পণ্ডিতগণ অধিকতর দুশ্চরিত্র! অধিকতর অসুখী! ইহা দেখিয়া হয়ত তুমি বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবে। তুমি বিদ্যার প্রতি দোষারোপ করিবে, নীতি ও ধর্ম্মকে খ-পুষ্প, শশবিষাণ বা অশ্বডিম্বের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া গণ্য করিবে। শাস্ত্রকারগণকে গুলিখোরের দলে ফেলিবে এবং সংসারে সকলকেই ভণ্ডতপস্বী, জুয়াচোর ও প্রতারক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে। ফলতঃ তুমি দিশেহারা হইয়া কর্ণধার-বিহীন নৌকার ন্যায় এই সংসারে বিঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস সমস্ত উড়িয়া যাইবে। অহো! তখন তোমার দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকিবে না। সংসার-প্রবেশকালে যুবকেরা এইরূপ মনে করিয়াই থাকে, যে, যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত, যাঁহারা নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা অবশ্য আদর্শ-মনুষ্য, বিশুদ্ধ-চরিত্র এবং সংসারে পরম সুখী। সুতরাং সংসারে অবতরণ করিয়া যদি তাহারা দেখে, তাহাদের সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল, তাহা হইলে তাহারা যে উল্লিখিতরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা নাই; কেননা সংসারপ্রবেশ করিবার

পূর্ব্বে তাহারা সাংসারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। স্কুল কলেজে যে সকল পুস্তক পঠিত হয়, তাহাতে সংসারনীতি শিক্ষা করা যায় না; সংসার-সন্ন্যাসী বা সংসারধূর্ত্ত পণ্ডিতগণের নিকটও সাংসারিক জ্ঞানলাভের উপায় নাই। যাহা হউক ভাই, তোমার উদ্দীপিত কৌতূহল নিবৃত্ত করিতেছি, তুমি যাহা কঠিনতম সমস্যা মনে করিতেছ, তাহা যে অতি সহজ প্রশ্ন, তাহা বুঝাইয়া দিতেছি।—

ভাই, এই দুইটী বাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম কর;—

'পণ্ডিত হইয়া বা জ্ঞানী হইয়া দুষ্কর্ম্মান্বিত বা দুশ্চরিত্র হওয়া অবশ্য বিচিত্র বটে; কিন্তু ভাই, দুশ্চরিত্র বা দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া পণ্ডিত ও জ্ঞানী হওয়া বিচিত্র নহে।'

যখন বালকেরা কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হয় বা যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করে, তখনই তাহারা পাপ প্রলোভনে পড়িয়া প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তনায় তাহার বশীভূত হয় এবং ক্রমশঃ পাপ অভ্যাস করিতে থাকে। যে তিনটী পাপ অত্যন্ত ভীষণ পরাক্রমশালী, সেই তিনটী পাপ—অর্থাৎ আলস্য, ব্যভিচার ও মাদকসেবন এই সময়ই প্রায় সকলে অভ্যাস করিয়া থাকে। কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতাসাধনে যে ক্ষণিক সুখ লাভ করা যায়, সেই সুখে যুবকেরা নিতান্ত মোহিত হইয়া পড়ে, এবং সেই সুখ পুনঃ পুনঃ লাভ করিবার জন্য স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বিবিধ উপায় অবলম্বন করতঃ ঐ ভীষণ পাপ অধ্যবসায়-সহকারে অভ্যাস করে। মাদকসেবনে আপাততঃ বলবুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয়, মনে একপ্রকার আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দে মত্ত হইয়া, বিশেষতঃ মাদকসেবন ব্যভিচারের আনুষঙ্গিক বলিয়া,

যুবকেরা মাদকসেবনরূপ পাপও অভ্যাস করে। কিন্তু ব্যভিচারী মাদকসেবী হইয়াও হয়ত তাহারা বিদ্যাশিক্ষায় বিরত হয় না; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ হইতেও অসমর্থ হয় না; এল্ এ, বি এ, এম্ এ, প্রভৃতি উপাধি লাভেও বঞ্চিত হয় না। আর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সংসারে পদমর্য্যাদাও প্রাপ্ত হয়, এবং সাধারণ্যে বড় লোক বলিয়াও খ্যাত হয়। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভ হইতে—যে সময়ে পাপপুণ্যসম্বন্ধে প্রায় সকলেই অনভিজ্ঞ থাকে—যে পাপ এ পর্য্যন্ত সমান অধ্যবসায়সহকারে অভ্যস্ত হইয়াছে—গভীররূপে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা আর উৎপাটিত হইবে কিরূপে? যাহা একসময়ে লূতাতন্তুর ন্যায় সামান্য ছিল, তাহা এক্ষণে এরূপ দৃঢ় আয়সশৃঙ্খলে পরিণত হইয়াছে, যে, তাহার কাছে অযুত যূথপতির শক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়! কোথায় ছার এম্ এ উপাধি, কোথায় ছার সাংসারিক পদমর্য্যাদা, কোথায় ছার তুচ্ছ মানসম্ভ্রম, কোথায় তুচ্ছ নীতিজ্ঞান—শাস্ত্রজ্ঞান—ধর্ম্মজ্ঞান, সেই শৃঙ্খল ছেদন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে! ভাই, এখন বুঝিয়া দেখ, কেন যে মহাপণ্ডিত মহামূর্খের ন্যায় কার্য্য করে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন বোধ করি তোমার পক্ষে কঠিন নহে। পণ্ডিত হইয়া—জ্ঞানী হইয়া—প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া—পাপপুণ্যের ফলাফল সম্যক্ অবগত হইয়া কেহই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না; পরন্তু পাপ অভ্যাস করিয়াও অনেকে পণ্ডিত হয়, জ্ঞানী হয়। কিন্তু ভাই, জ্ঞান অপেক্ষা অভ্যাসের শক্তি শতগুণে—সহস্রগুণে—লক্ষগুণে—কোটিগুণে অধিক!

হে বালক, যৌবনপথে পদার্পণ করিবার সময় পাপ প্রলোভন লূতাতন্তুর আকারে প্রথমে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে।

ভাই, সে লূতাতন্ত ছেদন করিতে—তদ্রূপ শত সহস্র লূতাজাল ছেদন করিতে—তোমার কতটুকু বলের প্রয়োজন হইবে? কতটুকু পুরুষকারের প্রয়োজন হইবে?—অতি সামান্ত! অতি সামান্ত!! কিন্তু ভাই, যদি তুমি আপাতপ্রলোভনে পড়িয়া প্রবৃত্তির দমন করিতে চেষ্টা না কর, অবহেলাসাধ্য কর্ত্তব্যে যদি মনোযোগ না দাও, যদি প্রবৃত্তির ক্ষীণ প্রবর্ত্তনায় ভুলিয়া প্রলোভনের বশীভূত হইয়া পাপ অভ্যাস কর, তাহা হইলে আমার এ উপদেশ ত তৎক্ষণাৎ ছারেখারে যাইবে—তোমারও মহত্বপথের গতি সেই স্থানেই শেষ হইবে। ভাই, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোমার তদ্রূপ প্রবৃত্তি না হয়, যেন তদ্রূপ দুর্গতি না হয়।

ভাই, অতঃপর বোধ করি তুমি পণ্ডিতকে দুষ্কর্ম্মান্বিত দুশ্চরিত্র দেখিয়া বিস্মিত হইবে না; সংসারে দিশেহারা হই‌য়া বিপরীত কুসংসার সমস্তকে মনে পোষণ করিবে না।

অবশ্য ইহা অত্যন্ত শোচনীয় বিষয় যে, সংসারে যাহারা আদর্শ-চরিত্র হইবে, তাহারাই ঘোর দুশ্চরিত্র হইয়া থাকে! ইহাতে আর একটী বিষময় ফল উৎপন্ন হয়; সাধারণতঃ মনে হয়, যখন বড় বড় লোকে ব্যভিচারী ও মাদকসেবী, তখন ব্যভিচার ও মাদকসেবন মহত্বলাভের সহায় স্বরূপ। অমুক এত বড় লোক, সে যখন মদ খায়, তখন অবশ্য মদ খাওয়া দোষের নহে। অমুক একজন উৎকৃষ্ট কবি, তিনি যখন মদ খাইয়া থাকেন, তখন বোধ হয় মদ খাইলেই উৎকৃষ্ট কবি হওয়া যায়। অনেকের পক্ষে এরূপ ভ্রম হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু ভাই, ব্যভিচারী ও মাদকসেবী পাপাত্মাদের অন্তর নিরন্তর পাপ-

দহনে দগ্ধ হয়, সে দহনযন্ত্রণায় তাহারা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে এবং সময়ে সময়ে পাপকার্য্য হইতে বিরত হইতে প্রতিজ্ঞা করে; কিন্তু ভাই, অভ্যাসরূপ বদ্ধমূল প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপাটন করা সে প্রতিজ্ঞার সাধ্য নহে; সে প্রতিজ্ঞা পাপ উন্মূলন করিতে পারে না; কেবল অনুতাপ বা গতানুশোচনা বৃদ্ধি করে মাত্র। বড়-লোক দুশ্চরিত্র হইলে যেমন অমঙ্গল, তেমনই মঙ্গলও আছে; দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিও কখনও দুষ্কর্ম্মের সুখ্যাতি করে না—সুখ্যাতি করিতে পারে না; ফলতঃ ঘোর-রৌরব-যন্ত্রণাদায়ক পাপকে কোন্ প্রাণে কে সুখ্যাতি করিবে? সেই জন্যই দেখিবে, পাপের ভীষণত্ব বর্ণনায় শত সহস্র লেখনী ক্ষয় হইয়াছে—শত শত সহস্র সহস্র পুস্তকে দেখিবে পাপের ভীষণত্ব বর্ণিত হইয়াছে; পাপ নিবারণের জন্য কত শত সভা সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। নিজে ঘোর পাপিষ্ঠ হউক, তথাপি দেখিবে পণ্ডিতচূড়ামণি অন্যকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন! এমন কি, অনেক পাপাভ্যস্ত পণ্ডিত একথাও অসঙ্কোচে বলিয়াছেন "হে যুবক, আমি যাহা বলি তাহা শুন, আমি যাহা করি তাহা দেখিও না।"

কিন্তু ভাই, পাপ নিবারণে পাপাত্মা পণ্ডিতগণের চেষ্টা প্রায় সফল হয় না। মদ্যপায়ী পণ্ডিত যুবকগণের সংশোধনের জন্য "সুরাপান-নিবারণী সভা" সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার সভাপতি হইলেন, স্বয়ং অনুতাপের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় উত্তেজিত হইয়া মদ্যপান পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা দুই চারি দিন মাত্র অভ্যাসের উপর আধিপত্য করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল; যুবকেরা দেখিল, আমাদের সভাপতি গোপনে মদ খাইয়া প্রকাশ্যে মদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন! অমনি তাহাদেরও

মতি ফিরিল, যে হয়ত "সুরাপান-নিবারণী সভার" সভ্য না হইলে কখনও মদ্যপান করিত না, সে সভাপতির চাতুরী দেখিয়া মনে করিল "দিল্লীকা লাড্ডু র" আস্বাদ একবার গ্রহণ করিতে হইবে! এই তাহার পাপাভ্যাসের প্রথম সূচনা!!

ভাই, এতক্ষণ তোমার নিকট যাহা বলিলাম, তাহাতে অভ্যাসের মহিমাই ব্যক্ত করিলাম। সঙ্ক্ষেপতঃ মনে রাখিও, যে 'মানুষ কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র, অভ্যাসই মনুষ্যত্বের পরিমাপক মানদণ্ড,—বিদ্যা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ধন, মান ইহাদের কিছুই মনুষ্যত্ব নহে। অতএব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে—প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিতে হইলে কতকগুলি সদভ্যাস কর।'

সত্যব্রত। দাদা মহাশয়. আমার একটী কৌতূহল নিবৃত্ত করুন্। ব্যভিচার কাহাকে বলে, তাহার ফল কি? মাদক-সেবনের দোষগুণ কি?

ব্যভিচার ও মাদকসেবন।

ঠাকুর। ভাই, যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে চলিলে শরীর সুস্থ এবং মন প্রীত ও প্রসন্ন থাকে, সেই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করাকে সাধারণতঃ ব্যভিচার বলা যাইতে পারে; যথা—ক্ষুধার সময় না খাওয়া অথবা ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলেও প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অতিভোজন করা, নিদ্রার সময় নিদ্রা না যাওয়া, অথবা আলস্যকে আশ্রয় করিয়া তন্দ্রাক্রান্ত থাকিয়া দিবারাত্র সমভাবে অতিবাহিত করাকে ব্যভিচার বলা যায়।

কিন্তু ব্যভিচারী বলিলে প্রধানতঃ কামপরায়ণ ব্যক্তিকেই

বুঝায়; পশু-প্রবৃত্তি-প্রবণ মনুষ্যেরাই ঘোরতর ব্যভিচারী। আমাদের শরীর-পোষণোপযোগী ভুক্তদ্রব্যসমস্ত ক্রমশঃ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্ররূপে পরিণত হয়। ইহা-দিগকেই শরীরের সপ্তধাতু বলিয়া থাকে। শুক্রই সপ্ত ধাতুর শ্রেষ্ঠ। এমন কি ধাতু বলিলে প্রধানতঃ শুক্রকেই বুঝায়। শুক্রকেই বীর্য্য বলিয়া থাকে। এই শুক্রের উপরই মনুষ্যের জীবন, প্রাণ, বল, বুদ্ধি, মেধা ও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে, ইহারই উপর মনের সুখ, সন্তোষ, প্রীতি প্রভৃতি সমস্ত সুখদ সুকুমার গুণ নির্ভর করে।

পশুপ্রবৃত্তিপ্রবণ মূঢ়বুদ্ধি ব্যভিচারিগণ সেই শুক্র অযথা ক্ষয় করিয়া আত্ম জীবন ও প্রাণকে সঙ্কটাপন্ন করে, বুদ্ধির বিনাশ সাধন করে, সন্তোষ, প্রীতি ও শান্তি হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করে এবং পার্থিব প্রায় সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দেয়। ইহারাই শেষে বলিয়া থাকে জগতে সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই।

ভাই, এই ব্যভিচারীদিগকে আর কি বলিব, তাহারা নরকের কীট। অতি ঘৃণার্হ তাহারা! তাহারা সামান্য ক্ষণিক সুখে উন্মত্ত হইয়া পরিণামে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে।

শারীরিক সপ্তধাতুর প্রধানতম ধাতুর বিকৃতি সাধন করিয়া মূঢ়েরা যে দুরূহ দুশ্চিকিৎস্য ভীষণ উৎকট যন্ত্রণাদায়ক সমূহ রোগে আক্রান্ত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

* পূর্ব্বকালে যখন ভারতবাসীরা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমান্বিত ছিল, তখন এই ব্যভিচাররূপ অতীব ঘৃণার্হ ও অপবিত্র পাপ প্রায় ছিল না। পরে যবন ও ম্লেচ্ছরাজত্বে সেই ব্রহ্মচর্য্যাদি বিলুপ্ত হইয়াছে, সকলেই আচারভ্রষ্ট হইয়াছে এবং দেশ ঘোর ব্যভিচারে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

এখন বরং ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি বন্ত ও সাধারণ ইতর জাতির মধ্যে এই ব্যভিচার অত্যন্ত অল্প, এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু সভ্য ভব্য নব্য ভদ্র কৃতবিদ্য সমাজে এই ব্যভিচার অতীব প্রবল; ইহাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনেরও অধিক বোধ করি ঘোর ব্যভিচারী।

এখন কলিকাতার এবং অন্যান্য অনেক অনেক স্থানের বাবুকে চস্‌মা চথে দিতে দেখিবে, তাহারা দৃষ্টির দফা রফা করেছে, কি জন্য জান? অনেকে সামান্য পরিশ্রমে কাতর, অনেকেই শিরঃ-পীড়ায় অস্থির, অনেকেই ধাতুদৌর্ব্বল্যে পীড়িত, অনেকেই শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা ও শূল রোগে আক্রান্ত, অনেকেই ম্যালেরিয়াজ্বরে প্রপীড়িত, অনেকেই প্রমেহ, উপদংশ, বাত প্রভৃতি কুৎসিত রোগে পীড়িত। এ সকলের কারণ কি জান? ব্যভিচার! ব্যভিচার!! ব্যভিচার!!!

সমস্ত দুরূহ ও উৎকট রোগের কারণ ব্যভিচার! আলস্য-পরায়ণ কুচিন্তাশীল অথবা কুসংসর্গপরিবৃত মূঢ়েরাই ব্যভিচারী হয়। যাহারা পরিশ্রমবর্জিত, নিষ্কর্ম্মা ও কল্পনার দাস, যাহারা সর্ব্বদা কুৎসিত নাটক ও নভেল লইয়া নায়ক-নায়িকার চিন্তায় চিত্তের বিনোদন করে, তাহারাই ঘোর ব্যভিচারী হইয়া নিজ দেহের সর্ব্বনাশ সাধন করে এবং নানা উৎকট রোগে নিপীড়িত হয়।

ব্যভিচারিগণের প্রায় সন্তান সন্ততি হয় না, হইলেও সে সন্তান নিতান্ত দুর্ব্বল, রুগ্ন ও নানা ব্যাধিগ্রস্ত হয়; সে জন্য ব্যভি-চারিগণ প্রায়ই নির্ব্বংশ হয়।

ব্যভিচারীর সন্তান সন্ততিরাও পিতৃপাপের ফলভোগ করে

তাহারাও প্রায় কুপ্রবৃত্তিপ্রবণ হইয়া থাকে এবং ঘোর ব্যভিচারী হয়।

ভাই, যখনই আমি কোন যুবককে দেখি, তাহার কেশগুলি অকালপলিত, তাহার চক্ষুঃ কোটরগত, চক্ষুর নিম্নতল নীলিমায় কলঙ্কিত, মুখমণ্ডল ক্ষুদ্র ব্রণে বা ক্ষুদ্র কুষ্ঠে পরিব্যাপ্ত, তখনই আমি তাহাকে ব্যভিচারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। তখনই আমি তার ভবিষ্যদ্ ভাগ্যগগনে ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি সমস্ত দেখিয়া থাকি।

যে যুবক নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র, তাহার মুখের কান্তি ও চক্ষুর জ্যোতিঃ দেখিবামাত্র নয়ন স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু হায়! ইদানীং পাপের স্রোতঃ ভয়ঙ্করবেগে প্রবাহিত হইতেছে। অদ্য যাহার কমনীয় কলেবর ও প্রফুল্ল মুখকমল দেখিয়া প্রীত হইতেছি, অদ্য যাহার মধুর কণ্ঠধ্বনি অমিয় বর্ষণ করিতেছে, কল্য তাহার শীর্ণ, কর্কশ দেহ ও কলঙ্কিত মুখশ্রী দেখিয়া নয়ন বিদ্বেষবশ হইবে, কল্য তাহার বিকৃত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া কর্ণ বিরক্ত হইবে।

এখন দ্বাদশবর্ষীয় কিশোরগণও নাটক নভেল পড়িয়া এবং কুসংসর্গে মিশিয়া নায়ক-নায়িকার ভাবে তদ্গতচিত্ত; তাহারাও এখন ঘোর ব্যভিচারী। যাহারা বালকদিগের শিক্ষক তাহাদেরও অধিকাংশ অতি দূষিত-চরিত্র।

ভাই, একটী রহস্যের কথা বলিয়া রাখি; "ধাতুর পীড়া হইয়াছে, প্রমেহ, উপদংশ, শ্বাস, কাস, বাত, যক্ষ্মা হইয়াছে," এ পরিচয় শত সহস্র লোক অনায়াসে দিবে, কিন্তু প্রাণান্তে কেহ আপনাকে ব্যভিচারী বলিয়া স্বীকার করিবে না!

ভাই, নিশ্চয় জানিও যে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঘোরতর অত্যাচার না করিলে কেহই প্রায় দুরূহ রোগে আক্রান্ত হয় না।

সঙ্কট রোগাক্রান্ত যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, যদি সে হৃদয় খুলিয়া তোমার নিকট সমস্ত আত্মপরিচয় প্রদান করে, তবে সে অবশ্যই স্বীকার করিবে যে "আমি ঘোর ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম।"

যদি তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? তুমি কি পাপের প্রথমাবস্থাতেই নরকের দৃশ্য দেখিতে পাও নাই? তোমার বিবেক কি কোন দিন তোমাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে নাই? তোমার মনে কি কখনও অনুতাপ উপস্থিত হয় নাই? দৃঢ় অধ্যবসায় অবলম্বন করিলে তুমি কি প্রবৃত্তির দমন করিতে পারিতে না?

সে উত্তর করিবে;—

"পাপের প্রথমাবস্থাতেই নরকের দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, বিবেক আমাকে শত সহস্রবার সদুপদেশ প্রদান করিয়াছে, স্বয়ং প্রকৃতি-দেবী আমাকে কত বার সতর্ক করিয়াছেন. কিন্তু হায়! আমার মোহান্ধ বিমূঢ় চিত্ত স্বাধীন ইচ্ছার বশীভূত হইয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। আমি দুর্ম্মতিবশতঃ কিছুমাত্র পুরুষকার অবলম্বন করিতে পারি নাই, আমার চৈতন্যোদয় হয় নাই, আমি সাধু সঙ্গে মিশি নাই, সদ্গ্রন্থের আলোচনা করিয়া হৃদয়ে বল-সঞ্চার করি নাই, নীতির প্রাধান্য আমি বুঝিতে সমর্থ হই নাই, আমি নিজের কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া মহাজনবাক্যে নিরন্তর অবহেলা করিয়াছি, আমার হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার বীজ বপন করি নাই, অজ্ঞানান্ধকারে আমি প্রতিনিয়ত আচ্ছন্ন ছিলাম; পরে যখন দেখিলাম যে, পাপ অভ্যাস হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে, যখন দুরন্ত পাপদহনে নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিলাম,

তখন আমার চৈতন্যোদয় হইল, আমি অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। বিবেক তখন আর উপদেশ না দিয়া কেবল তিরস্কার করিতে লাগিল, তখন আপনার জীবনও আপনি আর বহন করিতে পারি না, দেহভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল, তখন পাপকে ত্যাগ করিতে কতবার সঙ্কল্প করিলাম, কতবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, কিন্তু দেখি, কিছুতেই কিছু হয় না।

অভ্যাস মনের উপর যেরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে সে মনে আর কোন সঙ্কল্প, কোন অধ্যবসায়, কোন প্রতিজ্ঞা স্থান পায় না। অভ্যাস যে এত ঘোরতর শত্রুতা সাধন করিবে তাহা আগে জানিতে পারি নাই।

দুষ্কর্ম্মের প্রথমাবস্থায় যখন বিবেক আমাকে উপদেশ প্রদান করিত, তখন আমি বিবেককে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিতাম, যে, "হে বিবেক, তুমি ক্ষান্ত হও, যদি দেখি এই কার্য্যে প্রবল কষ্টে পতিত হই, তাহা হইলে ইহাকে পরিত্যাগ করিব, তাহাতে হানি কি? পাপ করি বা না করি সেও ত আমার ইচ্ছাধীন।"

কিন্তু হায়, আমার এ সংস্কার যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ, তাহা আগে জানিতে পারি নাই; আগে জানি নাই যে, অভ্যাস আমার ইচ্ছাকে এরূপে হস্তগত করিয়া নিজের চত্বরে অবিশ্রান্ত ঘুরাইবে। আর আমার স্বাধীন ইচ্ছা নাই, আমি অভ্যাসের দাস, অভ্যাস আমাকে ক্রমাগতই নরকের জ্বলন্ত শিখায় দগ্ধ করিতেছে; যতদিন প্রাণবায়ু বহির্গত না হইতেছে, ততদিন নিষ্কৃতি নাই, নিস্তার নাই।"

ভাই, অভ্যাস অতীব প্রবল, কোন প্রকার কুনীতি বা পাপ অভ্যস্ত হইলে তাহা ত্যাগ করা সাতিশয় কঠিন হয়। এমন কি,

অনেকের পক্ষে অভ্যাস ত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব। সেই জন্য বাল্য অন্তঃকরণেই সুনীতির বীজ বপন করিয়া বালকদিগকে সুপথে লইয়া যাওয়া উচিত, পাপের প্রতি এবং কুনীতির প্রতি যাহাতে তাহাদের বিষম বিদ্বেষ জন্মে, এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সন্তানের বাল্যকালেই যিনি তাহাকে সুনীতির পথে যাইতে শিক্ষা না দেন, পরিশেষে তিনি যে সন্তানের কুনীতি ও দুশ্চরিত্রের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও পরিদেবনা করেন, সে তাঁহার স্বীয় অনবধানতা ও অপরিণামদর্শিতারই উপযুক্ত বিষময় ফল। সে ফলের ভাগী তিনিও যেমন, তাঁহার সন্তানও তেমনি, তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশীয়েরাও তেমনই। পাপের স্রোতে যে গা ঢালিয়াছে, শুদ্ধ সেই যে নরকে যায় তাহা নহে ; তাহার পরবংশোদ্ভব যাহারা, তাহারাও প্রায় অভ্যাস ও প্রকৃতি-প্রবণতা বশতঃ নরকের পথের পথিক হয়।

কদভ্যাস মজ্জাগত হইলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের আর উপায় থাকে না।

লোকে দুর্ব্বহ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে প্রপীড়িত হইয়া শেষে একান্তহৃদয়ে জীবনের বিনিময়েও পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানে লালায়িত হয়। কিন্তু যদি তাহারা বাল্যকালে নরকের পথে না যাইত, অথবা নরকের দৃশ্য দূর হইতে দেখিয়াই যদি প্রতিনিবৃত্ত হইত, যদি সামান্য কদভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সামান্য অধ্যবসায় ও সামান্য আয়াস স্বীকার করিত, তাহা হইলে পরিণামে তদ্রূপ অসহ্য যন্ত্রণায় কখনই পড়িত না।

অনেকে রোগযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য নানা দেবতার নিকট যেরূপ প্রাণপণ করিয়া হত্যা দিয়া থাকে ও যত

কষ্টসাধ্য নিয়ম পালন করিয়া থাকে, প্রথমেই যদি তাহারা তাহার সহস্রাংশের একাংশমাত্র যত্ন বা আয়াস গ্রহণ করিয়া পাপ প্রলোভনকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদের আর দুরূহ উৎকটরোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, অসীম ক্লেশ সহ্য করিতেও হয় না।

কিন্তু হায়, অল্পেতে মানুষের চৈতন্যোদয় হয় না, মুমূর্ষু দশা উপস্থিত না হইলে, খাবি খাইবার সময় উপস্থিত না হইলে, অসহ্য দারুণ যন্ত্রণায় পতিত না হইলে মানুষ প্রলোভন ত্যাগ করিতে চায় না।

মানুষ দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না; যত দিন মানুষ সুস্থ ও সুখী থাকে, ততদিন তাহারা স্বাস্থ্যের ও সুখের মূল্য বুঝিতে পারে না। মানুষ এমনই চঞ্চলচিত্ত ও বিমূঢ় মোহান্ধ, যে সুখে থাকিতেও তাহারা বিরক্ত হয়; ইচ্ছা করিয়াও অনেক সময় তাহারা বিপদ্‌কে আহ্বান করিয়া থাকে।

ভাই, উৎকট পাপত্রয়ের মধ্যে প্রথম আলস্য পাপের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, দ্বিতীয় ব্যভিচার পাপের কথা বলিলাম, তৃতীয় মাদকসেবন পাপের কথা বলিতেছি শুন।

মাদকসেবন।

ভাই, জগতের সকল বস্তুই দোষগুণমিশ্রিত। তামাক গাঁজা, আফিং, গুলি, চরস, তাড়ি, মদ প্রভৃতি মাদক দ্রব্যেরও কিছু কিছু গুণ আছে; কিন্তু ইহাদের দোষ অতিরিক্ত। মাদকদ্রব্য-মাত্রেরই চিত্তপ্রসাদক অর্থাৎ মনের আনন্দপ্রদ এক প্রকার শক্তি আছে। কিন্তু উত্তেজক দ্রব্য মাত্রেরই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে; সুতরাং মাদকদ্রব্যে মন যে পরিমাণে প্রসন্ন হয়, সেই

পরিমাণেই আবার অবসন্ন হইয়া থাকে। ভাই, এ সকল বিষয় তুমি শুদ্ধ আমার কথা শুনিয়া সম্যক্ বুঝিতে পারিবে না, উদাহরণ দেখিলে বুঝিতে পারিবে। যে মদ খাইতে অভ্যাস করিয়াছে, সে মদ খাইয়া একাকী দুইজনের কাজ করিতে পারিবে, অর্থাৎ মানুষটা যেন ডবল হইয়া দাঁড়াইবে; কিন্তু যখনই নেশা ছুটিয়া যাইবে, তখন হইতে সে এত অবসন্ন হইতে থাকিবে, যেন সে আধখানা হইয়া যাইবে অথবা যেন সে সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য হারাইবে। ফলতঃ আবার মদ না খাইলে সে যেন আর কোন কার্য্যই করিতে পারিবে না। সমস্ত প্রকার মাদক-দ্রব্যই এই প্রকার প্রসাদক ও অবসাদক। সুতরাং ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ যে, অন্য কোন প্রকার অসৎকার্য্য বা সৎকার্য্য অভ্যাস করিতে যেমন একটু অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, মাদক-সেবন অভ্যাস করিতে তেমন কিছুমাত্র অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই। মাদক দ্রব্য মাত্রেরই এমন শক্তি আছে যে, তাহা সামান্য বারকতক সেবন করিলেই তাহা সেবন করিতে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মে। একবার সেবন করিলেই যে উত্তেজনা বা প্রসন্নতা জন্মে, তৎপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ অবসন্নতা দূর করিবার জন্য সহজেই আবার সেই মাদক-সেবনে প্রবৃত্তি জন্মে; সুতরাং পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন করিতে করিতে মাদকসেবন এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, যে, তখন আর—জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, কিছুতেই কিছু করিতে পারে না।

মাদকসেবনে শারীর যন্ত্র সমস্ত বিষম বিকৃত হইয়া পড়ে। পাকস্থলী, যকৃৎযন্ত্র, হৃদয়, সমস্তই বিকৃত হইয়া যায়; সুতরাং নানা প্রকার দুরূহ দুশ্চিকিৎস্য রোগ জন্মে। কাহারও

কাহারও মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উন্মাদ রোগ জন্মে; তখন মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্বাস, কাশ, যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, অজীর্ণ, শূল, যকৃৎ, উদরী প্রভৃতি অতি কঠিন পীড়া সমস্ত মাদকসেবনের ফলস্বরূপ। অনেকে তামাককে মাদক দ্রব্যের মধ্যে দূষণীয় মনে করে না। কিন্তু ভাই, তুমি যদি কখনও তামাক না খাও, সকলেই তোমাকে সুখ্যাতি করিবে; এতদ্দ্বারা বুঝিবে, যে, তামাকখোরেরা পরোক্ষেও তামাকের নিন্দা করিয়া থাকে। তামাক খাওয়া অতি জঘন্য অভ্যাস হইলেও, অনেকে ইহাকে ভদ্র লোকের অভ্যর্থনার সামগ্রী মনে করে। অর্থাৎ তামাক খাওয়াটা এত অধিকরূপে প্রচলিত যে, তাহাকে দূষণীয় বলিয়া কাহারও মনে উদয় হয় না। যাহারা তামাক খায়, তাহাদের মুখে বিষ্ঠার ন্যায় এক প্রকার দুর্গন্ধ জন্মে এবং ২৪ ঘণ্টাই তাহারা একপ্রকার জ্বর ভোগ করে। অভ্যস্ত হইয়া যাওয়াতে সে জ্বর, তামাকখোরেরা বুঝিতে পারে না। তবে তামাক তাদৃশ অধিক উত্তেজক নহে, সুতরাং তেমন অবসাদকও নহে, তামাক খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করাও তাদৃশ প্রয়াস বা পুরুষকারসাধ্য নহে; অনেকে অতি সামান্য যত্নেই তামাক খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ্ করিতে পারে। দন্তরোগের পক্ষে তামাক উপকারী। রাত্রিতে উঠিয়া অনেকে তামাক খায়, তাহাতে বাটীর শিশুসন্তান ও স্ত্রীলোকদের নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। সেইজন্য বাড়ীর কর্ত্তা বুড়া যখন নিশীথ রাত্রিতে জাগিয়া তামাক খাইতে খাইতে খক্ খক্ করিয়া কাসিতে থাকেন, তখন বাটীর সকলেই বিরক্ত হইয়া বলে, 'হে যম, কতদিনে তুমি আমাদিগকে এই আপদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে?' ভাই, বুঝিয়া দেখ, এই কদভ্যাস কতই

বিরক্তিকর। তোমার ঠাকুরদাদা যদি এই কদভ্যাসের বশীভূত হইতেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করা দূরে থাক্, তাঁহার মৃত্যুকামনাই করিতে। এই সকল বিষয়ে অনেকের দৃষ্টি নাই। কদভ্যাসের দাস মূঢ়গণ আত্মদোষ-দর্শনে নিতান্ত বিমূঢ়, অন্যের সুখদুঃখচিন্তায় বিরত, অনেক বৃদ্ধেরও এ জ্ঞান জন্মে না। কোথায় বৃদ্ধবয়সে লোকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইবে, না কতকগুলি কদভ্যাসবশতঃ তাহারা 'বাহাত্তুরে দশায়' পতিত হয়, এবং ঘৃণার্হ হইয়া পড়ে! তামাকের সরঞ্জামে ঘর দ্বরজা অপরিষ্কার হয়; প্রবৃত্তি এত নীচ হয় যে, স্থানবিশেষে হাড়ি. মেথর, মুদ্দফরাসের হাত হইতেও কলিকা লইয়া তামাকসেবনপিপাসার শান্তি করিতে ঘৃণাবোধ হয় না। বাটীর স্ত্রীলোক, বালক, চাকর সকলেই কর্ত্তার তামাক সাজিবার ভয়ে শশব্যস্ত! কাহারও নিস্তার নাই। গাঁজখোর ও গুলিখোর-গুলা বড়ই লক্ষ্মীছাড়া। ইহাদের শরীর অত্যন্ত কদর্য্য দৃশ্য ধারণ করে। শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা ইহাদের অব্যর্থ পরিণাম। মাতালদের বাহ্য আকৃতি দেখিতে মন্দ নহে; কিন্তু তাহাদের শরীরে কিছুমাত্র সার নাই। যকৃৎ যন্ত্র পচিয়া, অথবা মুখে বিষ্ঠা বা রক্ত উঠিয়া অনেক মাতালেরই মৃত্যু হইয়া থাকে। মাতালের পরিবারবর্গের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। মাতালেরা প্রায়ই ঘোর ব্যভিচারী হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর স্বামী মাতাল ও ব্যভিচারী, তাহার তুল্য হত-ভাগ্যা সংসারে আর কেহই নাই; সে কখনই সতীত্ব রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং মাতালের পরিবারমধ্যে ব্যভিচার-স্রোতঃ প্রবাহিত হয়। তাহার সন্তানসন্ততি কু-দৃষ্টান্তবশতঃ নর-কের পথের পথিক হয়। ভাই, কেন যে জগৎশুদ্ধ লোক বলিয়া

থাকে, সংসার বিষময়—সংসার নরক—সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, তাহার কারণ আর কি বলিতে হইবে? কিন্তু ভাই, জগৎ এরূপ কদর্য্য নরাকৃতি পশুপূর্ণ হইলেও, তোমার মহত্ত্বপথের পথিক হইবার বিষয়ে কোন বিঘ্নবাধা হইবে না; পরন্তু তুমি শত শত স্থানে নরকপথের যাত্রীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া শিক্ষা করিতে পারিবে। তোমার পথে কেহই যদি না যায়, তথাপি তোমার সে পথ ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। অতঃপর মাদকসেবনের ফলাফল আর কি বর্ণনা করিব? শুনিয়া সকল বিষয় শিক্ষা করা যায় না, অনেক বিষয় দেখিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক। গাঁজাখোর, গুলিখোর ও মাতালদের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিলেই বুঝিতে পারিবে। এই পাপাত্মারা কিরূপ রৌরবানলে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া থাকে, তদ্বিষয় অনেক সময় তাহাদেরই মুখে শুনিতে পাইবে। কিন্তু ভাই, এত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কেন যে লোকের চৈতন্য হয় না, মদ্যপানপ্রবৃত্তি কেন যে লোকের বলবতী হয়, তাহার আর দুই একটী কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি।—

ভাই, তামাক, গাঁজা, গুলি প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের বিশেষ কোন গুণ না থাকিলেও লোকে যে তাহা সেবন করিতে অভ্যাস করে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় বটে; কিন্তু ভাই, মদ্যপানে প্রবৃত্তি জন্মিবার বিস্তর কারণ আছে;—মদ্য স্বয়ং ঘৃণার্হ দ্রব্য নহে; মদ্য নির্গুণ পদার্থ নহে; মদ্যের এমন কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ আছে, যে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে—ভাই সত্যব্রত, তোমার কথা দূরে থাক্—তোমার ঠাকুরদাদারও মদ্যপানে প্রবৃত্তি জন্মে! মদ্য অত্যন্ত পুষ্টিকারক, অত্যন্ত বলকারক, মদ্য শারীরিক তেজঃ ও কান্তিবর্দ্ধক, মদ্য মনের একাগ্রতাবর্দ্ধক,

মদ্য চিন্তাশীলতার অনুকূল, ধ্যানের অনুকূল, যোগসাধনের অনুকূল—সংসারত্যাগী যোগীর হিতকর, দেবতার অমৃত! আমি বোধ করি, এই মদ্যরূপ অমৃতের জন্যই দেবাসুরে যুদ্ধ হইয়াছিল! ভাই, আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এই মদ্যের শত শত প্রকারভেদ আছে, এবং তাহাতে মদ্যের কতই যে গুণ বর্ণিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাই, এ সকল গুণের কথা যদি গোপন রাখিয়া তোমার নিকট কেবল মদ্যের দোষের বিষয়ই উল্লেখ করি, তবে তুমি হয়ত কালক্রমে ঠাকুরদাদাকে প্রবঞ্চক বা অনভিজ্ঞ মনে করিয়া ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিতে পার। কিন্তু ভাই, বল দেখি, এমন যে বিবিধগুণভূষিত মদ্য—এ হেন স্বর্গীয় সুধা—কেন নারকীয় বিষ্ঠার ন্যায় অস্পৃশ্য? তোমার ঠাকুরদাদা মদ্যের যত গুণ অবগত আছেন, মাতালেরাও তাহার শতাংশের একাংশ জানে না, তথাপি তিনি মদ্যপানে বিরত কেন?

ভাই, মদ্য তোমার আমার জন্য নহে। মনের উচ্ছেদ সাধন করা যাহাদের উদ্দেশ্য—যাহাদের প্রার্থনা, মদ্য তাহাদেরই পরম হিতকর; সেই জন্যই মদ্য যোগীদিগের হিতকর। ভাই, আমরা সংসারী, আমরা যদি মনের উচ্ছেদ সাধন করি, তাহা হইলে আমাদের যে সর্ব্বনাশ সাধন করা হইবে!! মদ্যের গুণ বিস্তর বটে, কিন্তু মদ্য অসীমপ্রভাবশালী ভীষণ দৈত্য! আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে তরলমূর্ত্তি জড় পদার্থ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহার প্রভাব এত অধিক, যে, পৃথিবীর অদ্বিতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিও ইহাকে আয়ত্ত রাখিতে পারে না! যত বড় পুরুষ হউন, "আমি মদ খাইতেছি" একথা

একদিন, দুইদিন, বড় জোর তিনদিন বলিতে পারে, কিন্তু তাহার পরেই মহাপুরুষকে বলিতে হইবে "মদে আমাকে খাইতেছে!" মদের সহস্র গুণ এই একমাত্র দোষেরও তুল্য নহে। অন্যান্য দোষ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যে ধৃষ্ট অনভিজ্ঞ মূঢ়মতি একথা বলে যে, "আমি নিয়মিতরূপে পানাভ্যাস করিব" মদ্য সেই স্পর্দ্ধান্বিত মূঢ়ের মস্তক বাম পদের আঘাতে চূর্ণ করিয়া দেয়। মদ্য কখনও আয়ত্ত হইবার নহে। অভ্যাসমাত্রেই অত্যন্ত প্রভাবশালী বটে, কিন্তু মদ্যপানাভ্যাসের তুল্য উৎকট অভ্যাস—এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত অভ্যাস আর দ্বিতীয় নাই! ভাই, "অমুক মাতাল মদ পরিত্যাগ করিয়াছে" একথা কখনও বিশ্বাস করিও না। মাতাল মৃত্যুর পরেও মদ পরিত্যাগ করিতে পারে কি না, তদ্বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। মাতাল পুনর্জন্মেও এই মদ্যপান-প্রবৃত্তি-প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। নতুবা এই তীব্র বিষ প্রথমে ভক্ষণ করিতে কাহারও সহজে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেননা মদ্য অত্যন্ত বিকট কটু। মদ্যপায়ীরা যখন মদ্যপান করে, তখন তাহারা যেরূপ মুখবিকৃতি করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে সহজেই বোধ হইবে, যেন নারকিগণ নরকের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতেছে!! ভাই, জন্মজন্মান্তরীণ অভ্যাস না থাকিলে, কি এমন বিকট বিষ্ঠা একবার খাইয়া আবার খাইতে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে? আমি বোধ করি তাহা কখনই পারে না। মদের কতকগুলি আপাত-মুগ্ধকর গুণ দেখিয়াই অনেকে মদ খাইতে অভ্যাস করে। প্রথমতঃ অভ্যাস করা কষ্টকর হইলেও ঔষধরূপে তাহা ভক্ষণ করে, পরে ক্রমশঃ মদের বশীভূত হইয়া তাহারা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভাই! "আমার" বলিতে পারি, জগতে এমন কি জিনিষ আছে? "আমার মন"।

মন আমার সর্ব্বস্ব ধন! মন আমার পরম ধন! আর যাহা কিছু আমার বলি, সে সকলই তুচ্ছ, সকলই অসার!

সেই মন যদি আমার না হয়, তবে জগতে আর কোন্ বস্তুকে আমার বলিব?

যাহার নিজের মন আয়ত্ত নহে, তাহার অপেক্ষা দীন দুঃখী হতভাগ্য আর কে আছে?

মাদকসেবী ও ব্যভিচারিগণের স্বীয় মনের উপর কিছুমাত্র আধিপত্য থাকে না। তাহারা স্বকীয় মনোরত্ন হইতে বঞ্চিত হয়। হায়, তাহাদের তুল্য হতভাগ্য জগতে আর কে আছে?

অনেক ধৃষ্ট এরূপ কথাও বলিয়া থাকে, যে "মরণত একবার হবেই, তবে ইহ জীবনের সাধ মিটাইয়া লওয়াই ভাল।"

এই সকল অপরিণাদর্শী ক্ষুদ্রাশয় মূর্খ নরাধমেরা পাপকেই সুখপ্রদ মনে করে। হায়! মূঢ় মোহন্ধগণের কি ঘোর কুসংস্কার! হতভাগ্যেরা মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য বা চরম মনেকরে। তাহারা মনেকরে, মরিবার জন্যই জন্মিয়াছি; জীবনের যে আর কোন মহত্তর উদ্দেশ্য আছে, তাহা তাহারা অন্তঃকরণে ধারণা করিতে পারে না। তাহারা সাধ মিটাইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু কিসে যে সাধ মিটিয়া থাকে, কিসে যে হৃদয়ের একান্ত অভিলষিত শান্তি লাভ করা যায়, কিসে যে হৃদয়ের তৃপ্তি লাভ করা যায়, মূর্খেরা কেমন করিয়া তাহা জানিবে? কিন্তু পামর সিদ্ধান্তচূড়ামণিগণ আপনাদিগকেই বুদ্ধিমান জীব মনে করে; মহামনীষিগণ যে চিরদিন ঘোষণা করিতেছেন "পাপ বিলাসভোগে সুখ নাই, শান্তি

নাই, তৃপ্তি নাই।” মূঢ়েরা সে কথা গ্রাহ্য করে না। একবার মরণ হইবে বলিয়া সাধ মিটাইতে গিয়া পামর নারকিগণ জীবনে শতবার সহস্রবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে! একবার মরিবে বলিয়া শত সহস্রবার মরিয়া থাকে!

যাহা হউক, ভাই, পাপ প্রবৃত্তি, পাপ কল্পনা, পাপ অনুষ্ঠান, যাহার অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহার আর নিস্তারের পথ নাই!

যে হতভাগ্য মোহান্ধ মূঢ় মাদকসেবন করিয়া শরীর ও মনকে অধোগত করিয়াছে, তাহাকে আর উপদেশ দিলে কি হইবে?

যে ব্যভিচারী বিমূঢ়াত্মা কামের বশীভূত হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে আর উপদেশ দিলে কি হইবে?

পাপ অভ্যাস যাহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে সে নিরন্তর পাপ-দহনে দগ্ধ হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না।

যে পামর সামান্য আপাত-প্রলোভন ত্যাগের জন্য সামান্য আয়াস স্বীকার করিতে পারে নাই, সে কিরূপে অভ্যাসরূপ বদ্ধমূল প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপাটন করিতে সক্ষম হইবে? কোথা হইতে সে সেই প্রবল পুরুষকার প্রাপ্ত হইবে? উপদেশের বলে? উপদেশের সাধ্য নাই, সাধ্য নাই, সাধ্য নাই।

ভাই, প্রকৃতপ্রস্তাবে জগৎ সমভাবেই চলিতেছে, চিরকাল যেভাবে চলিয়াছে, আজিও সেই ভাবে চলিতেছে, অনন্তকাল সেই ভাবে চলিবে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সূর্য্য যেরূপে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিয়াছে, যে চন্দ্র যে নক্ষত্র যেরূপে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ প্রদান করিয়াছে, যে সকল পক্ষী যে ভাবে কলনাদ করিয়াছে, যে বৃক্ষরাজি যে পুষ্পলতা যেরূপে ধরিত্রীর শোভা সংবর্দ্ধন করিয়াছে,

আজিও সেই সূর্য্য সেইরূপে কিরণ দিতেছে, সেই চন্দ্র সেই নক্ষত্র সেইরূপে জ্বলিতেছে সেই পক্ষিগণ সেইরূপে কলধ্বনি করিতেছে, সেই বৃক্ষরাজি সেই লতাগুল্ম পৃথিবীকে সেইরূপে সুশোভিত করিতেছে এবং চিরকাল সেইরূপ করিবে; কিন্তু তোমাসম্বন্ধে ইহারা তোমার অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তনে সতত পরিবর্ত্তিত হইবে। তুমি নিজের অবস্থানুসারে জগৎ বিলোকন করিবে; যদি কোন কারণে তোমার মন কাঁদিতে থাকে, তুমি দেখিবে যে, বৃক্ষসকল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, পাখিসকল কাঁদিতেছে জগৎ শ্রীহীন, নীরস, ম্লান ও অন্ধকারময় হইয়াছে। আর যদি তোমার মন আনন্দিত থাকে, তুমি দেখিবে যে, বৃক্ষগণ সমীরণভরে নৃত্য করিতেছে, পক্ষিগণ আনন্দধ্বনি করিতেছে, জগৎআনন্দময় সুখের আলয় হইয়াছে। তুমি নিজ মনের অবস্থানুসারেই জগৎ বিলোকন করিবে! অতএব ভাই, কদাপি স্বীয় মনোরত্ন বিকৃত করিও না।

ভাই, এ জগৎ সুখময়, আনন্দময়, অমৃতের নিধান! আমরা স্বীয় দোষেই ইহাকে বিষময় ও অসুখের আগার করিয়া থাকি।

ভাই, জ্ঞানোপার্জ্জন কর, প্রকৃতিরহস্য জ্ঞাত হও, প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাব হৃদয়ঙ্গম কর, আপাতপ্রলোভন পরিত্যাগ কর, চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু ও ব্যক্তির স্বভাব ও কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞানী ও সাধু লোকদিগের উপদেশের যাথার্থ্য নিরূপণে সতত রত থাক, সকল বিষয় ঠেকিয়া না শিখিয়া দেখিয়া ও শুনিয়া শিখ; ভুজঙ্গবিষের প্রাণঘাতিকা শক্তির পরীক্ষা করিবার জন্য,—কুকর্ম্মের বিষময় ফল অবধারণ করিবার জন্য, যদি নিজ শরীরকে ও নিজ মনকে পরীক্ষায় পাতিত কর, তবে তীব্র

বিষযাতনায় অস্থির হইয়া প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে, হয়ত মৃত্যু-যন্ত্রণাও সহ্য করিতে হইবে। অতএব এরূপ পরীক্ষায় স্বকীয় দেহ ও মনকে পাতিত করা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। পৃথিবীতে সহস্র উদাহরণ রহিয়াছে, তাহা অবেক্ষণ কর, সহস্র বিশ্বস্তবাক্য রহিয়াছে, তাহাতে প্রত্যয় স্থাপন কর।

ভাই, যদি শিখিতে চাও, ঠেকেছে যারা তাদের কাছে যাও; বিপদে যদি না পড়িতে চাও, তবে বিপন্নের কাছে শিক্ষা কর। চল, যেখানে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা আর্ত্তনাদ করিতেছে, যেখানে পাপাচারিগণ অশেষ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইয়া হাহাকার করিতেছে, সেইখানে চল। আধি ও ব্যাধিগ্রস্তদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বা রোগের নিদান অবগত হও, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, যে, তাহারা স্বাধীন ইচ্ছার কিরূপ অপব্যবহার করিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং বিবেকের সহস্র নিবারণ তুচ্ছ করিয়া, নীতি-শাস্ত্রকারগণের উপদেশ তুচ্ছ করিয়া, জগতের চিরপরীক্ষিত সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, কিরূপ গভীর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে এবং পরিণামে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এক্ষণে কিরূপ তীব্রযাতনায় অস্থির হইয়া প্রবল অনুতাপরূপ দুরন্ত রৌরবানলে দগ্ধ হইতেছে!

ভাই, স্বাধীন ইচ্ছার যথেচ্ছ অপব্যবহার করিলে, সাক্ষাৎ অন্তরাত্মার আদেশরূপ বিবেকবাক্যে অবহেলা করিলে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচারী হইলে সকলকেই পরিণামে বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে; কেহই তাহা এড়াইতে পারিবে না। তখন স্বাধীন ইচ্ছা নিগড়বদ্ধা হস্তিনীর ন্যায় কাতর ও নৈরাশমগ্ন হইবে।

ভাই, সাধারণতঃ অশিক্ষিত সামান্য লোকেরা যাহাদের বাহ্য-আড়ম্বর ও বাহ্য চাকৃচিক্য দেখিয়া যাহাদিগকে বড়লোক বলিয়া থাকে, সচরাচর সেইরূপ অনেক বড়লোককে ঘোর ব্যভিচারী ও মাদকসেবনে আসক্ত দেখিতে পাইবে; ‘তাহারা বড়লোক, সুতরাং তাহাদের কার্য্য অবশ্য নির্দ্দোষ হইবে, অবশ্য তাহাদের কার্য্য জীবনের আদর্শ হইবে, অবশ্য তাহাদের কার্য্যের অনুসরণ করিলে সুখী হওয়া যাইবে।’ যেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিও না।

ভাই, ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, বড় বড় নরহস্তী প্রলোভন-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, বড় বড় নরসিংহ প্রলোভনপিঞ্জরে রুদ্ধ হয়। মানুষ দিনকত প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও নিস্তার পাইতে পারে; যতদিন রক্তের তেজ থাকে, ততদিন প্রকৃতির অবাধ্য হইলেও প্রকৃতি তাদিগে গুরুদণ্ডে পাতিত করেন না; অপিতু স্নেহবতী মাতার ন্যায় তাহাদিগকে নরকের পথ হইতে মৃদুভাবে ফিরাইবার চেষ্টা করেন; অতি লঘুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া, পরিণামে গুরুতর দণ্ডের ভয়প্রদর্শন করিয়া, বিবেকবৃত্তিকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়া, প্রকৃতিদেবী তাহাদের পুনঃ-সংশোধনের চেষ্টা পান। পরন্তু, এক সময় না এক সময় দূর হইতেই তাহারা নরকের দৃশ্য দেখিতে পায় এবং হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হয়। তখনও যদি তাহারা সে পথ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেও প্রকৃতি তাহাদিগকে সাদরে স্বস্থ করিবার চেষ্টা পান; কিন্তু যদি তাহারা তখনও ক্ষান্ত না হয়, যদি প্রকৃতির সুস্পষ্ট হস্ত দেখিতে না পায়, যদি বিবেকের অনুরোধে বধির হয়, যদি ভীষণ নরকের জ্বলন্ত অনল দেখিয়াও তদভিমুখে ধাবিত হয়, তাহা হইলে পরিণামে তাহাদের আর রক্ষার উপায় থাকে না।

সুতরাং তখন তাহারা নানা রোগে নিপীড়িত হয়, নানা যন্ত্রণায় অস্থির হয় এবং পরিশেষে অসহ্য অনুতাপে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুর দ্বারস্থ হয়।

ভাই, মানুষের বড়ত্ব দেখিয়া যেন ভুলিও না, তাদিগে মনুষ্যের আদর্শ মনে করিয়া যেন ব্যভিচারী হইও না, মাদকসেবন করিয়া মনের উচ্ছেদসাধন করিও না—নরকের পথের পথিক হইও না। যাহা যুগযুগান্ত হইতে পাপ বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে, যাহা নীতিশাস্ত্রকারেরা, ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা পাপ, অধর্ম্ম ও নরক বলিয়া চিরদিন ঘোষণা করিতেছেন, যাহার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ পরিণাম বিষময়ফল দেখিলে হৃৎকম্প হয়, তাহার অনুসরণ করিও না।

ভাই, আমরা সচরাচর যে সকল লোককে বড়লোক বলি, তাহাদের অধিকাংশই প্রকৃত বড়লোক নহে। অনেক বিদ্যা থাকিলেই বড়লোক হয় না, অনেক অর্থ থাকিলেই বড়লোক হয় না।

ভাই, মানব—বুদ্ধিমান্ জীব—জগতের শ্রেষ্ঠজীব, কত যে বিমূঢ় ও মোহান্ধ, তাহা তোমাকে অঙ্কপাত করিয়া দেখাইয়া দিতেছি ;—

ভাই, আমরা যদি দেখি, একব্যক্তি একশত টাকা ক্ষতি হইবে জানিয়াও এক পয়সা লাভের জন্য বিব্রত! তাহা হইলে তাহাকে মূর্খ ও মোহান্ধ না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। কিন্তু ভাই, এ বড় রহস্যের কথা যে, সাধারণতঃ সমস্ত মনুষ্যই এইরূপ মূঢ় ও মোহান্ধ! বড় বড় মহাজন আপাত-প্রলোভনে পড়িয়া সামান্য হিসাবও ভুলিয়া যায়, এক পয়সা লাভে বিব্রত হইয়া সহস্র টাকা ক্ষতি করে! ভাই, ব্যভিচার ও মাদকসেবনে

যে সুখ নাই তাহা নহে, কিন্তু সে সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু তজ্জনিত ক্লেশ ও অনুতাপ চিরস্থায়ী। ভাই, ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা হয়, এবং ২৪ ঘণ্টায় এক দিন হয়, সুতরাং ১৪৪০ মিনিটে একটী দিন হয়; এখন বুঝিয়া দেখ, যে এক মিনিটের সুখের জন্য অন্ততঃ এক দিনেরও সুখে বঞ্চিত হয়, সে এক টাকা লাভ করিতে গিয়া ১৪৪০ টাকা ক্ষতি করে কি না? আর যে এক টাকা লাভের জন্য, জানিয়া শুনিয়া ১৪৪০ টাকা ক্ষতি করে, সে কি ঘোর মূর্খ নহে? তারে কি বুদ্ধিমান-জীব, জগতের শ্রেষ্ঠ জীব বলিতে পারি? ভাই, প্রলোভনদাস বিমূঢ়গণ এক দিনের জন্য যে নিরয়যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা নহে, পরন্তু যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অতএব বুঝিয়া দেখ—যাহারা এক পয়সার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে, সেই মানব—জগতের শ্রেষ্ঠ জীব কিরূপ বুদ্ধিমান্? ভাই, প্রকৃতপ্রস্তাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে পতঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ অপেক্ষা মানব তাদৃশ শ্রেষ্ঠ জীব নহে। ফলতঃ মানবের পাপ-প্রবণতা চিন্তা করিলে তাহাকে ইতর প্রাণী অপেক্ষাও যেন হীন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাই, মানব অনুকূল ঘটনাবলে দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন সেই দেবত্ব লাভ করিতে পার।

ভাই, যাঁহার মন বিবেকের অধীন, যিনি আপাত-প্রলোভনের দাস নহেন, যিনি প্রকৃত আত্মপ্রসাদ, আত্মগৌরব ও আত্মানন্দ উপভোগের অধিকারী, তিনিই প্রকৃত বড়লোক। যিনি এই সংসারে আপনাকে চালাইতে জানেন, যিনি সামান্য প্রয়াসে প্রবৃত্তির দমন করিয়া আপাত-প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বড়লোক। যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক নরকের

পথে না যান, যিনি প্রকৃতির সমস্তই অমৃতময় দেখেন, যাঁহার আত্মা নিয়ত অতুল প্রেমে ও অতুল আনন্দে নৃত্য করে, তিনিই প্রকৃত মহান্ ও মহাত্মা পদবাচ্য, তিনিই প্রকৃত বড়লোক।

ভাই, সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা করিয়া, সর্ব্বদা আত্ম-মনোগতির পর্য্যালোচনা করিয়া, সর্ব্বদা কার্য্যের ফলাফল অবগত হইয়া, তদনুসারে চলিলে তুমি কত শত শত ব্যক্তির অপেক্ষা বড়ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

"পরিণাম-বিষময় আপাত-ক্ষণিক-সুখদ প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

ভাই, এই মন্ত্রটী যদি হৃদয়ে জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত করিয়া সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পার, তাহা হইলে সংসারে অনেক বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে এবং প্রকৃত মহত্ত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারিবে।

যদি বড় হইবার ইচ্ছা থাকে, যদি আপনাকে শত শত লোকের অধিপতি, শত শত লোকের শিরোমণি করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি প্রকৃত মহত্ত্বের মুকুট পরিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই মন্ত্র সর্ব্বদা জপ কর। ভাই, মনে রাখিও যে সংসার-রঙ্গভূমিতে এই মন্ত্রই অভেদ্য অক্ষয়কবচ, ইহা হৃদয়ে ধারণ করিলে পাপ-রূপ দিগ্ধশরে হৃদয় কখনও বিদ্ধ হইবে না, সাক্ষাৎ দুরন্ত কৃতান্তকেও ভয় করিতে হইবে না।

"শত শত লোক অলস, ব্যভিচারী ও মাদকসেবী; আমি তাহাদের মধ্যে গণ্য নহি।" শুদ্ধ এই গর্ব্বটুকু যদি কেহ লাভ করিতে পারে, তবে সে দেখিবে যে, তাহার মন অতুল আনন্দের উৎস হইয়াছে! সে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাটের শিরোমুকুট তাহার

পদনখে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইবে! অতুল আনন্দে, অতুল বিভব-গৌরবে তাহার অন্তর পূর্ণ হইবে। সে সমগ্র বিশ্বকে আপনার রাজত্ব মনে করিতে পারিবে। ভাই, ইহারই নাম প্রকৃত গৌরব। প্রকৃত গৌরবে যাঁহার অন্তর পূর্ণ, তিনি বিশ্বসংসার অমৃতময় দেখিতে পান। কে বলে জগৎ বিষময়? ধিক্ সে নরাধমকে, সে আত্মবঞ্চিত মূঢ়কে ধিক্, সেই নরকের কীট পাপাত্মাকে ধিক্। আত্মপ্রসাদ যে কি, বিশুদ্ধ আত্মপ্রেম যে কি, যিনি তাহা একবারও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি কি কখনও বলিতে পারেন জগৎ বিষময়! জগৎ অশান্তি ও অসুখের নিদান।

ইন্দ্রিয়জনিত যে সুখ, তাহা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণামবিষময়; ইন্দ্রিয়জনিত সুখে আমরা যতক্ষণ যে পরিমাণে সুখী হই, তাহা অপেক্ষা প্রায় সহস্র গুণ সময় এবং সহস্র গুণ পরিমাণে তজ্জনিত বিষময় ফলস্বরূপ অতীব যন্ত্রণাদায়ক অনুতাপ ও পরিতাপে তাপিত হইয়া থাকি।

কিন্তু হৃদয়ের শমতা সাধন করিয়া আমরা যে সুখ যতক্ষণের জন্য উপভোগ করি, কস্মিন্ কালেও তজ্জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে হয় না। ইহারই নাম যথার্থ স্বর্গীয় সুখ; এই সুখের পরিণামে অনুতাপ নাই, পরিতাপ নাই, পরন্তু ইহাই অনন্ত আশাপ্রদ অমৃতের উৎসস্বরূপ।

ভাই, তোমাকে সুপথ ও কুপথ দেখাইয়া দিতেছি, এই সময় হইতে তুমি যত্নশীল হও, সাবধান হও, এখনও তোমার সুকুমার অন্তরে কোনরূপ পাপ প্রবৃত্তি বা পাপ অভ্যাস বদ্ধমূল হয় নাই, এই সময় সুপথ দেখিয়া চল। সংসার বড় দুর্গম, সংসার বড় কুটিল, এ কথা তুমি যেন আর বলিও না, তুমি যেন পরিশেষে

বলিও না যে, সংসার বিষময়, সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই!

ভাই, এই সময় হইতে সাবধান থাক, দৃঢ়সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়-রূপ অভেদ্যকবচ ধারণ করিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় ও যথার্থ পুরুষের ন্যায় আপাত-প্রলোভনের আক্রমণ ব্যর্থ কর। দেখিবে জগৎ সংসার তোমার অতুল সুখের ও শান্তির রাজত্ব।

ভাই, মহত্ত্ব লাভ করিতে হইলে যে যে অভ্যাস করা আবশ্যক এবং যে যে কদভ্যাস ত্যাগ করা আবশ্যক, তাহা বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি,—

১ম, দৈনিক কার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে কর্ত্তব্য কার্য্য সমাহিত করিতে অভ্যাস করিবে; ২য়, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতে অভ্যাস করিবে; ৩য়, যখনকার যে কাজ তখনই সে কাজ করিতে অভ্যাস করিবে; ৪র্থ, ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করিবে; এবং চিরকারিতা ও আলস্য ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিবে; ৫ম, অধ্যবসায় অভ্যাস করিবে; ৬ষ্ঠ, যাহা করিবে তাহা ভাল করিয়া করিতে অভ্যাস করিবে; ৭ম, সৎসংসর্গে থাকিয়া ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া ক্রমাগত জ্ঞানসঞ্চয় করিতে অভ্যাস করিবে এবং অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবে; ৮ম, আপাত-প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিবে; বিশেষতঃ ব্যভিচার ও মাদক সেবনের প্রলোভন, সতর্ক হইয়া পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিবে। যদি এই অভ্যাসগুলি করিতে পার, তাহা হইলে তুমি স্বাস্থ্য, জ্ঞান, ধন, মান ও সন্তোষ অর্থাৎ পূর্ণ মনুষ্যত্ব বা মহত্ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে। উল্লিখিত অভ্যাসগুলিই মহত্ত্বলাভের মূল আধার

সূত্র। অতঃপর স্বাস্থ্য, ধন, মান ও সন্তোষলাভের জন্য বিশেষ অবলম্বনীয় কতকগুলি নীতির উল্লেখ করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

স্বাস্থ্য।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।"

এ সংসারে মানুষের যাহা কিছু প্রার্থনীয়, শারীরিক স্বাস্থ্য তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। শরীর সুস্থ থাকিলে বিদ্যা ও ধনাদি সহজেই লাভ করা যায়; অতএব স্বাস্থ্যই সর্ব্ব সুখের মূল। স্বাস্থ্য নষ্ট হইলেই মনের সুখ নষ্ট হয়; আর মনের সুখ নষ্ট হইলেই জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। ফলতঃ স্বাস্থ্যই সুখের নামান্তর।

কিন্তু আমরা অনায়াসলব্ধ দ্রব্যের মূল্য বুঝিতে পারি না। যে বায়ু আমাদের প্রাণস্বরূপ, যে জল আমাদের জীবনস্বরূপ আমরা সেই জলবায়ুর অভাবে না পড়িলে তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারি না; সৌলভ্যই ইহার একমাত্র কারণ। আমরা জন্মিয়া অবধি প্রকৃতির চেষ্টায় অধিকাংশ সময়ই সুস্থ থাকি; প্রকৃতি আমাদিগকে সুস্থ রাখিতে অত্যন্ত যত্নবতী; সেইজন্যই আমরা যতদিন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পীড়িত না হই, ততদিন পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারি না। কিন্তু স্বাস্থ্য হারাইয়া পীড়িত হইলেই আমরা বুঝিতে পারি, স্বাস্থ্য কত অমূল্য পদার্থ!

যখন কেহ রোগযন্ত্রণায় অস্থির হয়, তখন তাহাকে ধন দাও, রাজ্য দাও, সে সুস্থির হইতে পারিবে না।

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, রাজাধিরাজ যখন স্বাস্থ্য হারাইয়া রোগযন্ত্রণায় কাতর হন, তখন সামান্ত মুটে-মজুরের স্বাস্থ্যলাভ করিতেও তাঁহার অভিলাষ জন্মে। তখন তিনি সুস্থশরীরী একজন সামান্য চাষাকেও আপনার অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান্ ও অধিক ঐশ্বর্য্যশালী মনে করেন।

যাহা হউক, আমরা যখন জন্মিয়া অবধি সুখলাভের জন্য লালায়িত, এবং যখন স্বাস্থ্যই সেই সুখের নামান্তর, তখন স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যাহা কিছু বলা যাইবে, তাহাই বাহুল্য। জগতে কে এমন হতভাগ্য আছে, যে স্বাস্থ্য বা সুখ চায় না?

কিন্তু ভাই, যখন স্বাস্থ্য জলবায়ুর ন্যায় সুলভ, স্বয়ং প্রকৃতির হস্তে যখন স্বাস্থ্যের ভার রহিয়াছে,—পদে একটী সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলে, বা চক্ষুতে একটু সামান্য বালুকা-কণা পতিত হইলে, তাহাকে বাহির করিবার জন্য যখন সমগ্র শোণিতপ্রবাহ হাঁ হাঁ শব্দে সেই দিকে ধাবিত হয়, তখন আমরা কেনইবা সেই স্বাস্থ্য—হৃদয়ের একান্ত অভিলষিত সুখের নামান্তর সেই স্বাস্থ্য হারাইয়া অসুখী হইয়া থাকি? সংসারে শতসহস্র ব্যক্তি স্বাস্থ্য হারাইয়া হাহাকার করিতেছে কেন? কেন মহাপণ্ডিত স্বাস্থ্য হারাইয়া অসুখী? স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ বড় বড় বৈদ্য, বড় বড় ডাক্তার কেন রোগযন্ত্রণায় অস্থির? ভাই, এ সকল প্রশ্নের সবিস্তর উত্তর দিতে আর প্রবৃত্তি নাই; কেননা ইতিপূর্ব্বেই ইহার একরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ মানুষ মোহান্ধ, সেইজন্যই তাহারা এক পয়সা লাভের আশায় কোটি কোটি টাকা ক্ষতি করে,—আপাতপ্রলোভনে পড়িয়া ক্ষণিক

সুখের আশায় পরিণামে অগাধ দুঃখে নিমজ্জিত হয়। পাপই সুখনাশক ;—আলস্য, ব্যভিচার ও মাদক-সেবনই স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে।

ভাই, কিরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, তাহা জানিবার জন্য দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণের নিকট—ডাক্তার বৈদ্যের নিকট, যাইবার প্রয়োজন নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় প্রকৃতির নিকট শিক্ষা করিবে ;—কর্ম্মকার, কুম্ভকার, জেলে, মাল্লা, মুটে, মজুর, ধাঙড়, ভীল, কুকি, সাঁওতাল প্রভৃতির নিকট শিক্ষা করিবে। ভাই, শারীরিক পরিশ্রমই শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার অদ্বিতীয় উপায়! পরিশ্রমের গুণ একবার বলিয়াছি, এই স্থানে তাহা পুনর্ব্বার শতবার আবৃত্তি কর।

ভাই, মুটে মজুর প্রভৃতি শ্রমজীবী অসভ্য মূর্খেরা জ্ঞানবিহীন হওয়াতে মনোজ অশেষ সুখে বঞ্চিত বলিয়া যেমন "অর্দ্ধেক মনুষ্য—অর্দ্ধেক পশু" তেমনই শারীরিক পরিশ্রমবর্জ্জিত শিক্ষিত সভ্যভব্য রুগ্নদেহধারীরা শরীরজ বা স্বাস্থ্যজ সুখে বঞ্চিত বলিয়া "অর্দ্ধেক মনুষ্য—অর্দ্ধেক পতঙ্গ।"

ভাই, তোমার যখন পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করা উদ্দেশ্য, তখন তুমি অবশ্য শারীরিক পরিশ্রম করিয়া শরীর সুস্থ রাখিবে এবং মানসিক পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানলাভ করিবে। তজ্জন্যই ইতি-পূর্ব্বে তোমাকে নিয়ত পরিশ্রম করিতে বলিয়াছি। শারীরিক পরিশ্রমের বিরামকালেই মানসিক পরিশ্রম করিবে; অথবা উভয়বিধ পরিশ্রমই এককালে করিবে। প্রত্যহ প্রত্যূষে ভ্রমণ করিবে। ভ্রমণ করিতে করিতেই পাঠ অভ্যাস বা বিবিধ জ্ঞানবিষয়ক চিন্তা করিবে। প্রতিদিন অন্ততঃ ৪ মাইল অর্থাৎ

দুই ক্রোশ ভ্রমণ করিবে। উদ্যানে স্বহস্তে ভূমিখনন, বীজ-বপন, ও বৃক্ষাদির প্রতিপালন করিবে। যখন কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবে, তখন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধানের জন্য শারীরিক পরিশ্রমে ত্রুটি করিবে না। কোনও প্রকার পরিশ্রমের কার্য্যকে অপমানসূচক মনে করিও না; তোমাকে মোট মাথায় করিয়া যাইতে দেখিলে যদি কোন ভদ্রলোক উপহাস করেন, তুমি মনে মনে যেন তাহার মাথার উপর পা ফেলিয়া যাইতেছ, এইরূপ মনে করিয়া সহাস্যবদনে চলিয়া যাইবে। জানিও, সংসারে নীচ মনুষ্য বিস্তর আছে, কিন্তু নীচ কার্য্য কিছুই নাই। ভাই, তুমি যখন মহত্বপথের পথিক, তখন তোমাকে চক্ষুলজ্জাবিহীন হইয়া—নীচের দিকে না তাকাইয়া বিস্তর নীচাশয় ব্যক্তির মস্তকের উপর দিয়া গমন করিতে হইবে। কিন্তু ভাই, বাহ্য বিনীতভাব বজায় রাখিবে; তোমার বাহ্যভাব দেখিয়া সকলে যেন মনে করে, তুমি তাহাদের পায়ের নীচে দিয়াই গমন করিতেছ। এতৎসম্বন্ধে পরে অনেক কথা বলিব। আত্ম-গৌরবে অন্তর সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ রাখিবে, কিন্তু বাহ্য বিনীতভাব সর্ব্বদা প্রদর্শন করিবে, সংসার-রহস্যের ইহা অতীব গুহ্য ও মূল্যবান্ নীতি।

ভাই, কি ধন, কি বিদ্যা, কি মানসম্ভ্রম, সমস্ত বস্তু অপেক্ষাই স্বাস্থ্য অধিক মূল্যবান্। অতএব বিদ্যাশিক্ষার জন্যই হউক, অথবা জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্যই হউক, কথনও স্বাস্থ্য নষ্ট করিও না। "সকালে বেড়াইলে পড়া মুখস্থ হইবে না," এরূপ মনে করিয়া যেন বেড়াইতে ক্ষান্ত হইবে না। পড়া মুখস্থ না হউক্ তাহাতে ক্ষতি নাই, শরীর সুস্থ থাকিলে পড়া মুখস্থ করিবার

অনেক সময় আছে। বাল্যকাল অতীত হইলেই যে লেখাপড়া শিক্ষার সময় অতীত হয়, তাহা মনে করিও না। ভাই, তোমার ঠাকুর দাদা আজিও ছাত্র! সমগ্র মনুষ্যজীবন জ্ঞানশিক্ষার সময়। সমগ্র বাল্যকাল খেলাধূলায়—ক্রীড়াকূর্দ্দনে কাটাইতে হয় কাটাও, তাহাতে হানি নাই;—কিন্তু ভাই, সাবধান, যেন স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া আজীবন শারীরিক সুখে বঞ্চিত হইও না। অনেক পিতামাতা ও শিক্ষকের এই স্বাস্থ্যসম্বন্ধে জ্ঞান নাই। তাহারা মনে করে, ছেলে যদি দিনরাত বই লইয়া থাকে, তাহা হইলেই তাহারা মানুষ হইবে।

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা মানুষ হইবার পূর্ব্বেই যমালয়ে গমন করে; অথবা চিররুগ্ন শরীর ধারণ করিয়া জীবন্মৃতবৎ কালাতিপাত করে।

ভাই, স্বাস্থ্যসম্বন্ধে আর অধিক উপদেশ দেওয়া বাহুল্যমাত্র। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রম অবিশ্রান্তভাবে করিতে অভ্যাস করিলে এবং ব্যভিচার ও মাদকসেবনের প্রলোভন ত্যাগ করিলে কখনই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে না।

স্নান, আহার ও নিদ্রার নিরূপিত সময় লঙ্ঘন করা উচিত নহে। এতৎসম্বন্ধে যেরূপ অভ্যাস করিবে তাহাই হইবে। প্রতিদিন স্নান করিতে অভ্যাস করা ভাল। আহারীয় সম্বন্ধে কেবল পচাসড়া দ্রব্যগুলি গ্রহণ করা উচিত নহে; নতুবা পরিশ্রমীর নিকট দুষ্পাচ্য বা গুরুপাক দ্রব্য পরিত্যজ্য নহে, বরং তাহাই তাহাদের উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য। অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা বাহাদুরী দেখাইবার জন্য অতিভোজন করিবে না। নৃত্যগীতবাদ্যাদি শ্রবণ করিবার জন্য অথবা

জন্ত কোন আমোদের জন্ত রাত্রিজাগরণ করিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করিবে না। অধিক কি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে বলিয়াও রাত্রিজাগরণ করিয়া (অর্থাৎ নিদ্রাবেগ স্থগিত করিয়া) পাঠ অভ্যাস করাও উচিত নহে। সংক্ষেপতঃ স্মরণ রাখিবে যে, কোন প্রকার আপাত-প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া আহার ও নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করা উচিত নহে।

শরীরকে কষ্টসহ করিতেও অভ্যাস করিবে; সামান্ত আতপে যেন তাহা ক্লান্ত না হয়। সামান্ত রৌদ্র, বৃষ্টি বা শিশির ভোগে যেন তাহা পীড়িত না হয়। ঐ সমস্তই অতি সাবধানে অভ্যাস করিবে। মনুষ্যশরীরে কতই যে সহ্য হয়, তাহা বলা যায় না। অভ্যাস করিলে মানুষ সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপ, বর্ষার মুষলধারা, হেমন্তের দুরন্ত শিশির সমস্তই অক্লেশে সহ্য করিতে পারে। অভ্যাস করিলে মানুষ কেবল ঘাস খাইয়া অথবা কেবল গোবর খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। অভ্যাসের মহিমা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সুতরাং এখানে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

ধন।
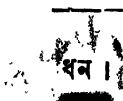
সংসারে ধনের নিতান্ত প্রয়োজন, ধন দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হয়, ধন দ্বারা অনেক উন্নতি লাভ করা যায়, ধন অনেক বিপদে সহায়স্বরূপ, ধন অনেক সুখ ও সন্তোষের নিদান। অতএব ধনোপার্জ্জনের জন্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত; ধনোপার্জ্জন ব্যতীত সাংসারিক অভাব দূর করা যায় না; সুতরাং নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিতে হয়; ইহ সংসারে দরিদ্র হইয়া জীবন যাপন

করা আর চিররুগ্ন দেহ ধারণ করা উভয়ই তুল্য। অক্ষুণ্ণশরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াও—হস্তপদাদি পরিশ্রমোপযোগী সমস্ত ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট হইয়াও যে ক্ষুধার সময় ইচ্ছামত, আবশ্যক ও উপযুক্ত আহারায় প্রাপ্ত হইতে পারে না, পীড়ার সময় উপযুক্ত ঔষধ অভাবে রুগ্নদেহধারণে বাধ্য হয় এবং অভাবগ্রস্ত হইয়াই জীবন হারায়, তাহার তুল্য হতভাগ্য আর কে আছে?

অধুনা রাজপরিবর্ত্তনহেতু সামাজিক বিবিধ-বিষয়ে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এক্ষণে সামাজিক অর্থাৎ সভ্য হইতে হইলে এবং ভদ্রলোকের মত চলিতে হইলে অর্থের নিতান্ত আবশ্যক। এখন সমস্ত বস্তুই পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ম্মূল্য হইয়াছে; কি আহারীয়, কি পরিধেয়, সকলই অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে যেরূপ পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিত, এক্ষণে তদ্রূপ করিলে উপহাসাস্পদ ও হতমান হইতে হয়; কিন্তু আমাদের মন অন্যের সম্মানলাভে নিতান্ত উৎসুক, সুতরাং অন্যের ঘৃণা বা উপহাসে সে মন যে অত্যন্ত আহত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অধুনা জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। পীড়া হইলে চিকিৎসার জন্য সমধিক অর্থের প্রয়োজন; বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলেও অর্থের আবশ্যক। জমীর খাজনা এবং ট্যাক্স অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। এমন কি, ধোপানাপিতের খরচ পর্য্যন্ত এক্ষণে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে সংসারী ব্যক্তির পক্ষে অর্থো-পার্জ্জন করিতে না পারিলে বনে গমন করাই কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব-কালের লোকেরা অর্থের প্রতি ঘৃণাপ্রদর্শন করিয়াও কোন

প্রকারে সুখে কাটাইতে পারিতেন; তখন দুধভাত অধিক সুলভ ছিল; আর সংসারে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। পূর্ব্বকালে রাজা উজির বা আমীর ওমরাহ ব্যতীত অন্যলোকে জামা, জুতা, ছাতা ব্যবহার করিত না। কিন্তু এক্ষণে কাল-মাহাত্ম্যে মুটেমজুরের পক্ষেও ছাতাজুতাপিরাণের প্রয়োজন। অতএব ভাই, অধুনা অর্থের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন যদি কেহ বলে "অর্থ অনর্থের মূল" তাহা হইলে সে বাতুল বলিয়াই গণ্য হয়।

ফলতঃ এক্ষণে অর্থ ব্যতীত কি স্বাস্থ্য, কি জ্ঞান, কি সুখ-সৌকর্য্য, কি সম্মান কিছুই লব্ধ হইবার নহে। অতএব ভাই, ধনহীন মনুষ্য পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না; সেই জন্যই ধন মনুষ্যত্বের অঙ্গস্বরূপ। ভাই, এস্থলে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, পূর্ব্বকালীন আর্য্যঋষিতপস্বীরা ধনহীন ছিলেন অথচ তাঁহারা পূর্ণমনুষ্যত্ব বা মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন কিরূপে? ইহার উত্তরে এইকথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহারা ধনহীন হইলেও দীনদুঃখী বা দরিদ্র ছিলেন না; তাঁহারা সাংসারিক কোন অভাবই জানিতেন না। তাঁহাদের অভাব বা অপ্রাপ্য কিছুই ছিল না। এখনকার জ্ঞানপারগ এম্ এ, বি এ, মহোদয়-গণের ন্যায় তাঁহারা চাকুরির প্রত্যাশায় লালায়িত হইয়া বেড়াই-তেন না। কত শত রাজভাণ্ডার তাঁহাদের করায়ত্ত ছিল; কত শত রাজমুকুট তাঁহাদের চরণে বিলুণ্ঠিত হইত!

ধনী ও দরিদ্র।

'যাহার ধন আছে সেই ব্যক্তি ধনী, আর যাহার ধন নাই সেই ব্যক্তি 'দরিদ্র।' একথা বলিলে ধনী ও দরিদ্র কাহাকে বলে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। আবার সূক্ষ্মতর সংজ্ঞা গঠন করিয়াও ঠিক বুঝান যায় না। অথচ ধনী কাহাকে বলে ও দরিদ্র কাহাকে বলে, লোকে তাহা সহজে বুঝিয়া থাকে। ধনী ও দরিদ্র এ দুইটী অবস্থাবাচক শব্দ। যেমন উষ্ণ ও শীতল এই দুইটী শব্দের ঠিক সংজ্ঞা লেখা যায় না, অথচ লোকে তাহা সহজে বুঝিয়া থাকে। সাধারণতঃ যে দ্রব্য আমাদের শারীরিক উত্তাপ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত তাহাকে উষ্ণ, আর যাহা তদপেক্ষা শীত তাহাকে শীতল বলে। ফলতঃ উষ্ণ ও শীত এই দুইটী আপেক্ষিক অবস্থাজ্ঞাপক শব্দ।

তদ্রূপ সামান্যতঃ মানুষের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন, যে ব্যক্তি নিজের ও নিজ পরিবারের নিমিত্ত সেই সমস্ত দ্রব্যের অভাব ভোগ করে না, তাহাকেই সচরাচর ধনী বলা যায়; আর যে ব্যক্তি সেই অভাবজন্য দুঃখ ভোগ করে, তাহাকেই দরিদ্র বলা যায়।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি, জগতের অন্য কাহারও জীবিকানির্ব্বাহের সাহায্য করা দূরে থাক, নিজের ও নিজ পরিবারের জন্য মোটাভাত ও মোটাকাপড় যোটাইতে পারে না, পীড়ার সময় যে অর্থাভাবে উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য পায় না, ভবিষ্যতের জন্য যাহার কিছুমাত্র সঞ্চিত থাকে না, অর্থাভাববশতঃ যে আগন্তুক কোন বিপৎপাতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না, সেই হত-

ভাগ্যই দরিদ্র। অতএব সাধারণতঃ জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অর্থাৎ শরীর রক্ষার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থের অভাব হইলেই দরিদ্র বলে।

তাই, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া যদি মনের সন্তোষ লাভ করা যায়, তাহা হইলে এ জগতে শরীররক্ষার জন্য আমাদের যৎ-সামান্য বস্তু আবশ্যক হয়, এবং তাহা প্রাপ্তির জন্য যৎসামান্য অর্থের প্রয়োজন হয়।

মূর্খদিগের কল্পিত বিলাস বাবুগিরিতে প্রকৃত সুখ নাই। তবে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে যে তাহা হইতে কোনরূপ প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায় না, তাহা নহে। কেননা যখন দয়া ও করুণা আমাদের অন্তরের স্বভাবজ প্রবল প্রবৃত্তি এবং যখন অর্থ দ্বারা সেই প্রবৃত্তির সম্যক্ তৃপ্তিসাধন করা যায়, আর যখন জগতে দয়া ও করুণার পাত্রও শত সহস্র বিদ্যমান্ রহিয়াছে, তখন আমরা যতই বিপুল সম্পত্তির অধি-কারী হই না কেন, সেই মহীয়সী প্রবৃত্তির নিকট তবু আমা-দিগকে দরিদ্র বলিয়া কুণ্ঠিত থাকিতে হইবে। ফলতঃ মনের অভাব পূরণ করা অর্থের অসাধ্য; সে অভাবের কাছে পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ দরিদ্র। সুতরাং এ সংসারে সকলেই গরিব। তবে লোকে যে সামান্য ধনের গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়, সে কেবল তাহা-দের হৃদয়হীনতা বা মূঢ়তাপ্রযুক্ত। যাহা হউক ভাই, সে সকল কথায় কাজ নাই।

এক্ষণে, আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা আমরা সামান্য আয়াসে সংগ্রহ করিতে পারি; সুতরাং সচরাচর যে অবস্থাকে দারিদ্র্য বলে, আমরা সহজে—সামান্য চেষ্টা

ও পরিশ্রম দ্বারা তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। কিন্তু যদি আমরা আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া সেই সামান্য আয়াসও স্বীকার না করি এবং তজ্জন্য যদি দারিদ্র্য-দুঃখে নিপীড়িত হই, তাহা হইলে প্রকৃতপ্রস্তাবে কি আমাদের পাপসঞ্চয় করা হয় না? অতএব সংসারে যে দরিদ্র, সে কি পাপী নহে? আর যে পাপী, সে কি পাপের অবশ্যম্ভাবি বিষময়ফল ভোগ করিবে না?

অতএব ভাই, এই দারিদ্র্য পাপ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে। এই দারিদ্র্য পাপের ফল স্বরূপ কি কি দুঃখ ভোগ করিতে হয় বলিতেছি শুন;—

দরিদ্র হইলে শারীরিক ও মানসিক বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য-জীবন বিষম বিড়ম্বনাময় ও নিতান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। নৈরাশ্য সতত অন্তরে হুহুঃ শব্দে জ্বলিতে থাকে। প্রীতি, প্রফুল্লতা, উৎসাহ প্রভৃতি মনে কিছুই স্থান পায় না। সুতরাং এ অবস্থায় জীবন ধারণ করা কত যে কষ্টকর, তাহা বুঝিয়া দেখ।

ভাই, দরিদ্র তুমি, পদে পদে তোমায় অন্যায় ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। সমাজ তোমাকে রক্ষা করিবে না। রাজা তোমাকে রক্ষা করিবে না। তুমি সহজে বুঝিতে পারিবে যে, সমাজ দরিদ্র-নিপীড়নের একটী যন্ত্র। তুমি সহজে বুঝিতে পারিবে যে, "রাজা সমভাবে সকলকে রক্ষা করেন" একথা সম্পূর্ণ অলীক, নিরর্থক ও প্রতারণাপূর্ণ। রাজা দরিদ্রকে রক্ষা করেন না, অথবা তাঁহার দরিদ্রকে রক্ষা করিবার ক্ষমতাও নাই।

ভাই, দরিদ্র তুমি, সুতরাং এ সংসারে তুমি কেহই নও।

তোমার শত সহস্র গুণ থাকুক, কেহ তাহা গ্রাহ্য করিবে না। এমন কি, তোমার গুণসমস্ত দোষরূপে পরিগৃহীত হইবে।

যে গুণ থাকিলে একজন ধনী,—উদার, সদাশয় ও মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত হইবে, তুমি দরিদ্র, তোমার সে গুণ থাকিলে লোকে তোমাকে ভীরু, কাপুরুষ, নরাধম, চাটুকার এবং নীচাশয় বলিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছীল্য করিবে! ভাই, এ সকল অতিবর্ণনা নয়, কবিকল্পনা নয়, সাংসারিক নিত্যপরীক্ষাসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ঘটনা!

ভাই, তুমি দরিদ্র, সুতরাং তোমার কথার কোন মূল্য নাই। তুমি সহস্র সারগর্ভ বাক্য বল, তোমাকে লোকে বাচাল ও ফাজিল বলিবে; কিন্তু একজন ক্ষুদ্র নবাব দুটী সামান্য কথা বলুক, অমনি জগৎ উদ্গ্রীব হইয়া তাহার কথা শুনিবে, মহামূল্য জ্ঞানে তাহা চিরকাল স্মরণ রাখিবে এবং অতিরঞ্জিত করিয়া তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিবে!

ভাই, তুমি দরিদ্র, তুমি যদি কাহারও কোন উপকার কর, সে উপকার, উপকার বলিয়া গণ্য হইবে না; পরন্তু নীচ স্বার্থসাধনের উপায় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

তুমি কাহারও সামান্য অনিষ্ট করিলে আর নিস্তার থাকিবে না; তোমার সামান্য অমনোযোগ বা ত্রুটি দেখিলেই লোকে তোমার শত্রু হইবে।

তুমি দরিদ্র, সুতরাং সংসারে তুমি সকলেরই ক্রীতদাস; যে তোমার সামান্য উপকার করিবে, সে তোমাকে চিরদিনের জন্য নিজের ক্রীতদাস মনে করিবে; সে তোমাকে যথেচ্ছ ঘৃণা করুক, তাচ্ছীল্য করুক, অম্লানবদনে তৎসমস্ত তোমাকে সহ্য করিতে

হইবে; তাহাতে বাঙ্নিষ্পত্তি মাত্র করিলে জগৎশুদ্ধ লোক তোমাকে কৃতঘ্ন ও নরাধম বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে।

তুমি বিনয়ী, সহিষ্ণু ও শিষ্টাচারসম্পন্ন হইলে, লোকে তোমার সুখ্যাতি করা দূরে থাক্, তোমাকে ঘৃণিত কুক্কুরবৎ মনে করিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছীল্য করিবে। আবার অবিনীত ও অসহিষ্ণু হইলেও তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।

তুমি কথা কহিলে লোকে তোমাকে বাচাল বলিবে, আবার কথা না কহিলেও অহঙ্কৃত বলিয়া বিদ্বেষ করিবে। উঃ! দারিদ্র্য কি বিষম বিড়ম্বনার অবস্থা!!

ভাই, তোমার আর কোন দোষ থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু তুমি দরিদ্র, কেবল সেই জন্য লোকে তোমাকে উপহাস করিবে, বিদ্রূপ করিবে, তাচ্ছীল্য ও ঘৃণা করিবে। তুমি দরিদ্র, সুতরাং তোমাকে লোকে নিরর্থক নিপীড়িত ও পদদলিত করিবে! নির্ব্বিষ ডুণ্ডুভকে যেমন লোকে নিরর্থক কষ্ট দিয়া আমোদ বোধ করে, তাহারা তোমাকেও অপ্রতিভ করিয়া, অপদস্থ করিয়া, অপমানিত করিয়া তদ্রূপ আমোদ্ বোধ করিবে। তোমা দ্বারা তাহাদের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, কোন অপকারেরও ভয় নাই; সুতরাং তাহারা তোমাকে যথেচ্ছ দুর্দ্দশা-পন্ন করিবে! সাধারণতঃ লোকের স্বভাবই এইরূপ, তাহারা কোন স্থানে একটা নিরীহ ভেক দেখিলে তাহাকে উৎপীড়িত ও উত্ত্যক্ত করিয়া আমোদ বোধ করে। সুতরাং নিরীহ হইলেও তোমার নিস্তার নাই।

ভাই, তুমি দরিদ্র, সুতরাং তোমার আত্মীয় কেহ নাই, তুমি যদি কাহাকেও আত্মীয় মনে কর, সে তোমার ভ্রম! অতি

নিকট আত্মীয় যারা, জানিও, তারাও তোমাসম্বন্ধে পর। ধনী যারা, তারা পরস্পর দূরসম্পর্কীয়দিগকে পরস্পর অতি নিকট আত্মীয় মনে করে; কিন্তু দরিদ্রকে অতি নিকট আত্মীয় যে সেও আত্মীয় বলিয়া গ্রাহ্য করে না!

ভাই, এ সকল যেন কবিকল্পনা বলিয়া মনে করিও না, সংসারে অবতরণ করিলে ইহার জাজ্বল্যমান শত সহস্র উদাহরণ ও প্রমাণ দেখিতে পাইবে।

ভাই, যতদিন পঠদ্দশাতে স্কুলে অধ্যয়ন করা যায়, ততদিন ধনের প্রকৃত গৌরব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, শিক্ষক মহাশয়দিগের কাছেও তাহা শেখা যায় না, আবার নীতিশাস্ত্রকারগণের নিকটও প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। তখন কেবল গুণেরই মর্য্যাদা; তখন ধনের মর্য্যাদা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

তখন দম্ভের সহিত বলা যায় 'জগতে বিদ্বান্ ব্যক্তিই যথার্থ সম্মানার্হ; রাজার অপেক্ষাও বিদ্বান্ ব্যক্তি পূজ্য।' কিন্তু সংসারে অবতরণ করিলে তাজ্জব হইতে হয়! সেখানে লোকে কথায় বলিবে "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" কিন্তু কাজে দেখাইবে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ! একজন পৃথিবীবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে যত সমাদর করিবে, একজন সামান্য মূর্খ জমীদারকে তার সহস্র গুণ সমাদর করিবে! সে কোন উপকার না করুক্, তবু লোকে তাহার পদানত হইবে, তাহার পদলেহন করিবে!

ভাই, স্কুলে পড়িবার সময় যাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া তৃণতুল্য মনে করিয়া হয়ত তুচ্ছ করিতেছ, সংসারে অবতরণ করিয়া যদি দেখ, সে একজন সম্ভ্রান্ত ধনিসন্তান, তাহা হইলে তাহাকে দেখিবা-মাত্র তোমার মস্তক অবনত হইবে। সে যদি তখন একপাটী

বলিয়া তোমার সহিত সামান্য আলাপমাত্র করে, তাহা হইলে তুমি কৃতকৃতার্থ হইবে। সে তোমার কোন উপকার না করিলেও তাহাকে উপাস্য পরমদেবতা বলিয়া তোমার জ্ঞান হইবে! ধন্য অর্থের সমাদর! ভাই, পঠদ্দশা হইতে সংসারে অবতরণ করিয়া, অনেকে এই সকল দেখিয়া দিশেহারা হয়। সংসার প্রতারণা ও প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। অনেকের শিক্ষকদিগের প্রতিও ঘৃণা হয়, নীতিশাস্ত্রকারগণের প্রতিও ঘৃণা হয়, বিদ্যার প্রতিও ঘৃণা হয়! বিশেষতঃ যাহারা দরিদ্রের সন্তান, তাহারা সংসারে অবতরণ করিয়া যখন ধনের এইরূপ অযথা-সমাদর দেখিতে পায়, তখন তাহারা হৃদয়ে দারুণ মর্ম্মাহত হয়; তাহাদের মনের উৎসাহ ও আনন্দ সমস্ত হঠাৎ তিরোহিত হয়; এবং বিষাদ ও অবসাদ আসিয়া জীবনকে জর্জ্জরিত করে।

পঠদ্দশাতে তুমি বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী বলিয়া যাহাদের কাছে বহু সমাদর ও বহু প্রশংসা লাভ করিতেছ, সংসারে অবতরণ করিলে তাহারা তোমাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছীল্য করিবে! তুমি একেত দারিদ্র্যবশতঃ প্রাকৃতিক বিবিধ অভাবে নিপীড়িত, তাহার উপর আবার লোকের বিদ্রূপ-বিষবাণ তোমার হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে!

ভাই, দারিদ্র্য কি ভয়ঙ্কর অবস্থা বুঝিয়া দেখ! সংসারে ধনী যারা, তারাই যে শুদ্ধ দরিদ্রকে ঘৃণা করে, তাচ্ছীল্য করে, তা নয়; পরন্তু সংসারে দরিদ্রকে সকলেই ঘৃণা করে, সকলেই তাচ্ছীল্য করে। ভাই, তুমি দরিদ্র, আমিও দরিদ্র, কিন্তু তুমিও আমাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিবে, আমিও তোমাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা

করিব। ফলতঃ, আপাততঃ ইহা বড় অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় এবং বড় পরিতাপের বিষয় বলিয়া বোধ হয়;—যে দরিদ্র সেও দরিদ্র-বেদন বোঝে না!

কিন্তু ভাই, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে এবং পরিতাপের বিষয় নহে; ন্যায়বান্ ঈশ্বরের রাজত্বে ইহা বিচিত্র বিসংবাদ নহে।

ভাই, ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, দারিদ্র্য একটী মহাপাপ; সুতরাং পাপ সকলেরই ঘৃণার্হ হওয়া উচিত।

ভাই, মাতাল যে, সেও মাতালের নিন্দা করে, ঘোর ব্যভিচারী যে, সেও ব্যভিচারীর নিন্দা করে, যে যে কোন পাপের পাপী হউক না, সেও সে পাপকে ঘৃণা করে। এ কি আশ্চর্য্যের বিষয়, না পরিতাপের বিষয়? পরন্তু ইহা অতুল আনন্দের বিষয়! পাপ জগতের ঘৃণার্হ হউক, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। অতএব ভাই, তুমি দরিদ্র, তোমাকে লোকে ঘৃণা করে, তাচ্ছীল্য করে কেন বুঝিয়া দেখ; ঈশ্বরের প্রতি যেন তজ্জন্য দোষার্পণ করিও না, জগতের প্রতিও দোষার্পণ করিও না। তুমি দরিদ্র, সুতরাং তুমি পাপী, তুমি নিজেই দোষার্হ; নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান নিজেই কর; দেখিবে জগতের সকলই সুশৃঙ্খল, সকলই সুখপ্রদ, সকলই শান্তিপ্রদ।

ভাই, জগতে যত প্রকার শারীরিক বা মানসিক প্রবলতর দুঃখ আছে, তৎসমস্তই পাপসম্ভূত; সকল দুঃখের মূলে পাপ আছে।

আমার অন্য কোন দোষ না থাকিলেও, অন্য কোন পাপ না থাকিলেও, কেবল আমি দারিদ্র্যের জন্য অনেক প্রবল আধি ও বিড়ম্বনা ভোগ করি কেন? দরিদ্র বলিয়া কেন আমায়

লোকে ঘৃণা করে? আমি দুঃখী, আমি অভাবগ্রস্ত, তাহাতে অন্যের হানি কি? আমি অভাবে পীড়িত হইয়া অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা না করিলেও কেন অন্যে আমাকে ঘৃণা করে? আমি কোন অপরাধ না করিলেও, লোকে কেন আমায় উৎপীড়িত করে? কেন তারা আমায় মনঃকষ্ট দিয়া, আমার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিয়া আমোদ বোধ করে? যে দরিদ্র. সেও আমায় দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করে কেন? সেও আমার পরিদেবনা বুঝিতে পারে না কেন? যে আমার আত্মীয় সেও পর হয় কেন?

অহো! এ সমস্তের কিছুই আশ্চর্য্য প্রশ্ন নহে! এ সমস্তই জগদীশ্বরের অদ্ভুত আশ্চর্য্য কৌশল! ইহাতেও ঈশ্বরের অপার মহিমা প্রকটিত হইতেছে!

দারিদ্র্য অবশ্যই একটা মহাপাপ; এই পাপের মূল আপাত-প্রলোভন ও আলস্য!

যেরূপে হউক, পাপী যে, সে পাপের বিষময় ফল ভোগ করিবে; নতুবা সংসার পাপে পরিপূর্ণ হইবে, জগৎ রসাতলে যাইবে।

পরন্তু, জগৎ সুখময়, আনন্দময়, শান্তিময় হইবে, ইহাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য—ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। পাপপথে পরিভ্রমণের জন্য মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করা হয় নাই, বিবেকরূপ পথপ্রদর্শক প্রদান করা হয় নাই।

সংসারে কাণা, খোঁড়া, কুঁজো প্রভৃতি যেমন সর্ব্বদা লোকের অবজ্ঞা ভোগ করাতে বিকৃতচিত্ত হয়, হতভাগ্য দরিদ্রগণও তদ্রূপ বিকৃতচিত্ত হইয়া থাকে।

ভাই, যে দরিদ্র—সংসারে যে সকলেরই ঘৃণার্হ—সে কতদূর

অধোগত হয় দেখ ;—দারিদ্র্য-দুঃখে প্রপীড়িত নরগণের মানসিক-বৃত্তি সকল অতিশয় কলুষিত হয়। হতভাগ্য দরিদ্রগণের মন বিদ্বেষ ও হিংসাতে স্বতঃই পরিপূর্ণ হয় ; তাহাদের মনে উচ্চ উদার প্রবৃত্তি সকলের উন্মেষ হইতে পারে না ; তাহারা অবস্থা-বশতঃ অন্যের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া জীবন যাপন করে ; সুতরাং তাহাদের মনে মনুষ্যোচিত আত্মগৌরব, তেজঃ, উৎসাহ, আনন্দ, কিছুই থাকে না। কুক্কুর অপেক্ষাও তাহাদের মন নীচাশয়তা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু তাহারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াও নিকৃষ্ট জীবের দশায় জীবনকাল অতিবাহিত করে।

দরিদ্রের মনে উচ্চাভিলাষ, উচ্চ আশা, থাকিতে পারে না। সে তুচ্ছ পেটের দায়ে তাহার মনকে এরূপ নীচ করিয়া ফেলে যে, তাহাতে মনুষ্যোচিত কোন গৌরবই থাকিতে পারে না। সে দারিদ্র্য-নিপীড়নে এতদূর নীচ স্বার্থপর হয় যে, তাহা দ্বারা জগতের কাহারও কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে না।

হতভাগ্য দরিদ্রের হৃদয়ে আত্মগৌরব থাকিতে পারে না ; সুতরাং পুরুষকার প্রভৃতিও অন্তর্হিতপ্রায় হয়। সে প্রায়ই তোষামোদকারী হয় ; ঘোর কপটী ও প্রতারক হয় ; সে যথার্থ কথা বলিতে ভীত হয় ; ন্যায্য কাজ করিতে শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত হয় ; সে কাহারও নিকট ন্যায়পরতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাহার ন্যায্য প্রাপ্য যাহা, তাহার জন্যও তাহাকে দীনভাবে করুণস্বরে ভিক্ষা করিতে হয়।

দরিদ্র ব্যক্তিরা স্বভাবতই হিংস্রস্বভাব হয় ; তাহারা মুখে যতই আনন্দ প্রকাশ করুক্ না কেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা অন্যের সুখে সুখী হয় না, অন্যের আনন্দে আনন্দিত হয় না ;

ফলতঃ হৃদয়ে কষ্ট বোধ করে। প্রত্যুত অন্যের পতনে তাহারা আনন্দ বোধ করে। কোন ক্ষমতাশালী বা ধনশালী ব্যক্তি দরিদ্র হইলে তাহারা হৃদয়ে যেন শান্তি অনুভব করে। অহো! তাহাদের হৃদয় কতই বিকৃত!

দরিদ্রের হৃদয়ে মনুষ্যোচিত কোন সুকুমার গুণ তিষ্ঠিতে পারে না।

দরিদ্রকে কেহ সমাদর করে না; পরন্তু সকলেই ঘৃণা করে। তাহাকে সহজে লোকে বিশ্বাস করিতে চাহে না; কেনই বা বিশ্বাস করিবে? যে চির-অভাব-গ্রস্ত, অভাবে যাহার অস্থিমজ্জা শুষ্ক হইয়াছে; তাহাকে কি কেহ কোন বস্তু রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ক্ষুধিত মার্জ্জারকে কে দুগ্ধরক্ষণে নিযুক্ত করিয়া থাকে?

অতএব ভাই, দারিদ্র্য কি ভয়ঙ্কর অবস্থা বুঝিয়া দেখ। এ অবস্থায় পতিত হইলে প্রায় মনুষ্যত্ব হারাইয়া থাকে; অমূল্য হৃদয়রত্নে বঞ্চিত হয়; সুতরাং তাহার কাছে সংসার বিষময়, সংসার অশেষ দুঃখযন্ত্রণার নিকেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ভাই, এই বিষম ভীষণ উৎকট দারিদ্র্য পাপের প্রধান মূল কি জান? আলস্য! আলস্য!! আলস্য!!!

হায়! এই বিপুল বিশ্বসংসারে ধনোপার্জ্জনের শত শত পন্থা বিদ্যমান থাকিতেও, যে দারিদ্র্য-দুঃখে অভাবগ্রস্ত হইয়া জীবন যাপন করে, তাহার তুল্য নির্ব্বোধ হতভাগ্য আর কে আছে?

সংসারে শরীর রক্ষার জন্য আমাদের অতি যৎসামান্য দ্রব্যের বা যৎসামান্য ধনের আবশ্যক। যে হতভাগ্য অক্ষুণ্ণশরীরধারী হইয়াও সেই যৎসামান্য অভাব পূরণেও সমর্থ না হইয়া অন্যের

গলগ্রহ হয়, সে উপযুক্ত শাস্তিই প্রাপ্ত হয়। ভাই, পরিশ্রমক্ষম দেহ প্রাপ্ত হইয়া কেন আমাদিগকে দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ?

"ধনোপার্জ্জনের পথ আপণে যাইবার পথের ন্যায় অতি সুগম" ইহা প্রকৃত কথা।

সংসারে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে সুখসচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তাহা অনেকে অবধারণ করিতে পারে না। তাহারা আপনাদের আত্মক্ষমতার বিষয় বুঝিতে সক্ষম না হইয়া ঠিক উপযোগী পন্থা অবধারণে ভ্রমে পতিত হয়।

ধনাগমের শত শত পন্থা আছে, এবং প্রত্যেক পথেই বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাইবে, তাহাতে নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হইও না। আন্তরিক যত্ন থাকিলে সকলেই আপন আপন উদ্দিষ্ট পথের চরমস্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়। সুযোগ অন্বেষণ কর। সাধ্যানুসারে নিজকাজ সাধন কর, সতত সতর্ক থাক, সর্ব্বক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন কর, যথাশক্তি পরিশ্রম কর, ন্যায়পথভ্রষ্ট হইও না, তাহা হইলে অভিলষিত গম্যস্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। জগতে কিছুই অসম্ভব নাই, কিছুই অসাধ্য নাই। অধ্যবসায়শীল পরিশ্রমীর নিকট পর্ব্বত মস্তক অবনত করে, সকল প্রকার বিঘ্নবাধা দূরে পলায়ন করে এবং সাক্ষাৎ অন্তরায়, অন্তরঙ্গরূপে পরিণত হয়।

সংসারপথে অনেক কণ্টক, অনেক বিপদ্ আছে সত্য; কিন্তু সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিয়া হতাশ হইও না। ঠিক উপযুক্ত পথ অবলম্বন করিতে পারিলে, ধনোপার্জ্জন করা এত সহজ হয়, যে তদ্রূপ সহজ কাজ আর কিছুই নাই। একান্ত যত্নশীল, পরিশ্রমী, পরিণামদর্শী ও মিতব্যয়ী হইলে যে কোন ব্যক্তি যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন

করিতে পারে; ইহার জন্য অত্যুজ্জ্বল অসাধারণ বুদ্ধি বা বিদ্যার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

পরন্তু পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা, সুব্যবস্থা, সময়ের সদ্ব্যবহার, এবং পরিণামদৃষ্টি এই গুলি যে কোন অভিলষিত-সাধনের অমোঘ উপায়। জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই যাহা ইহাদের সাহায্যে সাধিত হইতে না পারে।

"সাধনে সিদ্ধি।" এ কথাটী অমূল্য। কি বিদ্যা, কি ধন, সকলই পরিশ্রম-সাধ্য। পরিশ্রম স্পর্শমণিস্বরূপ; ইহার স্পর্শে কাষ্ঠ-প্রস্তর-মৃত্তিকাও সুবর্ণে পরিণত হয়। পরিশ্রমীর ঘরে দারিদ্র্য প্রবেশ করিতে পারে না। সুখৈশ্বর্য্য স্বয়ং তাহার করদ প্রজাস্বরূপ। ভাই, এ জগতে যিনি যাহা কিছু গুরুতর কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তৎসমস্ত হঠাৎ সিদ্ধ হয় নাই, পরন্তু তৎসাধনে অটল অধ্যবসায় ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছে। যে কাজ করিতে হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সম্পন্ন করা উচিত। আলস্য-জননী চির-কারিতাকে আশ্রয় দান করিও না।

যেখানে দীর্ঘসূত্রিতা সেইখানেই আলস্য; যেখানে আলস্য সেইখানেই অলক্ষ্মী; যেখানে অলক্ষ্মী, সেইখানেই দারিদ্র্য; যেখানে দারিদ্র্য, সেইখানেই অনন্ত দুঃখ।

অতএব ভাই, দীর্ঘসূত্রিতা পরিত্যাগ কর। উদ্যম ও অধ্যবসায়শীল হও।

দেখ ভাই, জগতে কত কত নিরক্ষর মূর্খ প্রচুর ধন সঞ্চয় করিতেছে। প্রত্যুত, যাহারা মূর্খ হয়, তাহাদের একটী বিশেষ

গুণ থাকে, সেই গুণের জন্যই তাহারা সহজে ধনী হইতে পারে ; সে গুণ—পরিশ্রম ও সরলতা।

ধনোপার্জ্জন করিতে হইলে পরিশ্রমশীল হইতে হইবে, অথচ সরল হইতে হইবে। যাহারা অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি ও কুটিল, তাহারা ধনী হইতে পারে না। আর যদিও কখনও ধনী হয়, কিন্তু দারিদ্র্য তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করে। অনেকে মনেকরে প্রতারণা ও চাতুরী ভিন্ন ধনসঞ্চয় করা যায় না ; পরন্তু এই সংস্কারই অনেকের দারিদ্র্যের মূল। যাহারা প্রতারক, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক, তাহারা কখনও ধনবান্ হইতে পারে না ; আর আপাততঃ পারিলেও, পরিণামে তাহাদিগকে ঘোর দারিদ্র্যদুঃখে পতিত হইয়া পাপের উপযুক্ত ফলভোগ করিয়া মরিতে হয়।

সংসার প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ হইয়াছে বটে ; কিন্তু ভাই, জগতে সেইজন্য এত মনঃকষ্ট ও এত দারিদ্র্যদুঃখ। সেইজন্য জগতে প্রায় সকলেই বলে, এ জগতে সুখ, শান্তি, তৃপ্তি নাই। অত্যন্ত লোভ করা ভাল নহে। যে এককালে হঠাৎ বড়মানুষ হইবার চেষ্টা করে, সে চিরদিন দরিদ্র থাকে। যদি কেহ অসদুপায় দ্বারা ধনসঞ্চয় করিতেও সমর্থ হয়, কিন্তু সে ধন দ্বারা তাহার কোন উপকার হয় না। ধন থাকিতেও সে দরিদ্র ; কেননা সে লোকের ঘৃণার্হ এবং নিজের বিবেক দ্বারা সতত তিরস্কৃত হয়। সে নিরন্তর অনুতাপে দগ্ধ হয়, তাহার নিজের মনই তাহাকে সতত বিষদংশনে জর্জ্জরিত করে।

ধনোপার্জ্জন করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ

ধর্ম্মসাধন করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য ও সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু ভাই, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" ধর্ম্মসাধন করিতে হইলেই শরীররক্ষা করা অগ্রে কর্ত্তব্য। আবার শরীর রক্ষা করিতে হইলেই অর্থের প্রয়োজন, সুতরাং অর্থ ধর্ম্মসাধনের বা মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্যের প্রধান সহায়স্বরূপ। অতএব অর্থোপার্জ্জন করা যে মানবের প্রধান কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভাই, ধনোপার্জ্জন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইলেও, তাহা যখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; ধর্ম্মসাধনই যখন মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উচ্ছেদসাধন করিয়া ধনোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে। কেবল সঞ্চয় করিবার জন্য যে সকল মূঢ়েরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এবং দয়া ও ন্যায়পরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া ধনোপার্জ্জন করে, তাহারা নিতান্ত আত্মবঞ্চিত পামর। একজন এম্ ডি ডাক্তার "লক্ষ টাকা সঞ্চয় না করিয়া সন্দেশ খাইব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। সে নিজের স্ত্রীর চিকিৎসা করিয়া শ্বশুরের নিকট ঔষধ ও ভিজিটের টাকা আদায় করিয়াছিল, এবং পুরোহিত-পত্নী প্রসব-বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইলে পুরোহিত তাহাকে ডাকিতে গেলে, সে বিনা ভিজিটে যাইতে স্বীকার করে নাই। এতদ্রূপ শত শত হৃদয়হীনতাসূচক ব্যবহারের জন্য স্বদেশস্থ ব্যক্তিরা ডাক্তার মহাশয়ের বাপান্ত না করিয়া জলগ্রহণ করে না। সে এরূপ কৃপণ ও দয়াধর্ম্মবর্জ্জিত, যে কেহ তাহার নামোল্লেখ করিলে সকলে মনে করে "অদ্য অন্ন জুটিবে না।" এরূপ পাপাত্মা পুণ্যজনের অনুকরণ করিয়া ধনোপার্জ্জন করা

বিধেয় নহে ; কেননা তাহার মত ধনবান্ হওয়া অপেক্ষা দরিদ্র থাকা ভাল। আত্মবঞ্চক কৃপণগণের ধন পরিণামে উচ্ছৃঙ্খল উত্তরাধিকারীর হস্তে অত্যন্ত অপব্যয়িত হইয়া থাকে। কৃপণের ধনের ইহাই অব্যর্থ পরিণাম।

অধুনা ধনাগমের প্রধানতঃ তিনটী উপায় যথা :—ব্যবসা, কৃষি ও পশুপালন, এবং চাকুরি। এই তিনের মধ্যে চাকুরি নিকৃষ্ট এবং ব্যবসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নির্দ্দিষ্ট বেতনে চাকুরি করিয়া কাহাকেও প্রায় ধনবান্ হইতে দেখা যায় না। কেবল কৃষিকার্য্য অবলম্বনেও বিশেষ ধনশালী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অত্যল্প মাত্র অতি যৎসামান্য মূলধন লইয়াও, পশুপালন ও ব্যবসাতে বিশিষ্ট ধনশালী হওয়া যাইতে পারে। কৃষির সহিত পশুপালন একত্র হইলে অত্যল্প দিনের মধ্যেই বিপুল ধনসঞ্চয় করা যায়। ব্যবসায়ীর গুটিকত গুণ থাকিলেই সে যে কোন ব্যবসাতে হউক প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীর পক্ষে ;—

(১) অবিশ্রান্ত পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শীল হওয়া আবশ্যক।

(২) মিতব্যয়ী হওয়া আবশ্যক।

(৩) বৃথা অভিমান ত্যাগ করিয়া বিনয়ী ও সরল হওয়া আবশ্যক।

(৪) "কাহাকেও ঠকাইব না" এই মহামন্ত্র সর্ব্বদা অন্তরে জপনা করা আবশ্যক।

(৫) "আবশ্যক হইলে সত্য বা মন্ত্র গোপন রাখিব—কিন্তু মিথ্যা কথা কদাপি বলিব না" এই সঙ্কল্প সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

ভাই, স্মরণ রাখিও, পরিশ্রমীর গৃহে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পারে না।

একটী পয়সাও ব্যয় করিবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবে, তাহা বৃথা ব্যয় করিতেছ কি না। একটী পয়সা সামান্য হই-লেও, তাহা টাকার অংশবিশেষ; সুতরাং সামান্য বলিয়া যদি পয়সাগুলি বৃথা ব্যয় কর, তাহা হইলে তুমি কখনও টাকা সঞ্চয় করিতে পারিবে না। Take care of the pennies and pounds will take care of themselves. পয়সাগুলির প্রতি যত্ন কর, তাহা হইলে টাকার প্রতি যত্ন করা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু আবার ইহার ঠিক্ বিপরীত পন্থাও অবলম্বন করা উচিত নহে। অনেকে এক পয়সার জন্য লাঠালাঠি করে, কিন্তু শত শত টাকা বৃথা উড়াইয়া দেয়। ইহাদিগকে Penny-wise and pound-foolish বলে। অনেকে দরিদ্র অন্ধ ভিক্ষুককে একটী পয়সা দিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু নারকীয় উদ্যান-সমজে * (Garden-party) অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকে।

রূঢ়ভাষী অবিনীত ব্যক্তি ব্যবসাতে কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ভাই, ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময় অনেক বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে বিরক্ত হইলে চলিবে না। ব্যবসায়ীর পক্ষে অসীম ধৈর্য্যগুণ আবশ্যক। অকারণে বা অতি সামান্য কারণে অনেকে তোমাকে প্রতারক, জুয়াচোর বা মিথ্যাবাদী বলিয়া সন্দেহ করিবে এবং হয়ত ধৃষ্টতাপ্রযুক্ত সে সন্দেহ ব্যক্ত করিবে। তাহাতে তুমি ক্রুদ্ধ হইবে না। তুমি সত্য কথা বলিলেও অনেকে তাহা মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করিবে, তাহাতেও তুমি

* এখানে 'সমাজ' কথার পরিবর্ত্তে 'সমজ' কথা ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য অভিধান দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

ক্রুদ্ধ হইবে না। যে সত্যবাদী, যে অন্যকে কথনও প্রতারিত করে না, তাহার অন্তঃকরণ অতুল গৌরবে বা গর্ব্বে পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু ভাই, সেই গর্ব্ব প্রকাশ করিলেই দূষণীয় হয়; সেই গর্ব্ব থাকা নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু তাহা কদাপি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। এই ধৈর্য্যের ফলস্বরূপে দেখিবে যে, শত সহস্র ব্যক্তি তোমাকে শ্রদ্ধা করিবে। ভাই, সদম্ভে নিজমুখে নিজ গুণের গৌরব করিয়া রূঢ়ত্ব ও মূঢ়ত্ব প্রদর্শন করিও না। ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে তোমার গৌরব অচিরেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

অধুনা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ভাই, কেহই প্রতারিত হইতে চায় না। অতএব "কাহাকেও ঠকাইব না" এই মন্ত্রে যাহারা দীক্ষিত, তাহাদের উন্নতিলাভের পক্ষে এই ঘোর কলিকাল যেমন প্রশস্ত, সত্যযুগ তদ্রূপ প্রশস্ত নহে। এই রহস্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, সংসারে যতই মিথ্যাপ্রবঞ্চনার বৃদ্ধি হইবে, সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণের পক্ষে সংসারোন্নতি লাভের পথ ততই প্রশস্ত হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিও Honesty is the best policy.

ভাই, ব্যবসায়ির পক্ষে অনেক সময় সত্য গোপন করা আবশ্যক হয়; থরিদদারের নিকট থরিদ দর প্রকাশ করা আবশ্যক নহে। বরং তাহা গোপন রাখাই আবশ্যক। কিন্তু যে নির্দ্দিষ্ট লাভ রাখিয়া যে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিবে, সেই মূল্য ঠিক্ প্রকাশ করিবে, কপর্দ্দক মাত্র ন্যূনাধিক বলিবে না। অনেক সময় ব্যবসায়ীর পক্ষে, অধিক লোকসানের হাত এড়াইবার জন্য, অল্প লোকসান করিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করা আবশ্যক হয়; সে

সময় তুমি যদি শপথ করিয়া বল যে, আমি লোকসান করিয়া বিক্রয় করিতেছি, তাহাতেও কেহ বিশ্বাস করিবে না; অপিচ তোমাকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক মনে করিবে। সেইজন্যই খরিদ-দারের নিকট প্রকৃত খরিদ-মূল্য কদাপি ব্যক্ত করা উচিত নহে। ভাই, আর একটী কথা বলিয়া রাখি, তুমি যেন কখনও শপথ করিও না। জানিও, যাহারা মিথ্যাবাদী তাহারাই শপথ করিয়া থাকে। এবং যে শপথ করে, তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিও। তুমি সত্যকথা বলিলে যদি কেহ বিশ্বাস না করে, তবে তাহাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য কখনও শপথ করিও না। অধিক কি, সত্য কথায় বিশ্বাস করাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস গ্রহণ করাও দূষণীয়। সত্যের এমনই মহিমা যে, অবিশ্বাস কারী এক সময় না এক সময় তোমাকে সত্যবাদী বলিয়া জানিতে পারিয়া তোমার পদানত হইবে। ব্যবসা-সম্বন্ধীয় সঙ্কল্প বা কার্য্যপ্রণালী অনেক সময় গোপন রাখা আবশ্যক। "মনসা চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞো বচসা ন প্রকাশয়েৎ।" ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক। ইহারই নাম "মন্ত্রগুপ্তি।" এবং সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, বিশ্বাসই ব্যবসায়ের জীবন, আর সত্যনিষ্ঠাই সেই বিশ্বাসের জননী।

ভাই, আমি ইচ্ছা করি, তুমি সংসারপ্রবিষ্ট হইয়া প্রথম হইতেই ব্যবসাতে নিযুক্ত হইবে; কিন্তু যদি তাহা ঘটিয়া না উঠে, যদি তোমাকে চাকুরি করিতে হয়, তবে এই কথাগুলি স্মরণ রাখিবে।—

১। "চাকুরি করিয়া কেহ কখনও বড়লোক হইতে পারে না, সুতরাং আমাকে কোন সুযোগে চাকুরি পরিত্যাগ করিতে

হইবে। চাকুরি আমার জীবনের উদ্দিষ্ট গম্য পথ নহে। কোন রূপে ব্যবসাশিক্ষা বা ব্যবসায়ের পুঁজি সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমাকে যে কোন ব্যবসাতে নিযুক্ত হইতে হইবে।" এইরূপ স্থিরতর সঙ্কল্প করিয়াই চাকুরি করিতে নিযুক্ত হইবে।

২। নিজের অভিরুচি ও ক্ষমতার বিষয় বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতে কোন্ ব্যবসায়ে জীবন অতিবাহিত করিবে, তাহা অগ্রে স্থির করিয়া সেই ব্যবসায় সম্যক্ শিক্ষা করিবার জন্য তদ্ব্যবসায়ী কোন ব্যক্তির অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিবে। জীবনের গম্য পথ অগ্রেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবে, এবং সেই পথে যাহাতে ক্রমশঃ উন্নতির সহিত অগ্রসর হইতে পার, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিবে। যাহা শিখিবে, তাহা ভালরূপেই শিখিবে, যাহারা, জীবনের কোন্ পথে যাইবে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য স্থির করিতে না পারে, তাহারা কর্ণবিহীন নৌকার ন্যায় সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং অদৃষ্টের উপর দোষখ্যাপন করিয়া থাকে। ভাই, তুমি যেন এরূপে অদৃষ্টচক্রে ভ্রামিত হইও না। Keep one consistent plan from end to end. বরাবর একটী উচ্চপথে লক্ষ্য রাখিবে। স্মরণ রাখিও, ঐকান্তিক যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে যে কার্য্য সাধন করা যায় না, এমন কাজ সংসারে কিছুই নাই।

৩। সর্ব্বদা মনে রাখিও "চাকুরী করিব বটে, কিন্তু কখনও কাহারও 'চাকর বা গোলাম' হইব না।" ভাই, তোমার যে নিয়োগা বা মণিব, তাহার অবস্থা তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও সে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব নহে। বিক্রেতার সহিত ক্রেতার যে সম্বন্ধ, চাকরের সহিত মণিবেরও তত্তুল্য সম্বন্ধ।

অতএব তুমি যেমন বেতনের জন্য মণিবের নিকট বাধ্য, মণিবও তোমার কার্য্যের জন্য তোমার নিকট তেমনই বাধ্য। তবে তোমার মণিব ব্যবসাদার; তোমার মণিব কিছু লাভের জন্যই তোমাকে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; সুতরাং তুমি যে পরিমাণে বেতন গ্রহণ করিবে, মণিব যাহাতে তোমার কার্য্যে তদপেক্ষা কিছু অধিক পান অর্থাৎ কিছু লাভবান্ হন, তদ্বিষয়ে তোমার যত্ন করা কর্ত্তব্য, এবং তদ্রূপ যত্ন করিলে তুমি মণিবের নিকট যে পরিমাণে বাধ্য হইবে, মণিবও তোমার নিকট তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাধ্য হইবেন। কেননা প্রকৃতপ্রস্তাবে মণিব তোমারই কার্য্য দ্বারা লাভবান্ হইতেছেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় মণিবকে অধিক সম্মান করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু চিরাগত পদ্ধতি অনুসারে সকলেই যখন মণিবকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে, তখন অবশ্য তুমিও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবে। মণিব যদি সহৃদয় হন, তিনিও অবশ্য তোমার কার্য্যের জন্য তোমাকে সবিশেষ স্নেহ করিবেন। যদি তুমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনও ত্রুটি না কর, যদি তুমি কখনও মণিবের ক্ষতি না কর, তবে তুমি মণিবকে বাঘভালুক স্বরূপে কেন ভয় করিবে? কেনই বা তুমি তাঁহার চাটুকার 'গোলাম বা চাকর' হইবে? যে মণিবের কার্য্যে ত্রুটি করে, মণিবকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে, সে অবশ্যই মণিবকে ভয় করিবে এবং প্রকৃত-প্রস্তাবে সে মণিবের 'গোলাম বা চাকর' হইবে। অধুনা মনুষ্যের কর্ত্তব্যজ্ঞানের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে; কিসে ফাঁকিদিয়া কিছু উপার্জ্জন করা যায়, এই চেষ্টাই অধিকাংশ ব্যক্তির; সুতরাং সেই জন্যই এক্ষণে "চাকর বা গোলামের দল" অত্যন্ত অধিক।

ভাই, যাহার আত্মমর্য্যাদা আছে, সে কখনও কর্ত্তব্যপালনে ক্রটি করে না; সুতরাং সে কখনই কাহারও 'চাকর বা গোলাম' হয় না। সে চাকুরি করিলেও স্বাধীন! তুমি যদি কখনও চাকুরি কর, তবে স্বাধীনভাবেই চাকুরি করিবে। কখনও মনে করিও না "আমি অন্যের কাজ করিতেছি" সর্ব্বদা মনে করিবে "আমি নিজেরই কাজ করিতেছি।" "আমি যে পরিমাণে কার্য্য করিতেছি,—আমার কার্য্যে মণিব যে পরিমাণে লাভবান হইতেছেন, তাহার তুলনায় আমার বেতন অতি যৎসামান্য।" এরূপ মনে করিয়া যদি তুমি মণিবের হিংসা কর, তাহা হইলে তুমি জানিবে, তোমার মন প্রকৃতই 'চাকর বা গোলামের' মন হইয়াছে! তখন তোমার স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছে, ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে! ভাই, তোমাকে যখন একদিন স্বাধীন ব্যবসায়ী হইতে হইবে, তখন তোমার পক্ষ কাজের লোক হওয়াই আবশ্যক। আর মনে রাখিও যে, সেই জন্যই তুমি প্রাণপণে কার্য্যশিক্ষা করিতেছ, চাকুরির অবস্থা প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাধীনকার্য্যের শিক্ষাবস্থামাত্র। এই শিক্ষাবস্থায় যাহা কিছু পাও তাহা অনুগ্রহপ্রাপ্ত মনে করিতেও পার। যখন স্বয়ং স্বাধীন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবে, তখনই কার্য্যের প্রকৃত পুরস্কার লাভ করিতে পারিবে, তখন আবার কতজন তোমার নিকট যৎসামান্য বেতন লইয়া অনেক লাভের কার্য্য করিয়া দিবে, সুতরাং তখন তুমি শিক্ষাবস্থার কার্য্যের জন্য তাহার বহুগুণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

৪। সংসারে যখন কার্য্যের অভাব নাই, স্থানের অভাব নাই, ব্যক্তিরও অভাব নাই, তখন কোন কার্য্যে বা কোন স্থানে

বিশেষ অসুবিধা বা মনঃকষ্ট দেখিলেই সে কার্য্য ও সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তর ও স্থানান্তর আশ্রয় করিবে। হৃদয়হীন কোন পামরের অধীনতা স্বীকার করিয়া চাকুরি করিবে না। যে প্রকৃত গুণগ্রাহী নহে,—যে মূঢ় অযথা-প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে ভালবাসে, তাহার অধীন হইয়া কখনও চাকুরি করিবে না। যে লঘুপাপে গুরুদণ্ড প্রদান করে, সামান্য ত্রুটির জন্য যে অপমানিত করিয়া অন্তঃকরণ আহত করে, যে গুণদর্শী নহে, পরন্তু ছিদ্রান্বেষণ-তৎপর, সে ক্ষুদ্রচেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া কখনও চাকুরি করিবে না।

আত্মনির্ভর।

ভাই, এ সংসারে নিজের চেষ্টা ব্যতীত, নিজের উদ্যোগ ব্যতীত, নিজের অধ্যবসায় ব্যতীত কিছুই সাধিত হইবে না। অন্যে তোমার কি করিবে? যিনি যাহা করিবার করিয়াছেন; মাতা নিরুপায় বাল্যকালে স্তন্য দ্বারা প্রতিপালন করিয়াছেন; পিতা কত যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন; তাঁহাদের কার্য্য ফুরাইয়াছে; অতঃপর তুমি আপনার উপকার আপনি করিবে। সময়স্রোত সমভাবেই বহিতেছে, বহিয়াছে, চিরকাল বহিবে। তাহাকে তোমার অনুকূলে প্রবাহিত করিতে হইলে, তোমাকেই চেষ্টারূপ বাদাম তুলিতে হইবে।

সংসারে প্রায় সকলেই আপনার জন্য ব্যতিব্যস্ত; সকলেই আপন দুঃখে দুঃখী, আপন সুখে সুখী। ভাই, কে তোমার মুখের দিকে তাকাইবে? কে তোমার সুখে সুখী হইবে? কে তোমার দুঃখে দুঃখিত হইবে? কে তোমার ম্লান মুখ নিরীক্ষণ করিবে?

তাই, শত শত সহস্র সহস্র কোটি কোটি পন্থা সম্মুখে বিরাজিত; ইচ্ছামত পথে গমন করিবে; পথভ্রষ্ট হইও না; প্রত্যেক পন্থাই সুখের; যে কোন কাজ করিতে হয় করিবে; কর্ম্মক্ষেত্রে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কাজ করিবে।

কত বিঘ্ন—কত বাধা—কত অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইবে, কত বিভীষিকায় পতিত হইতে হইবে, কত মরুভূমিতে পতিত হইয়া শুষ্ককণ্ঠ হইতে হইবে; কিন্তু অভেদ্য-অক্ষয়-কবচ-ধারী অবিচলিত বীরের ন্যায় এ সংসার-রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইতে হইবে; অন্তঃকরণকে অগ্রে নৈরাশ-সহিষ্ণু করিতে হইবে; শরীরকে ক্লেশসহিষ্ণু করিতে হইবে।

ভাই, এ সংসারে জীবনের মধ্যে কত সময় কত জনের নিকট হতাদর ও অপমানিত হইতে হইবে, কত জনের নিন্দার ভাজন হইতে হইবে, কত জনের নিকট কত স্থানে হতাশ হইতে হইবে, কত আশায় বঞ্চিত হইতে হইবে, কত কল্পনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইবে, কত অভাবনীয় প্রতিকূল ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইবে, সে সমস্ত অটল অচলের ন্যায়—সর্ব্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় সহ্য করিতে হইবে !!

ভাই, এ জগতে সকলেই স্বার্থপর। তবে স্বার্থ দুই প্রকার;—নীচ স্বার্থ এবং উচ্চ স্বার্থ। যাহারা কেবল আপনার ও আপনার পরিবারের সামান্য সুখসাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য বিব্রত, সে জন্য যাহারা অন্যের ক্ষতি করিতেও কুণ্ঠিত নহে, সেই সঙ্কীর্ণহৃদয় নীচাশয়দিগকে নীচ-স্বার্থপর বলা যায়। আর যাঁহারা পরোপকারী—পরের সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্য বিব্রত এবং তজ্জন্য আপনাদের সামান্য সুখসাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন করিতেও যত্নশীল, সেই স্বর্গীয়

আত্মপ্রসাদভোগী দয়ালু পরোপকারী মহাত্মাদিগকে উচ্চ স্বার্থপর বলা যায়। তাঁহারা প্রত্যুপকারের প্রার্থী নহেন, অন্যের উপকার করাই তাঁহাদের অন্তঃকরণের স্বতঃপ্রবণতা; অন্যের উপকার করিয়া তাঁহারা পরম তৃপ্তি বা আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করেন। তাই, অন্যের উপকার করাই যে সকল মহাত্মার স্বতঃপ্রবৃত্তি বা স্বার্থ তাঁহাদিগের কোন উপকার না করিলেও বা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না থাকিলেও তাঁহারা তোমার উপকার করিতে পারেন বটে; কিন্তু ভাই, এরূপ মহাত্মা জগতে অতি দুর্লভ; তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; বিশেষতঃ অনেক সময় তাঁহারাও নিতান্ত উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইয়া তাঁহাদের সেই স্বতঃপ্রবৃত্তিকেও সঙ্কুচিত করেন।

বিশেষতঃ সকল সময় মনুষ্যের একটী প্রবৃত্তি প্রবল থাকিতে পারে না। এই তুমুল পরিবর্ত্তনশীল জগতে কাহারও মন নিয়ত প্রসন্ন থাকিতে পারে না। কাহারও অবস্থা অটল থাকে না। কত জনের কত বিপদ্ রহিয়াছে। এই বিপৎসঙ্কুল সংসারে সর্ব্বক্ষণ কাহারও অন্তর প্রফুল্ল থাকিতে পারে না, আর অন্তঃকরণ প্রসন্ন না থাকিলেও তাহাতে পরোপকারপ্রবৃত্তিও প্রায় থাকিতে পারে না। অতএব ভাই, যদি তুমি কাহাকেও পরোপকারপরায়ণ বলিয়া জান, তাঁহারও উপর তুমি সর্ব্বক্ষণ একান্ত নির্ভর করিতে পার না; তদ্রূপ নির্ভর করাও উচিত নহে; কেননা আশায় বঞ্চিত হইলে হৃদয়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইবে। আর আশায় বঞ্চিত হওয়াও বিচিত্র নহে; মানুষের সকলই অস্থির, সকলই অনিশ্চিত।

অতএব জগতে আত্মসংযম নিতান্ত প্রয়োজনীয়; পহন

সংসার-প্রান্তরে প্রতিনিয়ত বিকট নৈরাশ-দস্যুর সম্মুখীন হইতে হইবে। কত সময় সে উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়, সন্তোষ প্রভৃতি হৃদয়ের অমূল্য রত্ন কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিবে, কত সময় হৃদয়কে নিপীড়িত, নীরস ও বিশীর্ণ করিতে চেষ্টা করিবে। অত-এব সাবধান, পুরুষোচিত সাহসে আত্মনির্ভর করিয়া সর্ব্বক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিবে। ভাই, আত্মমনের উপর যাঁহার আধিপত্য আছে, তিনিই প্রকৃত শৌর্য্যশালী, তিনিই প্রকৃত বিক্রান্ত কেশরী, তিনিই প্রকৃত সার্ব্বভৌম সম্রাট্! সংসারে তাঁহার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। সংসার তাঁহার করস্থ লীলা-পুত্তলি।

ভাই, ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যমাত্রেই আত্মসুখা-ভিলাষী ও স্বার্থপর। সকলেরই অভাব আছে, এবং সকলেই স্বস্ব অভাব পূরণে ব্যতিব্যস্ত। তজ্জন্য সকলেই সময়ানুসারে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে।

অতএব তুমি যদি অন্যের নিকট কোন উপকারের প্রার্থী হও, তবে অগ্রে তুমি তাহাকে কোন প্রকারে উপকৃত কর, কোন কৌশলে তাহাকে বাধিত কর, অথবা তোমা দ্বারা কোন সময়ে যে তাহার উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহা কোনরূপে তাহার হৃদয়ঙ্গম করাও; নতুবা কেহ তোমার উপকার করিতে বাধ্য নহে; সুতরাং কেহ তোমার উপকার না করিলে, তুমি তাহার উপর ক্রোধ করিতে পার না এবং তাহার নিন্দা করিতেও পার না। বরং সে সময় তোমার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, তোমা দ্বারা তাহার কোন উপকার হইয়াছে কি না? তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ আত্ম-দোষ বা স্বীয় ত্রুটী দেখিতে পাইবে এবং উপকার-প্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত

হইলে অন্যকে নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি তোমার অন্তর হইতে অন্তরিত হইবে।

ভাই, সকলকে মিষ্ট ও প্রিয় সম্ভাষণ করিবে, তাহা হইলে তুমি সকলেরই প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে; কিন্তু যার তার কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিও না। মৌখিক বন্ধুত্ব অনেকের সহিত হইবে, কিন্তু প্রকৃত বন্ধুত্ব জগতে অতি দুর্লভ।

ভাই, কাহারও নিকট উপকারের আশা করিও না; তুমি বিপদে পড়িলে বা অভাবগ্রস্ত হইলে, অনেকে হয়ত মৌখিক বাক্যদ্বারা তোমাকে সহানুভূতি দেখাইবে, তাহাতে যেন তুমি বিমুগ্ধ হইয়া উপকার প্রার্থনা করিও না; কেননা সে উপকার পাইবে না; প্রত্যুত উপকার প্রার্থনা করিলে ঘৃণার পাত্র হইবে।

ভাই, মনে রাখিও, যদি কেহ তোমাকে স্পষ্টতঃ ঘৃণা না করে, তাহা হইলেই সে তোমাকে যথেষ্ট উপকারপাশে বদ্ধ করিল, তাহার নিকট আর অধিক উপকারের প্রত্যাশা করিও না। এই স্বার্থপর বিদ্বেষপূর্ণ জগতে সাধারণ মানুষের নিকট যে অধিক আশা করে, সে নিশ্চয় ঘোর বিড়ম্বনায় পতিত হইয়া অস্থির হয়।

তাই ভাই, পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, ইহ জগতে পুরুষের পক্ষে পুরুষকারই একমাত্র অবলম্ব্য, একমাত্র সহায় সম্বল। সেই পুরুষকার তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না। স্বাবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া কদাপি পরমুখাপেক্ষী হইও না। পুরুষকারই প্রকৃত স্বাধীনতা, আর স্বাধীনতাই যথার্থ সুখপ্রদ অমৃত স্বরূপ।

তুমি নিজের গরজ যত অধিক পরিমাণে অন্যের নিকট ব্যক্ত

করিবে, অন্যে তোমার প্রতি তত সন্দিগ্ধচিত্ত হইবে; সুতরাং তোমার মনোরথসিদ্ধি তত কঠিন হইয়া উঠিবে।

অন্যের দ্বারা কোন প্রয়োজন সাধন করাইতে হইলে, তৎসাধনে যে তাহারও স্বার্থ আছে, এইটী তাহাকে স্পষ্টতর রূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে; তোমার যে অতিশয় উপকার হইবে, এবং তাহা সাধিত না হইলে তোমার যে সবিশেষ অপকার ও ক্ষতি হইবে, ইত্যাদি যুক্তি প্রদর্শন করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। স্বার্থ না থাকিলে কেহ কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না; তোমার উপকার হইবে বলিয়া কেহ কিছু করিবে না; তাহার তাহাতে কি উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, অগ্রে তাহাকে দেখাও, তবে তাহার নিকট উপকারপ্রাপ্তির আশা করিও। এইগুলি সাংসারিক অতি নিগূঢ় রহস্য, এই রহস্য না জানাতে সংসারে অনেকেই দিশেহারা হয়।

অন্যের সাহায্যে নিজের কতদূর উপকার হইবে, সেই বিষয়েই সকলে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া থাকে; কিন্তু অন্যের তাহাতে যে কি লাভ হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখে না; সেইজন্যই লোকে অহরহঃ অন্যের নিকট উপকারপ্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত হইলেই অন্যের নিন্দা করিয়া থাকে।

জগতে সকলেরই অভাব আছে; সকলেই স্বস্ব অভাব পূরণে ব্যতিব্যস্ত; সুতরাং নিজের কোনরূপ অভাব-পূরণের আশা ব্যতীত কে কোথায় পরের উপকার করিয়া থাকে?

অবশ্য, জগতে সকলেই যে নীচ স্বার্থপর, তাহা নহে; জগতে উচ্চ স্বার্থপর অতি মহান্ ব্যক্তিও বিদ্যমান্ আছেন। কিন্তু তদ্রূপ ব্যক্তি অতি দুর্লভ; সুতরাং আমরা তৎপ্রতীক্ষার

থাকিতে পারি না ; থাকাও উচিত নহে। অতএব ভাই, অন্যের সাহায্যে কোন প্রকার স্বীয়স্বার্থ সাধন করিতে হইলে, অগ্রে অন্যের স্বার্থ চিন্তা করিয়া দেখ।

ভাই, যখন তোমার সাংসারিক অবস্থা ভাল হইবে, যখন তোমার বিশেষ কোন অভাব বা অপ্রতুল থাকিবে না, অন্যের সাহায্য যখন তোমার তাদৃশ প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না, তখন অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমার সাহায্য করিতে উদ্যত হইবে। অধিক কি, তোমার সাহায্য করিতে পারিলে অনেকে আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিবে। কিন্তু ভাই, তোমার প্রকৃত হীনাবস্থার সময়—প্রকৃত অভাবের সময়, কেহই তোমাকে সাহায্য করিতে চাহিবে না। অন্যের সাহায্য যখন তোমার নিতান্ত আবশ্যক হইবে, তখন তুমি যাচ্ঞা করিলেও কেহ তোমাকে সে সাহায্য প্রদান করিবে না; যদিও কেহ করে, তবে সে তোমাকে তাহার ক্রীতদাস মনে করিবে ; সুতরাং এরূপ অবস্থায় তোমার অন্তঃকরণ ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা ; কেননা যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের বাধ্য ও অন্যের মুখাপেক্ষী হয়, তাহার অন্তঃকরণ সেই পরিমাণে নীচ হইয়া যায় ; আর নীচ মনে প্রকৃত পুরুষোচিত উৎসাহ, স্বাধীন-চিন্তাশীলতা ও প্রফুল্লতা থাকিতে পারে না।

স্বতন্ত্রতা ও স্বাবলম্বন প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষেই অতুল আনন্দের বিধায়ক। অতএব ভাই, কাহারও উপর একান্ত নির্ভর করিও না। অন্যের অন্নে প্রতিপালিত যারা, অন্যের উপার্জ্জিত অর্থে লালিত যারা, অন্যের প্রসাদভোগী যারা, বা অন্যের গলগ্রহ যারা, তারা প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে সমর্থ

হয় না। মনুষ্যহৃদয়ের প্রকৃত মহত্ত্ব ও গৌরব তারা হৃদয়ঙ্গম করিতেও পারে না। তাহারাই প্রকৃত কাপুরুষ, তাহারাই প্রকৃত হতভাগ্য। তাহারা যতই বাহ্য আড়ম্বর উপভোগ করুক না কেন, তবু তারা নীচ কুক্কুরাধম।

প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে, সে বিষয়ে অনেকেরই জ্ঞান নাই। অনেকে মনে করে, আমরা বিদেশীয় রাজার অধীন হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। এই সংস্কারবশতঃ অনেকে স্বাধীনতা—স্বাধীনতা করিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। অনেকে পিঞ্জরবদ্ধ শুক, নিগড়বদ্ধ হস্তী ও রজ্জুবদ্ধ হরিণের গল্পের অবতারণা করিয়া সেই স্বাধীনতা লোপের জন্য অনেক কাঁদুনি গাইয়াছে। কিন্তু ভাই, জানিও, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা; ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই জাতীয় স্বাধীনতার জননী। আমরা বিদেশীয় রাজার অধীন হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা হারাইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বৃদ্ধিই হইয়াছে। হিন্দুরাজত্বে যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল না, আমরা ইংরাজরাজত্বে সে স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছি। বর্ত্তমান রাজত্বে আমরা বিস্তর কুসংস্কারের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছি। আমাদের স্বাধীন চিন্তাশীলতা ভূরিপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইংরাজের উদাহরণ দেখিয়া কোথায় আমরা স্বাবলম্বন শিক্ষা করিব; কোথায় আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গুণগৌরব হৃদয়ঙ্গম করিব, তাহা না করিয়া আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাইতেই বিব্রত!—আমরা গোলামী করিতেই লালায়িত। ভাই, বাঙ্গালীরা ও উড়িয়ারা গোলামী অত্যন্ত ভালবাসে; ভারতীয় অন্যান্য জাতিরা গোলামী ভালবাসে না—তাহারা

গোলামী শিক্ষাও করে নাই। খোট্টা, মাড়য়ারী, তৈলঙ্গী, পারসী প্রভৃতি অধিকাংশ জাতিই ইংরাজের ন্যায় ব্যবসা-প্রিয়। সকল জাতিই ইংরাজরাজত্বে ব্যবসায়ের উন্নতি করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালীরা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ—কায়স্থ—বৈদ্য প্রভৃতি 'ভদ্র' আখ্যাধারী 'বাবুরা' গোলামী করিতে বড়ই পটু ; অথচ তাহারা স্বাধীনতা—স্বাধীনতা—স্বাধীনতা করিয়া চীৎকার করিতেও বড়ই পটু! তাহাদের এই "স্বাধীনতা" শব্দের কোন অর্থ নাই ; ইহা নিরর্থক, পণ্ড ও ক্লীব।

ভাই, জানিও, যে পাপের অধীন নহে,—যে আলস্য ও কুপ্রবৃত্তিনিচয়ের অধীন নহে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত স্বাধীন। যে সংসারে অন্যের মুখাপেক্ষী ও অন্যের গলগ্রহ না হইয়া—আত্মনির্ভর করিয়া—স্বীয় পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া চলে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত স্বাধীন।

যে প্রকৃত স্বাধীনচেতা,—যে হৃদয়ের প্রকৃত গৌরবে গৌরবান্বিত, সে দরিদ্র হইলেও মহান্ ও মহাত্মা পদবাচ্য।

ভাই, যাহারা অন্যের নিঃস্বার্থ পরোপকারের উপর নির্ভর করে, তাহারা প্রায়ই হতাশ হয় এবং হৃদয়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু যে অপদার্থ কাপুরুষ পুনঃ পুনঃ সেই আঘাত সহ্য করিয়াও তাহার গূঢ় রহস্যোদ্ভেদে অসমর্থ হয় এবং পরিশেষে নিয়ত হৃদয়কে তদ্রূপ আঘাত-সহিষ্ণু করে, তাহার অন্তরে আর পুরুষকার থাকে না, আত্মমর্য্যাদা থাকে না, সে জগতের ঘৃণার্হ হয়।

তাই বলি ভাই, পার্য্যমাণে অন্যের সাহায্যাপেক্ষী হইও না। নিতান্ত অভাবে পড়িলে, কেবল আত্মপুরুষকারের উপরই নির্ভর

করিবে। জগতে পুরুষকারই একমাত্র প্রধান অবলম্ব্য, পুরুষকারই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায়।

ভাই, যখন আলস্য আসিয়া তোমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে প্রবৃত্ত করাইবে, তখনই তুমি পুরুষকারকে আহ্বান করিয়া মনে মনে সদর্পে বলিবে ;—

"কিঃ!—আমি—স্বাধীন জীব, হস্তপদাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট পরিশ্রমক্ষম অক্ষুণ্ণ শরীর লইয়া এই সুবিশাল জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সহস্র দিকে সহস্র পন্থা বিরাজিত রহিয়াছে, জীবন রক্ষার জন্য শত শত উপায় রহিয়াছে, মনের সন্তোষ ও শান্তি বিধান জন্য লক্ষ লক্ষ উপায় রহিয়াছে, ইহাতেও আমি অন্যের মুখাপেক্ষী হইব?" হা ধিক্!

এ সংসারে শরীর ও মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি; শারীরিক স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতি একমাত্র আবশ্যক; শরীর রক্ষার জন্য জগতে অতি যৎসামান্য দ্রব্যের প্রয়োজন; আর মনের উন্নতি-সাধন আমার নিজরই ইচ্ছাধীন। অন্যে বড় মানুষ থাকে থাকুক্, অন্যে ভাগ্যবান্ থাকে থাকুক, আমি তার মুখাপেক্ষী কেন হইব? এই দগ্ধোদর পরিপূরণ করিতে কেন তার দ্বারস্থ হইব? কেন তার উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর হইব? কেন আমি তুচ্ছ মূল্যে অন্যের নিকট আমার অমূল্য হৃদয়রত্ন বিক্রয় করিব?

না—না—না, তাহা কখনই হইবে না! নিজ পদের উপর ভর দিয়া চলিব; অন্যের দাসবৃত্তি স্বীকার করিব না; কোন পামরের মুখভঙ্গী সহ্য করিব না; পুরুষকার পরিত্যাগ করিয়া কাপুরুষ হইব না।

যে যত বড় ধনশালী হউক্, সে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজীব নহে,

সে স্বর্গের দেবতা নহে, হয়ত সে আমা অপেক্ষাও শতগুণে নীচ, হয়ত সে মূর্ত্তিমান্ পাপ পিশাচ, তার সাহায্যে আমার কি হইবে? সে আমায় রাজত্ব প্রদান করিলেও তার কাছে আমার হৃদয়রত্ন বিক্রয় করিতে চাহি না, তার মুখাপেক্ষী দাস হইতে চাহি না, তার প্রসাদভোগী হইতে চাহি না।"

ভাই, পার্য্যমাণে অন্যের চাকর হইবে না। বিশেষতঃ হৃদয়-হীন মূঢ়গণের অধীনতা কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। অযথা-প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়া মূঢ়েরা আনন্দ অনুভব করে; তোমার অন্তঃ-করণকে তদ্রূপ প্রভুত্বের অনুযায়ী করিও না।

ভাই, ফ্রি-ওয়ালাদিগের ন্যায় মোট মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ, কিন্তু হৃদয়হীন পামরগণের দাসবৃত্তি অবলম্বন করা কিছুতেই শ্রেয়স্কর নহে।

হৃদয়ের মহত্বই প্রকৃত মহত্ব; প্রকৃত গৌরবে যার পূর্ণ, সে যে কোন কাজ করিতে হয় করুক্, তাহাতে তাহার মনোবিকার উপস্থিত হইতে পারে না।

বিমূঢ়চিত্ত নীচাশয়গণ স্বাধীন ব্যবসায়ীদিগকে ও কৃষকদিগকে "ছোট লোক" বলিয়া ঘৃণা করে; কিন্তু তারা যবন ও ম্লেচ্ছগণের দাসবৃত্তি অবলম্বন করাকে ঘৃণিত মনে করে না! তারা ম্লেচ্ছযব-নের পদাঘাত সহ্য করিয়া—কেরাণিগিরি করিয়া—আপনাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া গৌরব প্রকাশ করে!! একথা সর্ব্বদা শোনা যায়, "অমুক একজন চাকুরে—বড়লোক।" ধিক্ এ সংস্কারকে!

নিজের চেষ্টা ও যত্নের উপরই আত্মোন্নতি নির্ভর করিতেছে। অধ্যবসায়সহকারে নিজের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন কর, অন্যের নিকটও তজ্জন্য সম্মান মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে।

যে মূঢ় আলস্যপরতন্ত্র হইয়া সময় বৃথা নষ্ট করে, সে কিছুতেই সাংসারিক উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আর সাংসারিক অনুন্নতির সহিত যে জগতে সম্মানাদি প্রাপ্ত হইবার ও আত্মাভিমানবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে, সে নিতান্ত ভ্রান্ত পাগল। তাহাকে নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হয়। তদ্রূপ হতভাগ্যেরাই সংসারবিদ্বেষী, মনুষ্যবিদ্বেষী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদেরই নিকট জগৎ বিষময় হইয়া থাকে।

ভাই, নিজের ঐকান্তিক সাগ্রহ চেষ্টা ব্যতীত নিবিড় দুর্গম সংসার-অরণ্যে একটী প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করা কথনই সম্ভাবিত নহে। অন্যে তোমার কি করিবে? ভাই, স্বহস্তে কুঠার গ্রহণ করিয়া নিজের পথ নিজেই পরিষ্কার করিতে হইবে।

উদ্যোগ ব্যতীত জগতে কোন কল্পনাই কার্য্যে পরিণত করা যায় না। শরীর ও মন সুস্থ না থাকিলেও কোন বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া যায় না। অতএব অগ্রে শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান এবং মনের শমতা সাধন করিয়া সঙ্কল্পিতসাধনে সযত্ন হওয়াই শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে মনোরথসিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" অদ্যকার দিন যেমন, কল্যও সেইরূপ দিন হইবে, অদ্য ও কল্যে কোন প্রভেদ নাই, কেবল তোমার পরমায়ুর একদিন ক্ষয় হইবে মাত্র; অতএব অদ্য যতদূর করিতে পার কর।

"সহায়সম্পত্তিবিহীন হইলেও মানুষ স্বকীয় চেষ্টায় প্রসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে।" খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের জীবনচরিত পাঠ করিলে এই সত্যটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া বড়ই প্রীতি ও উৎসাহ লাভ করা যায়।

ঐতিহাসিক ভূরি ভূরি ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি স্বকার্য্য-সাধনে ন্যায়পথভ্রষ্ট হয় না, পরিণামে তাহার বাঞ্ছিত সফল হইবেই হইবে।

প্রতিদিন সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া যদি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত থাকা যায়, তবে অনেক বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য হওয়া যায়

যিনি যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা স্কুলকলেজে যত জ্ঞান লাভ করিতে পারি, আত্মচেষ্টায় তাহার শতগুণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। আত্মচেষ্টায় মানুষ উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতেও সক্ষম হয়।

চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিয়া একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতাকে আশ্রয় করিবে; ঘৃণিত শ্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিবে; পরমুখাপেক্ষী হইবে না; নিজের পথ নিজে পরিষ্কার করিবে এবং নিজপদের উপর ভর দিয়া চলিবে; বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত গৌরবে হৃদয় পূর্ণ রাখিবে।

জ্ঞানের পথ, সুখের পথ, শান্তির পথ ও স্বর্গের পথ পরিত্যাগ করিও না। ধনবান্ হইবার জন্য উচ্চ মনোবৃত্তি সকলের উচ্ছেদ সাধন করিও না, প্রকৃত মানুষের ন্যায় মনুষ্যোচিত সুখে কাল-হরণ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইবে।

নিজের অনেক কাজ আছে, অনেক লাভজনক সুখের কাজ আছে, যাহাতে পরিণামে খ্যাতি, সম্পত্তি, তৃপ্তি সকলই লাভ

হইতে পারে। কিন্তু মানুষ এমনই মূঢ়, যে অন্যের কার্য্য করিতে, অন্যের আজ্ঞাবহ দাস হইতে বিব্রত! "যে আপন কার্য্যে তৎপর, সে রাজসমীপে মান্য হয়।" ভাই, এ নীতির গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিবে।

স্বীয় সঙ্কল্পিতসাধনে প্রাণপণে যত্ন করিবে, আলস্য করিবে না। আর অধিক সময় নাই; ভীষণ পরিণাম সম্মুখে উপস্থিত! পৃথিবীর অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া নিজ পন্থা অন্বেষণ করিতে হইবে।

সর্ব্বক্ষণ পরিণামচিন্তা স্মরণ রাখিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবে এবং কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রতিক্ষণ সচেষ্ট হইবে।

আত্মোন্নতিসাধনে সতত সচেষ্ট থাকিবে; পরিণামটী বিশেষরূপে চিত্রিত করিয়া চক্ষুর উপর ধারণ করিবে। পরিণামচিন্তা ভুলিয়া গেলে শেষে অনুতাপ করিতে হইবে; কিন্তু কিরূপ পরিণাম-চিন্তা? খ-পুষ্প বা আকাশ-প্রাসাদের বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব এবং যাহা করিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করিয়া স্থির করিবে, এবং তৎসাধনে উদ্যম ও অধ্যবসায়শীল হইবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, "যাহা করিবে তাহাই হইবে; যাহা ভাবিবে তাহা হইবে না।" চেষ্টা করিলে হিমগিরিশৃঙ্গে উত্থিত হওয়া যায়; কিন্তু নিরুদ্যম অলসেরা সুযোগ খুঁজিয়াই জীবন হারায়; অথচ সমস্ত জীবনেও সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। আন্তরিক জগতের সম্যক্ বন্দোবস্ত সাধন করিয়া বহি-র্জগতে পরিভ্রমণ কর, দেখিতে পাইবে যে, সকলই সুগম; নতুবা উহা কণ্টকময় ও বিষম দুর্গম হইয়া উঠিবে। কখনও প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায়পথ ও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিবে না। ন্যায়-

পথে ও ধর্ম্মপথে থাকিলে যদি চিরদিন দরিদ্র হইয়া থাকিতে হয়, তাহাতেও হানি নাই; কেননা আত্মগৌরব ও আত্মপ্রসাদরূপ স্বর্গীয় অমৃত উপভোগ করিতে পারিবে; অনুতাপস্বরূপ জলন্ত রৌরবে কখনই দগ্ধ হইতে হইবে না। যে আলস্যপরায়ণ নহে, যে পরিশ্রমশীল, যে ন্যায় ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত পথে পরিভ্রমণ করে না, সে যদি জগতে সুখৈশ্বর্য্য লাভ করিতে না পারে, তবে জগতে নিশ্চয় সুখৈশ্বর্য্য নাই। তবে জগতে মহদ্বাক্যে কেহ বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব কথা।

ভাই, জগতে চারিদিকে সুখৈশ্বর্য্যের পথ প্রসর রহিয়াছে, একটু পুরুষকার অবলম্বন করিয়া সে পথের পথিক হইতে হইবে। যে মূঢ় সেই সামান্য পুরুষকার অবলম্বনে বিমুখ, তাহাকে ধিক্, কেন সে জগতে সুখের অভিলাষ করে?

নির্দ্দোষ অবস্থায় থাকিলে কখনই অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, পৃথিবী—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি নানা দোষে পরিপূর্ণ-প্রায় হইয়াছে বটে; কিন্তু তথাপি নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে সকলেই আন্তরিক শ্রদ্ধা করিবে; ঘোর পাপীও নির্দ্দোষ ব্যক্তির অনিষ্ট-সাধন করিতে সঙ্কুচিত হইবে।

বিশ্বাসী হইতে পারিলে কি না লাভ করা যায়? বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে সকলেই রাজ্য, ধন, অধিক কি জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া থাকে। সদ্‌গুণের মর্য্যাদা, সত্যের আদর, পৃথিবী হইতে কখনই দূরীভূত হইবে না।

প্রাকৃতিক সহজ সরল পথে বিচরণ করিলে, ক্রূরতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কুটিলতা পরিত্যাগ করিলে, হৃদয় যে কত অতুল আনন্দের নিধান হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

যাহার অন্তঃকরণ কুটিল নহে, লোকে তাঁহার উপর যথাসর্ব্বস্ব ধনপ্রাণ অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে; লোকে তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে অতি অপূর্ব্ব বৎসল-অন্তঃকরণে প্রেমবিস্ফারিত-নেত্রে সন্দর্শন করে।

যদি মন থাকে, যদি মনোরত্ন বিকৃত না হয়, তবে এ সংসারে অভাব অতি কম।

পরিশ্রম কর, বিলাস ত্যাগ কর, চিত্তের উন্নতিসাধন কর, কিছুরই অভাব থাকিবে না।

মান-সম্ভ্রম।

ভাই, স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও ধনলাভসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য বলিয়াছি। অতঃপর মান-সম্ভ্রম ও সন্তোষলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শুন। এইবার প্রকৃতপ্রস্তাবে সাংসারিক নীতি কথিত হইবে। অন্যের নিকট হইতে মান-সম্ভ্রম প্রাপ্ত হওয়া বড় সহজ নহে। সংসারক্ষেত্রে কত শতসহস্র ব্যক্তির সংস্রবে মিশিতে হইবে; তাহাদেরই নিকট হইতে জ্ঞান, ধন ও মান লাভ করিতে হইবে; সুতরাং কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক। সমুচিত ব্যবহারের ত্রুটি হইলে তুমি বহু ব্যক্তির নিন্দার ও হিংসার ভাজন হইতে পার, বহু ব্যক্তি তোমার শত্রুতাচরণ করিতে পারে, সুতরাং তাহা হইলে তোমার সাংসারিক সুখ লাভ করা বড়ই দুরূহ হইবে। অতএব লৌকিক ব্যবহারে বড়ই সতর্ক হইয়া চলা আবশ্যক। সর্ব্বদা মনে রাখিও যেন কেহ তোমার নিন্দা করিবার বা হিংসা করিবার সুযোগ না পায়। লৌকিক ব্যবহার জ্ঞাত হইতে হইলে লোক-প্রকৃতি সম্যক্ অবগত হওয়া আবশ্যক। আবার লোক-প্রকৃতি অবগত হইতে হইলে, আত্মপরীক্ষাশীল হওয়া আবশ্যক। নিজের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করিলেই অন্যের অন্তরের খবর জানিতে পারিবে। তাহা হইলেই অন্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিবে।

ভাই, নিজের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তাহাতে স্বার্থ ও আত্মাভিমান অত্যন্ত প্রবলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কেহ আমাদের সেই স্বার্থ ও আত্মাভিমানে

আঘাত করে তাহা হইলে আমরা তাহার উপর চটিয়া যাই। ভাই, ইহা হইতে বুঝিয়া রাখ যে, কাহারও স্বার্থ ও আত্মাভিমানে আঘাত করিলেই সে চটিয়া যাইবে। অতএব ভাই, কাহারও স্বার্থহানি করিও না, কাহারও—

আত্মাভিমানে আঘাত করিও না।

ভাই, এই আত্মাভিমান সকলের একরূপ নহে। বিভিন্ন-কারণপ্রসূত আত্মাভিমানও বিভিন্ন। তবে কোন কোন বিষয়ে প্রায় সমগ্র মনুষ্যেরই আত্মাভিমান সমান; যেমন জাত্যভিমান। সকলেরই জাত্যভিমান আছে। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমানী; আবার বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক্ প্রভৃতিও স্ব স্ব প্রধান বলিয়া অভিমানী; কেহই কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিতে চায় না। এমন কি, যে জুগী, সে আপনাকে যোগী বলিয়া অভিমান করে এবং উপবীত ধারণ করে। এবং যে জেলে, সে রাজবংশী বলিয়া অভিমানী; যে চণ্ডাল, সে নমশূদ্র বলিয়া এবং যে চামার সে ঋষিপুত্র বলিয়া অভিমান প্রকাশ করে। হিন্দুরা যাহাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করেন, সেই ইংরাজেরা ব্রিটন-জাত (British-born) বলিয়া অভিমানী; ফিরিঙ্গিরা ইংরাজ-বংশজ বলিয়া অভিমানী। এই জাত্যভিমানই জাতি-বিদ্বেষের মূলীভূত। ভাই, তুমি যেন কাহারও জাত্যভিমানে আঘাত করিও না। সকল জাতিরই বিশেষ দোষ আছে, বিশেষ গুণও আছে; কিন্তু কখনও দোষের উল্লেখ না করিয়া কেবল গুণেরই ব্যাখ্যা করিবে, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে অথবা তোমার বিদ্বেষ করিবে না। কাহারও জাত্যভিমানে আঘাত করিলে, সে হৃদয়ে যে বিদ্বেষ

পোষণ করিবে, তাহা কস্মিন্‌কালেও অপনীত হইবার নহে। অতএব ভাই, সাবধান, গুটিকত মিষ্টকথা দ্বারা যদি সকলের আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত করিতে পার, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে করিবে। কাহারও নিন্দা করিয়া কিছুই লাভ হয় না, কেবল অনর্থক লোকের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়।

ভাই, অনেকের কৌলীন্যাভিমান বা আভিজাত্যাভিমান আছে। স্ব স্ব জাতির মধ্যে তাহারা আবার কুলীন বা অভি-জাত বলিয়া অভিমানী। বল্লালসেন নামক বঙ্গদেশের জনৈক রাজা কতকগুলি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে কুলীন বলিয়া খ্যাতি প্রদান করেন; পরে কালক্রমে সেই কুলীনদের বংশো-দ্ভবেরা নির্গুণ হইয়াও সেই কৌলীন্যের দাবি করিয়া আসিতেছে। ভাই, এই কৌলীন্যাভিমানীদিগকে দুই একটী সামান্য কথা দ্বারাই সন্তুষ্ট করা যায়। একজন কুলীন-বংশধরকে যদি বল, "আপনি অতি উচ্চ পবিত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আপনি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, আপনার সঙ্গে কাহারই তুলনা হইতে পারে না।" তাহাতেই তাহার আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত হইবে, সে তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিবে, সে কখনও তোমার বিদ্বেষ বা অনিষ্টাচরণ করিতে ইচ্ছা করিবে না। অতএব ভাই, ইহাতে হানি কি? দুইটা কথাতে যদি একজনকে সন্তুষ্ট করিতে পার, কেন সে সুযোগ পরিত্যাগ করিবে? বিশেষতঃ যে কথা মিথ্যা নহে, যে কথাতে জগতে কাহারও মনে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই, যে কথাতে কাহারও কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, সে কথা বলিয়া যদি তুমি কাহারও বিরক্তি, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অপকারেচ্ছার হাত এড়াইতে পার, তবে সে

কথা বলিতে বাধা কি? অতএব ভাই, আভিজাত্যাভিমানীর অন্তরে আঘাত করিও না; সে প্রকৃতপ্রস্তাবে যত নীচ থাকে থাকুক্, দুইটা মুখের কথা খরচ করিয়া তাহাকে আকাশে তুলিয়া দিবে; সে আনন্দে উৎফুল্ল হইবে।

ভাই, অনেকের পদাভিমান আছে; অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত কর্ম্মচারী বলিয়া অথবা রাজা, মহারাজ, রাজ-বাহাদুর, রায়-বাহাদুর, জমীদার, ইত্যাদি বলিয়া অনেকের বড়ত্বের অভিমান আছে। তাহারা সাধারণ লোক অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ-জীব মনে করে এবং আন্তরিক ইচ্ছা করে যে, সকলেই অবনত-মস্তকে তাহাদের সম্মাননা ও সম্বর্দ্ধনা করে।

ভাই, উল্লিখিত ব্যক্তিদের সহিত কদাপি অশিষ্ট ব্যবহার করিবে না। মাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের উচ্চতর কর্ম্মচারীদিগকে হুজুর, খোদাবন্দ, গরীব-পরওয়ার প্রভৃতি সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন করিবে। এমন কি পুলিশের কনষ্টেবলকেও অনেকে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করে! জজ, মুন্সেফ প্রভৃতি বিচারকদিগকে হুজুর, ধর্ম্মাবতার প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিবে। জমীদারকে রাজা বলিয়া, রাজাকে মহারাজ বলিয়া, মহারাজকে রাজাধিরাজ বলিয়া সম্বোধন করিবে, অর্থাৎ সকলকেই বরং এক ডিগ্রি বাড়াইয়া সম্মান করিবে। এই সম্বোধনের সময় কোন্ কথার কি অর্থ তাহা ভাবিও না; কেননা প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া এবং সামাজিক রীতির বশবর্ত্তী হইয়া হয়ত পাপপিশাচকেও ধর্ম্মাবতার বলিতে হইবে; ক্ষুদ্রাশয় নীচ দুর্ম্মতি পাষণ্ডকেও হুজুর, খোদাবন্দ ও গরীব-পরওয়ার বলিতে হইবে। তোমার অপেক্ষাও যাহার অবস্থা হীন, তাহাকেও রাজা, মহারাজ ও রাজাধিরাজ বলিতে

হইবে। তদ্রূপ না বলিলে তাহারা আত্মাভিমানে আঘাত পাইবে এবং সময়ানুসারে তোমার অনিষ্ট করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইবে। পদাভিমানীদের উপকার করিবার ক্ষমতা না থাকুক্, কিন্তু অপকার করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। অতএব ভাই, প্রথানুযায়ী শিষ্টাচার-পদ্ধতি অতিক্রম করিও না।

ভাই, এদেশে যে সকল ইংরাজ হাকিম আসে, তাহারা ভারতবাসীদিগকে আপনাদের প্রজা মনে করে, এবং সকলেই রাজসম্মান পাইবার অভিলাষ করে। সেইজন্য তাহাদের সকলেই সেলাম-প্রিয়। সেলাম না পাইলে সাহেবেরা বড়ই চটিয়া যায়। অতএব ভাই, সাহেব দেখিলেই সেলাম করিবে। একখান হাত একটু উঁচু করিতে তোমার আর কত কষ্ট হইবে? যদি তুমি একটী সেলাম করিয়া সাহেব-বাচ্চাকে সন্তুষ্ট করিতে পার, তাহা কেন না করিবে?

ভাই, অনেকের ধনাভিমান অতীব প্রবল। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে দারিদ্র্য-দুঃখে ও অভাবে নিপীড়িত দেখিয়া, বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে উদরান্নের জ্বালায় জ্বলিত দেখিয়া, হৃদয়হীন ও বিবেকবিহীন ধনশালিগণ আপনাদের সচ্ছল অবস্থা স্মরণ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হয়।

মূল ধনী যাহারা, অর্থাৎ যাহারা নিজে আয়াস ও অধ্যবসায়-সহকারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করতঃ ধনশালী হয়, তাহারা প্রায় ধনাভিমানী ও গর্ব্বিত হয় না; তাহারা আপনাদিগকে অদ্ভুত জীব মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হয় না এবং নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য বিব্রত হয় না; বরং তাহারা সর্ব্বদা স্বোপার্জ্জিত ধন গোপন রাখিতে চেষ্টা করে এবং আপনা-

দিগকে অকিঞ্চন বলিয়া বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করে। তাহারা কৃপণ হয় সত্য, কিন্তু অহঙ্কারোক্তি বা কর্কশ ব্যবহার দ্বারা কাহারও হৃদয় বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ করে না। কিন্তু যাহারা উত্তরাধিকার-স্বত্বে সেই মূল ধনীর ধনের অধিকারী হয় অর্থাৎ তাহার পুত্র-পৌত্রাদি প্রায়ই অত্যন্ত ধনাভিমানী হইয়া থাকে। কত কষ্টে—কত আয়াস স্বীকার করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহারা তাহা জানিতে পারে না; অথচ দরিদ্রমণ্ডলীর মধ্যে তাহারা আপনাদিগকে ধনশালী দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করে "অবশ্য আমরা সাধারণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব—স্বর্গের অবতার!" আর তাহাদের অহঙ্কারের সীমা পরিসীমা থাকে না। তাহারা আপনাদের অপেক্ষা অল্প ধনশালীদিগকে এবং দারিদ্র্য-নিপীড়িত অভাবগ্রস্তদিগকে বিজাতীয় ঘৃণা ও তাচ্ছীল্যের সহিত ব্যবহার করে। তাহারা সচরাচর বিলাসী ও ব্যসনাসক্ত হয় এবং আপনাদের ধনৈশ্বর্য্য ও বড়ত্ব প্রদর্শনের জন্য আগ্রহান্বিত হয়। তাহারা দেখে যে, লোকের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিলেও তাহাদের কাজের কোন ক্ষতি হয় না; যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেও তাহারা আপনাদের নিন্দাবাদ শুনিতে পায় না; এবং গর্হিত অন্যায়াচরণ করিয়াও তাহারা প্রতিবাধ প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং তাহারা যাহা কিছু করে, তাহাই ন্যায়সঙ্গত, ধর্ম্মসঙ্গত ও মনুষ্যো-চিত মনে করিয়া থাকে। তাহারা ধনী, অনেকে তাহাদের মুখা-পেক্ষী, অনেকেই আশা করে তাহাদের দ্বারা অভাবমুক্ত হইবে, সুতরাং কেহই তাহাদের বাক্যের প্রতিবাদ করে না, কেহই তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের দোষোল্লেখ করে না। তজ্জন্য নিরঙ্কুশ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কিছুদিনের জন্য তাহারা ইহসংসারে যথেচ্ছ

বিচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভাই, মানুষ এরূপ আকাট, মূর্খ পশুর ন্যায় নিরন্তর বিচরণ করিবে, ঈশ্বরের তাহা অভিপ্রেত নহে; সুতরাং অচিরকালমধ্যেই মূঢ়গণ প্রকৃতির হস্তে শাসিত হইয়া, আধি ও ব্যাধি প্রভৃতি নানা বিপদে বিপন্ন হইয়া, অমনি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহারা সচরাচর জগতের কাছে—সংসারের কাছে কিছু শিখিতে পারে না বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা চিরকাল মূর্খ থাকে না। যে নিগূঢ় হস্ত ইহসংসারের সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে, সেই হস্তের নিকট তাহারা বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। বিপদ্ তাহাদের পরম গুরু, পরম শিক্ষক। সংসারেও বিপদের অভাব নাই। বিপৎ-পরিবেষ্টিত হইয়া মানুষ ইহসংসারে বাস করিতেছে। অন্যের উপর যাহার যত কিছু প্রাধান্য থাকে থাকুক, কিন্তু বিপদের উপর ধার্ম্মিকের ভিন্ন অন্যের কোন আধিপত্য নাই। ধার্ম্মিক ব্যক্তিই কেবল বিপদ্‌কে তুচ্ছ করিতে পারেন; আর সকলকেই তাহার নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে। যিনি যতই কেন ধনাভিমানী বা পদাভিমানী হউন্ না, বিপদের অঙ্কুশাঘাতে সকলকেই কাতর হইতে হইবে, সকলকেই সতর্ক হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইবে।

ভাই, তুমি অক্ষুণ্ণচিত্তে ধনীর ধনাভিমান ও ধনগর্ব্ব সহ্য করিবে। জানিও, তুমি তাহার শিক্ষক নও, তুমি তাহার উপদেষ্টা নও, তুমি তাহার ভ্রমসংশোধক নও; তোমার উপর তাহার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, সে তোমাকে অনায়াসে কষ্ট ও মনোদুঃখ দিতে পারে, তাহার প্রতিবাদ করিবার বা প্রতিশোধ দিবার তোমার কোন ক্ষমতা নাই। অতএব ভাই, সাংসারিক সাধারণ রীতি অনুসারে

তুমিও ধনাভিমানীর আত্মাভিমানে আহুতি প্রদান করিবে। সে স্বর্গীয় জীব নহে, সত্য, হয়ত সে নরাধম পাষণ্ড নরকের কীট, হউক, তবু তুমি তাহাকে দেবতার ন্যায় বাহ্য সম্ভ্রম দেখাইবে। এই গূঢ় রহস্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও ;—"আত্মাভিমানীকে যথাসাধ্য চেষ্টা দ্বারা অতি সত্বর ফোলাইয়া ফাটান আবশ্যক।" অর্থাৎ আত্মাভিমানীর আত্মাভিমানে অবিরত আহুতি প্রদান করিয়া তাহাকে গর্ব্বের চূড়ান্ত সীমায় তোলা আবশ্যক, তার পর স্বতই বিপদ্ আসিয়া তাহাকে স্বস্থান-ভ্রষ্ট করিবে, তখন তাহার গর্ব্ব, অভিমান, অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যাইবে ; তাহার চৈতন্যোদয় হইবে।

ভাই, শোন শোন, এই ধনাভিমান যে শুদ্ধ প্রকৃত ধনশালী ব্যক্তিদেরই থাকে, তাহা নহে ; এ বড়ই কৌতুকের বিষয় যে, ধনবান্ ব্যক্তির কুকুরটী বিড়ালটী পর্য্যন্ত ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত! বঙ্গদেশে এইরূপ কুকুর ও বিড়াল গুলিও 'বাবু' নামে অভিহিত। ধনবানের গৃহপোষিত ভাগ্নে বাবু, জামাই বাবু, মোসাহেব বাবু, দেওয়ান্‌জি বাবু, খাজাঞ্জি বাবু, মুহুরি বাবু, তসিলদার বাবু, সকলেই বিষম ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত! অধিক আর কত বলিব, ধনীর গৃহ-পোষিত খান্‌সামা বাবু, চাকর বাবু, দরওয়ান্ বাবু, লাঠিয়াল বাবু সকলেই যেন ধনশালিদ্বের আত্মাভিমানে স্ফীত!! মূল ধনীর আত্মাভিমান সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা ইহাদেরই উপরে প্রযোজিত হয় ; ইহারা আবার অপর সাধারণের উপর সেই আত্মাভিমান-গর্ব্ব প্রখর ও তীব্রতররূপে প্রতিফলিত করে।

সেই জন্য সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে যে, "সূর্য্যের তাপ বরং মাথায় সহ্য হয় ; কিন্তু তাহার তাপে উত্তপ্ত বালুকার তাপ

পদতলেও সহ্য হয় না।” ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মূল ধনীর ধনগর্ব্ব বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু ধনীর গৃহপোষিত ভাগ্‌নে বাবু প্রভৃতির বৃথা ধনগর্ব্ব অসহনীয়। কিন্তু ভাই, এই প্রচলিত বাক্যটী সত্য হইলেও যুক্তিসঙ্গত নহে এবং উপযুক্ত উপদেশ বলিয়া গ্রাহ্য নহে; কেননা, যাহারা গর্ব্বিত, তাহাদের মধ্যে আমি বিশেষ-বিশেষণত্ব ইচ্ছা করিনা। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রায় কোন মনুষ্যেই অহঙ্কার সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সকলেরই পক্ষে অহঙ্কার প্রকাশ বৃথা বিড়ম্বনা মাত্র। ধনীর পক্ষেও অহঙ্কার যেমন বিড়ম্বনা, তদন্নে প্রতিপালিত কুকুর বিড়াল গণেরও অহঙ্কার তদ্রূপ বিড়ম্বনা।

যাহা হউক, ভাই, যে যে কারণে ধনীর অহঙ্কারে আহুতি প্রদান করা উচিত, সেই সেই কারণে তদ্‌গৃহপোষিতগণেরও অহঙ্কারে আহুতি প্রদান করা উচিত; বরং পরপুষ্ট কোকিলগণের অভিমান-গর্ব্ব অপেক্ষাকৃত খরতর বলিয়া, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক আহুতি প্রদান করাই উচিত।

ভাই, কাহারও অভিমানগর্ব্ব দেখিয়া তুমি রোষাবিষ্ট হইও না, বিদ্বেষবশ হইও না। সাধারণতঃ জগতের লোক ঘোর মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন; তাহারা প্রকৃত সুপথ দেখিতে পায় না; তজ্জন্য তাহাদের উপর রাগ করা উচিত নহে; বরং তাহারা করুণারই ও দয়ার পাত্র। “অন্ধকে দয়া করা উচিত, সে দেখিতে পায় না বলিয়া তাহার উপর রাগ করা উচিত নহে”। ভাই, বাল্য-কালেই এ নীতি শিক্ষা করিয়াছ; কিন্তু আমি এক্ষণে তোমাকে এই উপদেশ দিতেছি যে, সাধারণতঃ জগতের লোককে নিতান্ত মোহান্ধ জানিবে, এবং তাহাদের প্রতি দয়া করিবে, করুণার্দ্র-

চিত্তে তাহাদের মূর্খতা ক্ষমা করিবে এবং সহিষ্ণু হইয়া তাহাদের দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিবে। তাহাতে তোমার হৃদয় প্রশস্ত হইবে এবং তাহা মহীয়ান্ গৌরবে পূর্ণ হইয়া তোমাকে অতুল আনন্দ প্রদান করিবে।

ভাই, চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, এ জগতে কাহার অবস্থা চিরস্থায়ী? ভাই, আমার জীবনের এই সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই কতজনকে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী দেখিলাম, আবার তাহাদিগকে পথের ভিখারী হইতেও দেখিলাম। আবার কতজনকে নিতান্ত নিরন্ন ও দুস্থ দেখিয়াছিলাম, এখন তাহাদিগকে সান্ন ও সঙ্গতিপন্ন দেখিতেছি। এই সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে কতজনের কত অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিলাম।

যে ধনীর গৃহ সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়স্বজনে পরিপূর্ণ দেখিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহার বংশে বাতি দিতেও কেহ নাই! যে গৃহ আমোদ-উৎসবে পরিপূর্ণ ছিল, আজ সে গৃহের বিষাদ-মূর্ত্তি দর্শন করিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, ক্ষোভে অন্তর পূর্ণ হয়, অশ্রুধারা বহিতে থাকে!

ভাই, এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন কে না শুনিতেছে? কে না দেখিতেছে? কে না জানে, যে, কত রাজার—কত মহারাজের মুকুট কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে; কতজনের দর্প চূর্ণ হইয়াছে, কত জনের কত আশায় ছাই পড়িয়াছে।

কিন্তু ভাই, চৈতন্যোদয় হওয়া দূরে থাক্, পৃথিবীর কজন লোক কতক্ষণের জন্য এই চিন্তাশীলতাকেও হৃদয়ে স্থান দিয়া থাকে? ভাই, সেই জন্যই বলিয়াছি, সাধারণতঃ জগতের লোক মূর্খ ও মোহান্ধ।

এরূপ মূর্খ মোহান্ধগণ কি করুণার্হ নহে? দয়ার পাত্র নহে? ক্ষমার পাত্র নহে? তাহাদিগের প্রতি কি হিংসা ও বিদ্বেষ নয়নে দৃষ্টিপাত করা উচিত? তাহাদের প্রতি কি ক্রোধ করা উচিত? তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতাজনিত, তাহাদের মূর্খতা ও মোহন্ধতাজনিত দুর্ব্যবহার সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া কি হৃদয়ের শান্তি ও সন্তোষ তিরোহিত করা উচিত?

ভাই, সকলেই মাটীর পুতুল, দিনকতকের জন্য যে যেভাবে সাজিতে হয় সাজুক, যে যাতে প্রীতিবোধ করে করুক্, তুমি কাহারও আত্মাভিমানে আঘাত করিও না, কাহারও হৃদয়ে ছুরি মারিও না, বিষদিগ্ধ শেল বিদ্ধ করিও না।

ভাই, তুমিও মাটীর পুতুল, তুমি যদি এ জগতে প্রকৃত সুখ চাও, প্রকৃত অমৃত চাও, তবে তুমি বিনীত হও, মধুরভাষী হও, শিষ্টাচারপরায়ণ হও, সহিষ্ণু হও। তুমি যদি প্রকৃত ঐশ্বর্য্য চাও, প্রকৃত সুখ চাও, প্রকৃত সন্তোষামৃত চাও, তবে সাধারণ মূর্খের ন্যায়—মোহান্ধ ভ্রমান্ধের ন্যায় নরকের অন্ধতম কূপে নিমজ্জিত হইও না; ইতরজনোচিত পথের পথিক হইও না।

তেজঃ, দম্ভ, অভিমান, গর্ব্ব, অহঙ্কার ক্ষণকালের জন্য উৎফুল্ল করিতে পারে বটে, কিন্তু অচিরকাল পরেই তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং তজ্জন্য দারুণ অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে।

কিন্তু শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতার ফল চিরদিন অমৃতময়। ধৈর্য্য আপাততঃ ক্ষণকালের জন্য তিক্ত বোধ হয় বটে; কিন্তু পরিণামে তাহার অমৃতোপম আস্বাদে মোহিত হইতে হয়। মধুর শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া কেহ কস্মিন্ কালেও পরিণামে তজ্জন্য অনুতাপ ভোগ করে নাই।

অতএব ভাই, ধীরতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া সকলেরই আত্মাভিমানে আহুতি প্রদান করিবে; সে আত্মাভিমান যত গর্ব্বিত, যত অন্যায্য, যত অলীক ও বৃথা হউক না কেন, তুমি তাহাতে নির্ব্বিশেষে আহুতি প্রদান করিবে। তোমার মনে যেন এরূপ সন্দেহ না জন্মে যে, "সকলে এরূপ ব্যবহার করিলে জগৎ চলিতে পারে না।" তাহা নহে; প্রত্যুত মনে করিও যে, সকলে এরূপ ব্যবহার করিলে জগৎ হইতে অহঙ্কার চলিয়া যাইবে, জগৎ অমৃতময় হইবে।

সাধারণতঃ মানুষ ঘোর আত্মাভিমানী বলিয়াই জগতে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা, অশান্তি ও অসন্তোষ চারিদিকে বিচরণ করিতেছে; সেই জন্যই জগৎ বিষময়, জগৎ অসুখ ও অশান্তির নিকেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই জন্যই সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে, জগতে সুখ নাই—শান্তি নাই—তৃপ্তি নাই।

ভাই, আবার অনেকের বিদ্যার অভিমান আছে, আমি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, এই বলিয়া অনেকে অহঙ্কার প্রকাশ করে।

সংসারে জ্ঞান ও ধন উভয়ই নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইহার মধ্যে যাহার একটী আছে, অপরটী নাই, সেই ব্যক্তিই প্রায় ঘোর আত্মাভিমানী ও অহঙ্কৃত হইয়া থাকে।

ধনীদিগের মধ্যে যাহারা মূর্খ, তাহারাই প্রায় ঘোর ধনাভিমানী হইয়া থাকে, আবার বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে যাহারা দরিদ্র, তাহারাই প্রায় ঘোর বিদ্যাভিমানী হইয়া থাকে।

ধনের সহিত জ্ঞান একত্র অবস্থিত হইলে অতি কমনীয় মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে। অবশ্য তাহাতে যে কোন দোষ থাকে না,

একথা আমি বলিতেছি না ; কিন্তু তাহাতে জঘন্য আত্মাভিমান প্রায় থাকে না ; থাকিলেও সর্ব্বদা অহঙ্কাররূপে তাহা প্রকাশিত হয় না।

যাহারা বিদ্বান্ অথচ দরিদ্র, তাহারা প্রায়ই ঘোরতর অভিমানী হইয়া থাকে ; তাহারা সর্ব্বদা বিদ্যার প্রশংসা করে ; (অবশ্য তাহা নিন্দার্হ নহে, বিদ্যার প্রশংসা কে না করিবে ?) কিন্তু শুদ্ধ তাহাতেই তাহাদের আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত হয় না, তাহারা ধনের প্রতি অযথা দোষখ্যাপন করে ; ধনকে তাহারা নানা অনর্থের মূল, নানা বিপদের মূল বলিয়া সর্ব্বদা বর্ণনা করে। ধন সংসারে সর্ব্বনাশের মূল, পাপের মূল, অধর্ম্মের মূল, এই কথাই তাহারা ঘোষণা করিয়া বেড়ায়। কোন একটী সুযোগ পাইলেই তাহারা নির্ব্বিশেষে সাধারণ ধনীদিগের নিন্দা করে, কুৎসা ও অপযশ ঘোষণা করে। ধনীমাত্রেই যেন পাপের ও অধর্ম্মের ভীষণ প্রতিরূপ, ধনীমাত্রেই যেন নির্ব্বোধ, মূর্খ, পাষণ্ড, পামর, নিষ্ঠুর ও পিশাচ, এই তাহাদের দৃঢ় সংস্কার। অথচ দরিদ্র বিদ্বান্ প্রায়ই ধনীর দ্বারস্থ—ধনীর অন্নে প্রতিপালিত। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" এই বলিয়া তিনি রাজা অপেক্ষাও আপনাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করেন, অথচ তাঁহার উদরে অন্ন নাই, পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা নাই ; পরিণাম-অভাব মোচনের জন্য কোন সংস্থান নাই। তিনি আপনাকে আপনি উচ্চে তুলিতে চান, ওদিকে জগৎ তাঁহাকে ঘৃণা ও তাচ্ছীল্যের সহিত পদদলিত করিতে চায় ! ভাই, বুঝিয়া দেখ, এরূপ ব্যক্তি কিরূপ করুণার্হ ! হায়, তাহার অবস্থা কি শোচনীয় ! তুমি কখনও এরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিও না।

যে সংসারে পদে পদে আত্মাভিমানে আঘাত পাইতেছে, যাহাকে কুটিল সংসার এক চক্ষুতে সম্মান প্রদর্শন করিয়া নিমেষ-মাত্র উৎফুল্ল করিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ অপর চক্ষুতে বিদ্রূপ-সূচক ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিয়া দারুণ মর্ম্মাহত করিতেছে, তাহাকে তুমি যেন কখনও যন্ত্রণা দিও না। সামান্য দুটী মধুরবাক্যে যদি তাহার অন্তর ক্ষণকালের জন্য পরিতৃপ্ত করিতে পার, যদি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া অথবা যৎসামান্য নীচ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত ও বাধিত করিতে পার, তাহা করিবে।

ভাই, অন্তরে মর্ম্মাহত হইয়া যদি কেহ অভিশাপ দেয়—সে অভিশাপ যত কেন অন্যায্য হউক না, তার ফল ভোগ করিতে হয়। কাহারও হৃদয়ে আঘাত করিলে কোন সময়ে না কোন সময়ে তজ্জনিত প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয়; ইহা অন্তর্জগতের একটী বিচিত্র ব্যাপার! ইহার বাহ্যকারণ নির্দ্দেশ করা যায় না বটে, কিন্তু ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য! অতএব ভাই, ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছি, এ জগতে কাহারও হৃদয়ে বৃথা আঘাত প্রদান করিও না। সকলেরই আত্মাভিমানে আহুতি প্রদান করিবে।

ভাই, অনেকের জ্ঞানাভিমান আছে; "আমি সব বুঝি, আমি সব জানি।" এই তাঁহাদের আত্মাভিমান। যে কোন বিষয়ে যে কোন কথা উত্থাপিত হউক, তিনি তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিবেন, তাহার সমালোচনা করিবেন, তদ্বিষয়ক যাহা কিছু সিদ্ধান্ত-মীমাংসা সমস্তই তিনি করিবেন; অন্যে তাহাতে দ্বিরুক্তি করিলে বা কোন কথা কহিলেই তিনি তাহার উপর বিষম চটিয়া যাইবেন। তিনি যে কথা বলিবেন, তাহার সপক্ষে হউক বিপক্ষে হউক, কোন কথা বলিলেই তিনি সে কথাকে "জ্যেঠার কাছে

জ্যেঠামি" মনে করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা, সকলেই তাঁহার কথা মনোযোগ দিয়া বিশেষ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে শ্রবণ করুক। এই-রূপ ব্যক্তিরা নিজের বহুজ্ঞতা দর্শাইবার জন্য প্রায়ই বাচাল হইয়া থাকে, এবং তাহারা সকলকেই অনভিজ্ঞ মনে করে। ভাই, এরূপ ব্যক্তিকে সহজে সন্তুষ্ট করা যায়, তাহার নিকট নিতান্ত অনভিজ্ঞের মত কোন একটী বিষয় জিজ্ঞাসা কর, আর সতৃষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক্ হইয়া শুনিয়া যাও। সে নিতান্ত ভ্রমাত্মক বা কুসংস্কারজ কোন কথা বলিলেও তাহার উপর প্রশ্নমাত্র করিবে না।

প্রশ্ন করিলে তাহার কাছে যথার্থ উত্তর পাইবার যখন কিছুতেই সম্ভাবনা নাই, তখন প্রশ্ন না করাই উচিত। ভ্রমান্ধ ও কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ তদ্রূপ ব্যক্তিরা যদি জ্ঞানাভিমানী হয়, তবে তাহারা প্রাণান্তেও নিজের ভ্রম বা কুসংস্কার স্বীকার করিবে না এবং বোধ করি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হইবে না।

প্রশ্ন করিলে তাহারা অন্তরে অন্তরে চটিয়া যায়; যুক্তির সহিত কোন কথা না বুঝাইতে পারিলে রাগান্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতে থাকে। ভাই, বুঝিয়া দেখ, যাহারা কোন কথায় সন্দেহসূচক কোন প্রশ্ন করিলেই অন্তরে আঘাত পায়, তাহাদের কথার প্রতি-বাদ করিলে তাহারা হৃদয়ে কত দারুণ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে।

জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না। সাধারণতঃ বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এই উৎকটরোগে আক্রান্ত। জগতের প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত চূড়ামণি, তাহাদের সংস্কারের

বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই তাহারা অস্থির হইয়া পড়ে।

অতএব ভাই, কাহারও কথার প্রতিবাদ করিয়া তাহার আত্মাভিমানে আঘাত করিও না।

আবার অনেকের তর্কাভিমান আছে। তাহারা আপনাদিগকে সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী মনে করে; তাহারা মনে করে, তর্কে আমাদিগকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে না। তাহারা সকল বিষয়েরই প্রতিবাদ করিতে মজ্‌বুত। যদি তুমি বল যে, "অগ্নিতে কোন জীব বাস করা সম্ভাবিত নহে; এবং স্বর্ণের মধ্যে জলীয় বাষ্প থাকাও সম্ভব নহে।"

অমনি তর্কচূড়ামণি সদম্ভে বলিয়া উঠিবে;—"ঈশ্বরের রাজত্বে কিছুই অসম্ভব নহে; জলের মধ্যে যখন অগ্নি আছে, তখন অগ্নির মধ্যেও জল আছে, এবং তাহার মধ্যেও জীব আছে;—জগতের সমস্ত ভূত যখন পঞ্চীকৃত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে; তখন স্বর্ণে অবশ্য জলীয় অণু আছে এবং তেজঃ আছে, সুতরাং তাহাতে জলীয় বাষ্প অবশ্য আছে।"

সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন তার্কিকের কাছে কোন কথা বলাই দুষ্কর। কোন একটী কথা বলিতে না বলিতেই তাহারা তোমার সেই কথার প্রতিবাদ করিবে।—তুমি বলিতে আরম্ভ করিলে "যেমন পিতামাতা হইতে সন্তান জন্মে, যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মে,..."

তোমার কথা শেষ না হইতেই অমনি তার্কিক বলিয়া উঠিবে, "সে কি! পিতামাতা ভিন্ন কি সন্তান জন্মে না? বীজ ভিন্ন কি বৃক্ষ জন্মে না? একথা যাহারা বলে, তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ মূর্খ! যিশুখ্রীষ্টের জন্ম, ভগীরথের জন্ম, সীতাদেবীর জন্ম, কিরূপে হইয়াছিল? অধিক কথায় কাজ নাই স্বয়ং ব্রহ্মা কিরূপে জন্মিয়া-

ছিলেন? ক’লমের চারা কেমন করে হয়ে থাকে? এ সকল যারা না জানে তাদিগে মূর্খ ভিন্ন আর কি বলিব?”

ভাই, এই সূক্ষ্মবুদ্ধি তার্কিকগণ, গাঁজাখোর বা গুলিখোরের ন্যায় কেবল কল্পনারাজ্যে পরিভ্রমণ করে। গাঁজাখোর ও গুলি-খোরেরা যেমন নেশায় বুঁধ হইয়া থাকে, সূক্ষ্মবুদ্ধি তার্কিকগণও কল্পনা দ্বারা বুঁধ হইয়া থাকে। তাহারা সংসারক্ষেত্রে—প্রত্যক্ষ কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চায় না; সে বিষয়ে কোন জ্ঞান লাভ করিতেও চায়না। তাহারা সচরাচর সাংসারিক কার্য্যক্ষেত্রে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। অথচ কথায় তাহারা সব কাজ করিয়া থাকে; অসাধ্য-সাধন মুহূর্ত্তের মধ্যে করিয়া থাকে। তাহারা বচন-সর্ব্বস্ব; বাক্যের শ্রাদ্ধ করিতে বড় মজবুত। তাহারা সচরাচর বেশ বক্তৃতা করিতে পারে এবং কতকগুলি বাঁধিবোল সর্ব্বদা প্রয়োগ করিয়া সংসারানভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন বালক ও যুবক-গণকে উৎসাহিত ও মোহিত করিতে পারে। তাহাদের বাঁধি-বোল কিরূপ, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদর্শন করিতেছি, শুন;—

“আমরা মনে করিলে জগতে কি কার্য্য সাধন করিতে না পারি? জগতে অসাধ্য কি আছে? আমরা মনে করিলে গিরিরাজ হিমাদ্রিকে উত্তোলন করিতে পারি, আমরা মনে করিলে সমুদ্রকে গণ্ডুষে শোষণ করিতে পারি, আমরা মনে করিলে রাত্রিতে সূর্য্যোদয় ও দিবাতে চন্দ্রোদয় করিতে পারি।” ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাই, এ সমস্তই নজীর-সঙ্গত কথা। কাহার সাধ্য এ সমস্ত কথার প্রতিবাদ করে? এই প্রকার কথাতে সংসারানভিজ্ঞ যুবকগণের শোণিত কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজিত হয় বটে; কিন্তু গর্জ্জন-সার এই সমস্ত কথায় কিছুই বর্ষণ হয় না দেখিয়া—

এ সকল কথায় সংসারে কাহারও কোন উপকার হয়না দেখিয়া, সংসার-প্রবীণ ব্যক্তিরা এ সকল কথায় মনে মনে উপহাস করিয়া থাকেন।

ভাই, বচন-সর্ব্বস্ব তর্কদাস বাগ্মিগণের অসারতার আরও কিছু পরিচয় দেই শুন ;—

যদি তুমি তদ্রূপ কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ কর যে "এ কাজটী একাকী করা অসম্ভব।" অমনি সে বলিবে ; "সে কি! যদি আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, যদি হৃদয়ের বল থাকে, তবে একা কি কাজ না করা যায়? একা হনুমান রাবণের মস্তক হইতে মুটুক কাড়িয়া আনিয়াছিল, একা অর্জ্জুন সমস্ত কুরুসৈন্যকে কতবার জয় করিয়াছিল, একা অগস্ত্যমুনি সমুদ্র শোষণ করিয়াছিল! একা কি কাজ করা না যায়?"

কিন্তু ভাই, সেই তর্কবীরের নিকট গিয়া যদি সংবাদ দাও "তোমার সন্নিহিত কোন প্রতিবেশীর গৃহে আগুণ লাগিয়াছে, শীঘ্র আইস!"

তখন সে বলিবে ;—

"একাজ আমার একার কাজ নহে; আমি একা অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারিব না—সুতরাং যেখানে চেষ্টা বিফল হইবে, সেখানে গিয়া কি করিব?"

ভাই, অধিকাংশ তর্কচূড়ামণির হৃদয়ের সহিত, বাক্যের সহিত ও কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ এইরূপ। যাহা হউক, এই অসার তার্কিকগণের হৃদয়েও আঘাত করিও না। তাহাদের কথার প্রতিবাদ করা দূরে থাক্; তাহাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বনই শ্রেয়স্কর। কাহারও সহিত কখনও তর্কে প্রবৃত্ত

হওয়া ভাল নয়। বিশেষতঃ তর্কাভিমানীর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত।

ভাই, অনেকের তেজস্বিতার অভিমান আছে। সংসারে অনেকে আপন তেজের উপর চলিতে ইচ্ছা করে। তাহারা অপ্রতিহতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিতে চায় এবং উচিত কথা বলিতে চায়। তাহারা সংসারানভিজ্ঞ এবং সাধারণ মানব-প্রকৃতি-বিষয়ে ঘোর অনভিজ্ঞ। তাহাদের মুখে শুনিতে পাইবে;—"উচিত কথা বলিতে বাবাকেও ভয় করি না।" তাহারা দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতে ভয় করে না; তাহারা কেবল তেজ ও দম্ভের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে চায়; সুতরাং সংসারে পদে পদে তজ্জন্য শাস্তিভোগ করে। আপনাদের অপেক্ষা হীনবল নিরীহ ব্যক্তিদিগকে তাহারা সর্ব্বদা উচিত কথা বলিয়া মর্ম্মাহত করে; কিন্তু প্রবলের পাল্লায় পড়িলে উচিত কথার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু উভয়তঃ কোথাও তাহারা প্রকৃত সাংসারিক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না; ফলতঃ তাহাদের সেই তেজ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং ক্রমশঃ তেজস্বিগণ আপন আপন তেজে আপনারাই দগ্ধ হইয়া যায়।

তেজস্বিতার অভিমানী দিগকে প্রকৃত অহঙ্কারের অভিমানী বা একগুঁয়ে গোঁয়ার বলা যায়। "আমি অহঙ্কৃত" তাহারা স্পষ্টতঃ একথা বলিতেও সঙ্কুচিত হয় না!

তাহারা অন্যকে উচিত কথা বলিতে চায়, কিন্তু আপনারা উচিত কথা শুনিতে চায়না। তাদিগে কেহ উচিত কথা বলিলে তাহারা ক্রোধে অন্ধ হয়, এবং হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়।

ভাই, এরূপ লোককে সহজে চিনিতে পারিবে। জানিও,

সংসারে তাহারা অতি দুর্ভাগ্য। বিপদ্ ও শত্রুতা তাহাদের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং সংসারে তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহারা সংসারে প্রায় কাহারও বন্ধুত্ব লাভ করিতে পারে না। "ঠোঁটকাটা কাক" বলিয়া তাহাদিগকে প্রায় সকলেই বিদ্বেষ করে, সশঙ্ক চকিতনেত্রে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে এবং তাহাদের বিপদে বা অধঃপতনে প্রায় সকলেই মহা আনন্দ অনুভব করে।

যেখানে পাঁচজন লোক একত্র উপস্থিত থাকে, সেখানে এরূপ তেজীয়ান্ উচিতবক্তার আবির্ভাব দেখিলে সকলেরই অন্তরে যুগপৎ আশঙ্কা, ঘৃণা ও বিরক্তির উদয় হয়; কেননা জগতে নির্দ্দোষ ব্যক্তি কেহই নাই। সুতরাং সকলেরই আশঙ্কা, পাছে ছিদ্রান্বেষী উচিতবক্তা বা ঠোঁটকাটা কাক সেই দোষ সাধারণ সমক্ষে উল্লেখ করিয়া অপদস্থ করে। সেইজন্য উচিতবক্তাকে কেহই অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করে না; বরং সকলেই তাহার শত্রু হয়।

অতএব ভাই, তুমি যেন উচিতবক্তা হইবার চেষ্টা করিও না। উচিত কথা বলিলে অনেক সময় বন্ধুও শত্রুরূপে পরিণত হয়। অনেক স্থলে জানিও, বক্তা হওয়া অপেক্ষা মৌনী হওয়া ভাল; সত্যকথা প্রকাশ করা অপেক্ষা সত্য গোপন রাখা ভাল।

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।"

সত্যকথা বলিবে, প্রিয়বাক্য বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় বাক্য সত্য হইলেও বলিবে না। এবং মিথ্যাকথা প্রিয় হইলেও বলিবে না। ইহা অবশ্য সাংসারিক গভীর জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তির

কথিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

ভাই, অনেকের আবার অধঃপতন হইলে আত্মাভিমানের বৃদ্ধি হয়। কোন কোন ব্যক্তি যখন ধনবান্ থাকে, তখন তাহাদের ধনাভিমান যে পরিমাণে থাকে, তাহাদের পতন হইলে অর্থাৎ কোন কারণ বশতঃ তাহারা দরিদ্র হইলে, তাহা-দের পূর্ব্বাবস্থাজনিত আত্মাভিমান শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। তখন তাহারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকলের নিকট আপনাদের পূর্ব্ব আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য-গৌরবের পরিচয় দেয়। সে পরিচয়ে যদি কেহ মনোযোগ না দেয়, অথবা তাহাতে সহানুভূতিসূচক আহা উহু শব্দমাত্র না করে, তাহা হইলে তাহারা মর্ম্মপীড়িত হয়। তাহা-দিগের প্রতি কোন প্রকার ঘৃণার ভাব প্রদর্শন করিলে, অথবা তাহাদের কাছে কেহ ধনাভিমান ব্যক্ত করিলে, তাহারা অন্তরে অসহ্য যাতনা প্রাপ্ত হয়। আপনাদের অধঃপতন হইলে তাহারা প্রায় অন্যেরও অধঃপতন প্রার্থনা করে; এবং কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনশালী হইতে দেখিলে তাহারা ঘোর ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া থাকে। ভাই, যাহার এক বিষয়ে পতন হয়, তাহার কত বিষয়ে পতন হয় দেখ। বিশেষতঃ আত্মাভিমানীর পতন হইলে সে ক্রমাগতই নরকের নিম্নতম কূপে নিমজ্জিত হইতে থাকে; তাহার প্রায় উদ্ধারের উপায় থাকে না।

অতএব ভাই, এরূপ উৎকট রোগগ্রস্ত করুণার্হদিগের আত্মাভিমানে কোনরূপে আঘাত করিবে না; পরন্তু তাহাদের সন্তোষ বিধান করিবে।

আমি এরূপ অনেক ছাত্রকে দেখিয়াছি, যাহারা পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইলে তাদৃশ উৎফুল্ল বা অহঙ্কৃত হয় না, কিন্তু অনুত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের আত্মাভিমান প্রবল হইয়া প্রকাশ পায়।

অনেকে এরূপ আছে, যে, কোন বিষয়ে তাহারা বিফল-মনোরথ হইলে ঘোরতর আত্মাভিমানী হইয়া উঠে। তখন তাহাদের মুখের দিকে সরল ও সহাস্যভাবে তাকাইলেও তাহারা মনে করে "এ আমাকে উপহাস করিতেছে, এ আমার মনঃপীড়ায় আনন্দপ্রকাশ করিতেছে!" এই ভাবিয়া দারুণ মর্ম্মাহত হয়; এবং অভিমানে আরও স্ফীত হয়। ভাই, তুমি হয়ত এরূপ অবস্থাপন্ন কোন ব্যক্তির মনের ভাব বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিবে না, অথচ সে তোমার প্রতি বিরক্ত হইবে।

অতএব ভাই, লোকের অবস্থা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, তাহাদের সহিত উচিত ব্যবহার করিবে। বিশেষ সতর্ক হইয়া মনোযোগের সহিত আগে জানিবে, কাহার কোন্ বিষয়ে আত্মাভিমান প্রবল; অনন্তর আত্মাভিমানে আহুতি প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে; অন্ততঃ তাহার শত্রুতা বা বিদ্বেষের ভাজন হইবে না। কোনরূপে কাহারও আত্মাভিমানে আঘাত করিবে না। মোহান্ধগণের মোহ ও নির্ব্বোধ ভ্রান্তগণের মূর্খতা যথাসাধ্য সহ্য করিবে। অনেক স্থানে মৌনাবলম্বন করিবে অথচ সহাস্য-ভাব পরিত্যাগ করিবে না। অন্যের অবস্থা চিন্তা করিয়া সকলের প্রতিই সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে।

ভাই, দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া কথা বলা বড় ধীরতা ও প্রবীণতার কাজ।

ভাই, যে দরিদ্র, তাহার নিকট যদি তুমি তোমার ধনৈশ্বর্য্যের

বর্ণনা কর বা সুখসৌকর্য্যের পরিচয় দাও, তাহা হইলে তুমি অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ে আঘাত করিবে।

যে পীড়িত বা দুর্ব্বল, তাহার কাছে যদি তোমার স্বাস্থ্য-জনিত কোন বাহাদুরি দেখাও, সে অন্তরে আঘাত পাইবে।

তদ্রূপ যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্ধ, খঞ্জ বা বিকলাঙ্গ হইয়াছে, তাহাদের নিকট ছন্দাংশে তাহাদের হীনাবস্থার উল্লেখ করিলে তাহারা মর্ম্মপীড়া বোধ করে।

অনভিজ্ঞকে বা মূর্খকে তাহার অনভিজ্ঞতা বা মূর্খতা প্রদর্শন করিতে গেলে অনেক স্থলে সে অন্তরে আঘাত পায়।

ফলতঃ, যে কোন প্রকারে হউক, তুমি অন্যের নিকট আত্ম-প্রাধান্য প্রকাশ করিবে বা অন্যের কোনরূপ হীনতা প্রদর্শন করিবে তাহাতেই তাহার অন্তরে বিষম আঘাত প্রদান করিবে।

অতএব ভাই, নিজের কোন গুণ বা উৎকর্ষ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইও না। অনেকে বৃথা ভ্রমবশতঃ প্রশংসা ও ও গৌরব প্রাপ্তির জন্য তদ্রূপ প্রয়াস পাইয়া থাকে; কিন্তু তাহারা ঠিক্ তাহার বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ তাহারা প্রশংসা ও গৌরব প্রাপ্ত না হইয়া, হিংসা ও বিদ্বেষের ভাজন হয়। তুমি যেন তদ্রূপ ভ্রমান্ধ হইও না; বৃথা কাহাকেও শত্রুরূপে পরিণত করিও না।

সংসারে সাধারণ লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে; কিরূপ ব্যবহার করিলে লোকে সন্তুষ্ট হয় এবং কিরূপ ব্যবহার করিলেই বা বিরক্ত ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়, তাহা জানিতে হইলে নিজের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

ভাই, তোমার কথায় যদি কেহ অমনোযোগ দেয়, যদি

অবহেলা করিয়া তোমার কথা কেহ না শোনে, তোমার মন কিরূপ হয় ?

তুমি কোন স্থানে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে যদি সে তোমাকে সম্ভাষণ না করে, তোমার মন কিরূপ হয় ?

তোমাকে যদি কেহ উপহাস করে বা বিদ্রূপ করে, তুমি অন্তরে কি সন্তোষলাভ করিতে পার ? তোমার প্রতি কেহ কর্কশভাষা প্রয়োগ করিলে তোমার মন কিরূপ হয় ?

তোমার কথায় যদি কেহ প্রতিবাদ করে, যদি কেহ তোমার অপবাদ ঘোষণা করে বা নিন্দা করে, তোমার মন কিরূপ হয় ?

তুমি যাহাকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়া জান, সে যদি তোমার কোন গুহ্য রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলে, তুমি অন্তরে কি বোধ কর ?

তোমার প্রতি কেহ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কোন কাজ করিলে তুমি কি মনে কর ? তুমি সহজেই বিনীত ও শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষপাতী হও কি না ?

কেহ তোমার স্বার্থহানি করিলে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার কি না ?

তোমার প্রতি যাহাদের সম্মান-সম্ভ্রম প্রদর্শন করা উচিত, তাহারা যদি তোমার সমক্ষে বেয়াদবি করে, তুমি কি মনে কর ? কোন প্রকারে কেহ তোমার আত্মাভিমানে আঘাত করিলে তোমার অন্তর কিরূপ হয় ?

অতএব ভাই, আর অধিক বলিব না, নিজের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করিলে অন্যের অন্তঃকরণের ভাবও অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিবে।

অন্যকে সন্তুষ্ট করিব, কাহারও বিরক্তি বা বিদ্বেষভাজন হইব

না, এ সম্বন্ধ যদি থাকে, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে তাহা সাধন করিতে পারি। অন্যকে সন্তুষ্ট করিতে হইলেই যে সকল সময়েই আমাদিগকে ক্ষতিস্বীকার করিতে হয় বা স্বার্থহানি করিতে হয়, তাহা নহে। সামান্য অমনোযোগ, লজ্জা বা অহঙ্কার-বশতঃ আমরা অন্যের বিরক্তি ও বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকি।

অতি সামান্য সামান্য বিষয়ে যদি আমরা কিছু স্বার্থ পরিত্যাগ করি এবং কিছু সতর্ক হইয়া চলি, তবে অনেককে বাধ্য করিতে পারি। সময়োচিত দুই একটী মিষ্টবাক্য বা শিষ্টব্যবহার দ্বারা মানুষের অনুরাগ ও প্রীতি আকর্ষণ করা যায়। মনেকর, সাধারণ কোন স্থানে বা সভাতে তুমি নিজ আসনে উপবিষ্ট আছ, একজন ভদ্রলোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আসন অভাবে তিনি দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হইলেন ; তুমি যদি এমন সময় নিজ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক সেই আসনে বসিতে অনুরোধ কর, তাহা হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ তোমার ব্যবহারে আর্দ্র হইবেই হইবে। সহস্র মুদ্রা দান করিলে লোকে যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, সময়বিশেষে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক একটী তাম্বুল বা একটী পুষ্প প্রদান করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। অধিক কি, অনেক সময় আমরা সামান্য অভিমান ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া শত্রুকেও মিত্ররূপে পরিণত করিতে পারি।

পরন্তু "জনস্যাশয় মালোচ্য যো যথা পরিতুষ্যতি,
তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধন-পণ্ডিতঃ।"

লোকের আশয় পরিজ্ঞাত হইয়া, যে যেরূপে সন্তুষ্ট হয়, তাহাকে সেইরূপেই সন্তুষ্ট করা উচিত।

যদি বল, অন্যকে সন্তুষ্ট করিতে এত প্রয়াস কিজন্য গ্রহণ করিব?

ভাই, সংসারে আমরা অন্যের সাহায্য ব্যতীত সুখে কালহরণ করিতে পারি না; এবং আমরা সহজে মনের এতাদৃশ উন্নতি-সাধন করিতেও পারি না, যে তাহা অন্যের সুখ্যাতি বা নিন্দাবাদে বিচলিত না হয়। অতএব আমরা আমাদের নিজ-সুখসন্তোষ-বর্দ্ধন জন্যই অন্যের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই। পরন্তু অন্যের সন্তোষ সাধনই আমাদের সাংসারিক নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। আবার উচ্চতর ধর্ম্মনীতি অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলেও, অন্যের সন্তোষবিধান করাই জীবনের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহাতে সাংসারিক সামান্য স্বার্থহানি হইলেও অসীম পুণ্যসঞ্চয় হইতে পারে।

কথোপকথন।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মানুষ আপন কথাতেই ব্যস্ত, অন্যের কথায় প্রায় মনোযোগ দেয় না। অতএব ভাই, যদি অন্যকে সন্তুষ্ট করিতে অভিলাষ কর, তবে তদ্গতচিত্ত হইয়া অন্যের সুখের বা দুঃখের পরিচয় শ্রবণ করিবে এবং তদ্ভাবাক্রান্ত হইয়া তাহাতে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে। ইহাতে তোমার বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, অথচ বক্তাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে।

কথোপকথন দ্বারাই অন্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কাহারও জ্ঞানী বলিয়া, কাহারও ধনী বলিয়া, কাহারও বুদ্ধিমান

বলিয়া, কাহারও বিদ্বান্ বলিয়া, কাহারও সুলেখক কবি বলিয়া, কাহারও বা তার্কিক বলিয়া আত্মাভিমান আছে। যিনি যতই কেন চতুর হউন না, কিছুক্ষণের জন্য মনোযোগের সহিত তাঁহার কথোপকথন শুনিলে সহজেই তাঁহার আত্মাভিমান বুঝিতে পারা যায়। আর কাহার কোন্ বিষয়ে আত্মাভিমান আছে তাহা জানিতে পারিলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে; কেননা কৌশলক্রমে আত্মাভিমানে আহুতি প্রদান করিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

যখন কেহ কিছু বলিবে, তখন তাহার কথায় বাধা দিবে না; তাহার কথার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তোমার বক্তব্য প্রকাশ করিবে; নতুবা বক্তা আত্মাভিমানে আঘাত পাইয়া তোমার প্রতি আন্তরিক বিরক্ত হইবেন।

কে কি বলে শুন; অধিকাংশ লোকই আপন কথাতে মত্ত। তাহারা অন্যের কথা শুনিতে তাদৃশ ইচ্ছা করে না। তাহারা বলিতে ভালবাসে, শুনিতে ভালবাসে না; অথচ তাহাদের কথায় অমনোযোগ দিলে তাহারা চটিয়া যায়। অতএব যখন কেহ কিছু বলিবে, তখন মনোযোগ দিয়া শুনিবে, নিজে কিছু বলিবে না; তাহাতে তোমার উপকার ভিন্ন অপকার নাই; অথচ বক্তাকে প্রীত করিতে পারিবে। আর যদি তদ্রূপ কোন ব্যক্তির কথা শুনিতে বিরক্তি হয় এবং সময়নষ্ট ও কাজের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে বরং কিঞ্চিৎ বিরক্তি ও ক্ষতিস্বীকার করিয়াও তাহার কথা শুনিবে, তাহাতে মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু বাহ্যভাবে সে যেন তোমার অমনোযোগ বুঝিতে না পারে।

যখনই পাঁচজনে একত্র হইবে, তখনই সাবধানে বিশেষ সতর্ক

হইয়া কথা কহিবে। সময়ে সময়ে এমনও ঘটিতে পারে যে, তুমি হয়ত একজনকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া পাঁচজনকে অসন্তুষ্ট করিয়া বসিবে। দেখিও, সে স্থানে খুব সাবধান হইয়া সকলের প্রতিই সদ্ব্যবহার করিবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন মনে করে যে, তুমি তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর করিয়া থাক।

যে তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছুক নহে, অথবা বুঝিতে সমর্থ নহে, তাহার কাছে কোন কথা বলিও না। যে তোমার কথা শুনিলে বিরক্ত হইবারই সম্ভাবনা, তাহার কাছে বাক্যব্যয় করা নিতান্ত ভ্রম।

বিশেষ স্থল ব্যতীত নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করিও না। সহস্র বিদ্যা ও সহস্র গুণে ভূষিত কোন ব্যক্তি যদি নিজ-মুখে আত্মগুণের পরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি লোকের ঘৃণা হয়। এবং তিনি যেরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র, তাহার শতাংশও তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

তুমি সহস্র কৌশলেও নিজগুণের ব্যাখ্যা করিলে মূর্খেরাও তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে এবং তোমার সাক্ষাতে না করুক, পরোক্ষে তোমাকে অহঙ্কৃত ও দাম্ভিক বলিয়া নিন্দা ও উপহাস করিবে।

কাহারও সম্মুখে তাহার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসাবাদ করিবে না।

বাচালতা।

অধিক বাক্যব্যয় দ্বারা মনুষ্যের যত লঘুতা প্রকাশ পায়, আর কিছুতেই তত পায় না।

চঞ্চল লঘুচেতা ব্যক্তিরাই দ্রুত বাক্য উচ্চারণ করে। কিন্তু ধীরবুদ্ধি পরিণামচিন্তাশীল বহুদর্শী ব্যক্তিরা অতি অল্পভাষী; তাঁহারা অনেক অবসর গ্রহণ করিয়া বিশেষ বিবেচনার সহিত এক একটী বাক্য উচ্চারণ করেন। ফলতঃ বাক্যব্যয়ে তাঁহারা অত্যন্ত কৃপণ; কিন্তু সেইজন্যই লোকে মহামূল্য জ্ঞানে বিশেষ আগ্রহ ও মনোনিবেশসহকারে তাঁহাদের বাক্য উদ্গ্রীব হইয়া শ্রবণ করে। প্রত্যুত যাঁহাদের বাক্যের মূল্য আছে, তাঁহারাই বাক্যব্যয়ে কুণ্ঠিত। কিন্তু যাহাদের বাক্যের মূল্য নাই, তাহারাই দ্রুতভাষী, বহুভাষী ও বাচাল হয়; তাহাদের কোন কথাই কেহ আস্থার সহিত শ্রবণ করে না, তাহারা কোন উপকারী কথা বলিলেও লোকে তাহা গ্রহণ করে না। বহুভাষীরা অল্পসময়ের মধ্যে অনেক কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে; তাহারা গূঢ় রহস্য রক্ষা করিতে পারে না; যে কথা গোপনে রাখিতে হইবে, যাহা নিতান্ত অপ্রকাশ্য, যাহা প্রকাশ করিলে হয়ত তাহাদের নিজের ও অন্যের মহৎ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহারা জিহ্বার দোষে তাহাও প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং পরিশেষে তজ্জন্য অশেষ অনুতাপে দগ্ধ হয়।

পরীহাস।

কাহারও সহিত পরীহাস করা উচিত নহে। এক প্রকার পরীহাস ক্রমাগত ভাল লাগে না, সুতরাং নূতন প্রকার পরীহাসের আবিষ্কার করিতে হইলে ক্রমশঃ তরল পরীহাস ঘনীভূত হইয়া গাঢ় হয় এবং ক্রমে তাহা কঠিন হইয়া অতিশয় সাংঘাতিকরূপে

আঘাত করে; সুতরাং পরীহাস পরিণামে চিরবিদ্বেষে ও বিদ্বেষ ক্রমে শত্রুতায় পরিণত হয়; অতএব পরীহাস অভ্যাস করা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

পরীহাসপ্রবণ ব্যক্তিদিগের গাম্ভীর্য্য বিলয় পায়; সুতরাং তাহারা সহস্রগুণে বিভূষিত হইলেও লোকের ঘৃণার্হ হয়।

সময়বিশেষে এক আধটা পরীহাসের কথা ভাল লাগে বটে, কিন্তু পরীহাসকারীদিগের স্বভাব ক্রমে ক্রমে এরূপ জঘন্য হয় যে, তাহারা আর সাদা কথা বলিতে ইচ্ছা করে না; প্রতিকথায় তাহাদের পরীহাস ভাল লাগে এবং ক্রমে তাহারা স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কথা কহিতে অসমর্থ হইয়া লোকের বিরাগ, বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধার ভাজন হয়। পরীহাসকারীরা কখনও কাহারও আন্তরিক বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হয় না।

ইদানীং বালক ও যুবকগণের মধ্যে এই পরীহাসপ্রবণতা ও রসিকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা সচরাচর এই পরীহাস ও রসিকতাকে ইয়ারকি বলে। এই ইয়ারকি তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছে। বিশেষতঃ সহরের বালক ও যুবকেরা এই পরীহাসের দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের স্থানকালপাত্রবিষয়ক কোন জ্ঞান নাই। সেই সকল হীনচেতা মূঢ়গণ পিতা-মাতা-শিক্ষক-প্রভৃতি গুরুজনের সহিতও ইয়ারকি দিতে সঙ্কুচিত হয় না। আবার এ বিষয়ে কেবল বালক ও যুবকেরাই যে দোষী, তাহাও নহে; বিচিত্র-কাল-বশতঃ এক্ষণকার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণও এই ইয়ারকি ভালবাসেন। অনেক পিতা পুত্রের সহিত এবং অনেক স্কুলের শিক্ষক ছাত্রগণের সহিত ইয়ারকি দিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারা পুত্র ও ছাত্রের নিকট যথাযোগ্য সম্মান ও

শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া সময়ে ক্ষুব্ধ ও অনুতাপিত হন। বিষবল্লী রোপণ করিয়া কে কোথায় অমৃতফল-লাভের অধিকারী হয়?

সংস্কার।

সমস্ত মনুষ্যেই আত্মাভিমান বিদ্যমান আছে, সকলেই সকল বিষয় আত্মবুদ্ধি অনুসারে বুঝিয়া থাকে ও বুঝিয়া রাখে। সেই বোধকেই প্রত্যেক মনুষ্যের সংস্কার বা ধারণা বলা যায়। যার যেরূপ সংস্কার বা ধারণা, সে তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে চায় না, বা পরিত্যাগ করিতে পারে না। বদ্ধমূল সংস্কারকে উৎপাটন করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। আত্মমত যে ভ্রান্তিসঙ্কুল হইতে পারে, ইহা পৃথিবীর অতি অল্প লোকই চিন্তা করিয়া থাকে।

পৃথিবীর অদ্বিতীয় পণ্ডিত আমার নিকট অপরিজ্ঞাতভাবে আসিয়া যদি তর্কে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমার সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিয়া আমার মনোযোগ বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবেন না।

মানুষের স্বভাবই এই; মানুষ স্বভাবতই সিদ্ধান্তচূড়ামণি। আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বুঝিবার সময় অবশ্য আমি আমার বুদ্ধি, বিবেক, স্মৃতি ও তর্কশক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তবে তাহা আবার কিরূপে ভ্রমপূর্ণ হইবে? অতএব সিদ্ধান্ত করিলাম, অন্যের মত ভ্রান্ত হইতে পারে (হইতে পারে কেন? নিশ্চয়ই ভ্রান্ত) আমার মত অভ্রান্ত! এইরূপে সকলেই স্বকীয় সংস্কারের উপর দৃঢ় নির্ভর করে। ঐ যে ক্ষুদ্র পিপীলিকা স্তম্ভের উপর ভ্রমণ করিতেছে, সে স্তম্ভ তাহা অপেক্ষা অসংখ্যগুণে বৃহৎ; তাহার

দৃষ্টিব্যাপিকা রেখা সেই স্তম্ভের যে অংশ পরিবৃত করিয়াছে, তাহা অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু সে অংশ তাহার নিকট কি? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সীমা!!! তাহার এ সংস্কার কিরূপে ভ্রান্ত বলিব? সে চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাইয়া যে সংস্কার অন্তরে বদ্ধমূল করিয়াছে, তাহা কিরূপে ভ্রান্ত বলিব? বলিবারই বা আমার অধিকার কোথায়? বলিলেই বা সে কেন শুনিবে? শুনিলেই বা কেন তাহা বিশ্বাস করিবে?

উপদেশ।

যদি অন্যকে উপদেশ দিতে হয়, তবে আত্মপ্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিবে। বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই; বাগাড়ম্বরে ও তর্কে কদাপি নিযুক্ত হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না এবং অকারণে লোকের বিদ্বেষভাজন হইও না। উপার্জ্জন করা বড়ই কঠিন, ব্যয় করা অনায়াস-সাধ্য। নিজ গুণপনা প্রকাশ করিবার জন্য যে ব্যগ্র হয়, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ; এ সম্বন্ধে ধৈর্য্য অবলম্বন বড়ই প্রীতিপ্রদ। বরম্ বালকের ন্যায় সর্ব্বদা অন্যের নিকট অভিনব বিষয়ের অনুসন্ধান লইবে, এবং উপদেশ ও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে; কাহাকেও উপদেশ বা পরামর্শ দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবে না। তবে যদি কেহ নিতান্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তোমার নিকট কোন উপদেশ বা পরামর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে নিজ জ্ঞানানুসারে উপদেশ দিবে। কিন্তু জানিও, সাধারণতঃ মানুষ আত্মাভিমানী ও সিদ্ধান্ত-চূড়ামণি। স্বীয় সংস্কার প্রায় কেহই পরিত্যাগ করিতে চায়

না, এবং সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেও না। আবার যথার্থ সদুপদেশ দিলেও অনেকে আত্মাভিমানে আঘাত প্রাপ্ত হয়।

ভাই, সংসারে এরূপ আত্মাভিমান এত প্রবল, যে তাহা চিন্তা করিতে গেলেও মন বিষম বিদ্বেষবশ হয়।

ভাই, তোমার পদমর্য্যাদা নাই, অতুল ঐশ্বর্য্যবিভব নাই, সুতরাং সমাজে তোমার কোন মানসম্ভ্রমও নাই; তুমি যদি সাধারণ দেশহিতকর কোন একটী কার্য্যের প্রস্তাব কর, তাহা হইলে জানিও যে, তুমি সমাজের ঘোর শত্রুতাচরণ করিলে; কেননা তুমি সে কার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছ বলিয়া তৎসাধনে কেহ অগ্রসর হইবে না। সুতরাং বুঝিয়া দেখ, তুমি সমাজের ঘোর শত্রুতাচরণ করিলে কি না?

তুমি যদি সাধারণের সুবিধাজনক কোন প্রশস্ত পথ আবিষ্কার কর, জানিও, সে পথে কেহই যাইবে না; কেননা তাহা **তোমার** আবিষ্কৃত!

আবার সাধারণ বা সমাজসম্বন্ধে যেরূপ, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধেও তদ্রূপ; যদি তোমা অপেক্ষা ধনাভিমানী, বিদ্যাভিমানী ও জ্ঞানাভিমানী কোন ব্যক্তিকে তুমি কোন সদুপদেশ দাও, সে তাহা কখনই গ্রাহ্য করিবে না; তাহার সহস্র অসুবিধা বা সহস্র ক্ষতি হইলেও সে কখনও তোমার প্রদর্শিত পথের অনুসারী হইবে না। কেননা তাহা হইলে তোমার নিকট প্রকারান্তরে তাহার হীনতা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আত্মাভিমানী কোন ব্যক্তিই অন্যের নিকট হীনতা স্বীকার করিতে পারে না।

অতএব ভাই, তুমি যদি সাধারণের বা ব্যক্তিবিশেষের শত্রুতাচরণ করিতে না চাও, তবে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিও না।

কোন উপদেশ দিও না। উপযাচক হইয়া কোন পরামর্শ দিও না। কিন্তু ভাই, তুমি যেন সাধারণের ন্যায় আত্মাভিমানী হইও না। "আপন বুদ্ধিতে মরিব সেও ভাল, তবু পরের বুদ্ধি শুনিব না" এ অতি অনভিজ্ঞ নীচাশয় ও গোঁয়ারের কথা। তুমি অমন গোঁয়ার হইও না। সর্ব্বক্ষণ অন্যের পরামর্শ আগ্রহের সহিত শুনিবে, তদনুসারে কাজ কর আর নাই কর; কিন্তু কাহারও কথায় অযত্ন করিও না।

ভাই, আবার একটী রহস্যের কথা বলি শুন :—

সাধারণতঃ মানুষ যেমন আত্মাভিমানপ্রযুক্ত অন্যের উপদেশ বা পরামর্শ শুনিতেও চায় না; আবার সেই আত্মাভিমানপ্রযুক্তই সাধারণতঃ সকলেই অন্যকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করিতে ব্যতিব্যস্ত! সেই জন্যই সংসারে প্রকৃত প্রণয় অত্যন্ত দুর্ল্লভ। "সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই" এটী বড় যথার্থ কথা। ভাই, তোমার কথা কেহ শুনিবে না, অথচ তোমাকে শত শত লোক উপদেশের কথা ও পরামর্শের কথা বলিবে। আবার যদি তুমি তাহাদের কথায় অবহেলা কর বা অমনোযোগ দাও, তাহা হইলেও তাহারা আত্মাভিমানে আঘাত পাইবে; সুতরাং তোমাকে বিদ্বেষ-নয়নে দেখিবে।

অতএব ভাই, অন্যকে উপদেশ দিতে চেষ্টা করিবে না, অথচ অন্যের উপদেশ ও পরামর্শ আগ্রহের সহিত শুনিবে; তদনুসারে কাজ কর আর নাই কর, সে তোমার বিবেচনা-সাপেক্ষ; কিন্তু কাহার কি প্রকার বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিবেচনা, সে বিষয় জানিতে অনিচ্ছা প্রকাশ বা অবহেলা করিও না।

শোন, কে কি বলে, কাহার কিরূপ অভিরুচি, কাহার কিরূপ উদ্দেশ্য, সে সমস্ত সাবধানে অবগত হও; নতুবা সংসারে বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে না।

কথোপকথন সময়ে যদি কোন স্থানে তোমার নিজের মত ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহা ব্যক্ত করিবে না। "আমি এই কথা বলি বা আমার এই মত" এরূপ কথা বলিও না; পরন্তু যদি তাহা নিতান্ত ব্যক্ত করা আবশ্যক বোধ কর, তবে কৌশলক্রমে তাহা যেন অন্যের মত এইরূপে ব্যক্ত করিবে যথা;—

"কেহ কেহ এইরূপ বলেন" "কাহারও কাহারও এইরূপ মত" এইরূপে মত ব্যক্ত করিয়া ধীরভাবে তদনুযায়ী যুক্তিগুলিও অন্যের উক্তিস্বরূপে ব্যক্ত করিবে; কেহ ঘৃণার সহিত তাহাতে অনাস্থা করিলেও তুমি যেন উদ্ধত হইও না।

ভাই, নিজের বিদ্যাবত্তা ও অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া লোকের বিরাগভাজন হওয়া অপেক্ষা বরং আপনাকে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞের ন্যায় প্রদর্শন করিয়া তাহাদের অনুরাগ-ভাজন হওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।

সাধারণতঃ সকল মনুষ্যেরই প্রায় বিজ্ঞতাভিমান আছে, সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত ও অতি তীক্ষ্ণধার মনে করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের এই আত্মাভিমানে কৌশলক্রমে ইন্ধন প্রদান করিতে পারিলে তুমি অনেকেরই অনুরাগভাজন হইতে পার এবং অনেকেরই সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিতে পার। বিশেষতঃ যে যত অজ্ঞ, তাহার বিজ্ঞতাভিমান তত প্রবল; যে যত মূর্খ, তাহার জ্ঞানাভিমান তত প্রবল;

যে যত নীচ, তাহার বড়ত্ব অভিমান তত অধিক; সুতরাং কাহার কোন্ বিষয়ে আত্মাভিমান প্রবল, তাহাও জানিতে পারিবে। কিন্তু সংসারাভিজ্ঞ বিজ্ঞ চতুর ব্যক্তিদিগকে সহজে চিনিতে পারা কঠিন, তাঁহারা কখনও নিজ উৎকর্ষ প্রদর্শনে ব্যতিব্যস্ত হন না; তাঁহারা বরং আপনাদিগকে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ স্বরূপে প্রদর্শন করিয়া সতত সংসারের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করেন।

ভাই, লোক-পরীক্ষার গুটিকত সহজ সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিতেছি, এগুলি স্মরণ রাখিও; কিন্তু যেন তাহাতে বিদ্বেষবশ হইও না। সাধারণতঃ জগতের লোক মূর্খ ও মোহান্ধ; সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা করুণার্হ; পরন্তু তুমি কাহারও প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইও না।

ভাই, সাধারণতঃ দেখিবে, অনেকে আপনাদের কোন ঘোরতর হীনতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সর্ব্বদা কোন বিশেষ গুণের ভাণ করিয়া থাকে। যে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী, তাহার মুখে সর্ব্বদা শুনিবে;—"হায়! লোকে কেন যে মিথ্যা কথা বলে, কেন যে প্রতারণা করে, কিছুই বুঝিতে পারি না; হায় হায়! মিথ্যাবাদী প্রতারকগণের কোন্ নরকে যে স্থান হইবে, তাহা জানি না।" এবম্প্রকার শতসহস্র বাক্য শুনিবে।

আবার এমন নিরেট মূর্খ গাধাও জগতে দুর্লভ নহে, যাহারা স্পষ্টতঃ স্ব স্ব নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য এইরূপ বলিয়া থাকে;—"মিথ্যাকথা কাহাকে বলে, প্রতারণা কাহাকে বলে, আমি স্বপ্নেও তাহা জানি না। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও একটীও মিথ্যাকথা বলি নাই;

কাহাকেও প্রতারণা করিবার প্রবৃত্তি স্বপ্নেও আমার হয় নাই। ভগবানের ইচ্ছায় এই উৎকট পাপ আমাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই।”

ভাই, এইরূপে অনেক স্বেচ্ছাচার পশু পাষণ্ডকে স্বকীয় পবিত্রতা ও শুদ্ধাচারের ভাণ করিতে শুনিবে।

আর ভাই, জগতে ধর্ম্মের ভেকধারী যে কত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে তাহার সংখ্যা নাই। যারা ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না—ঘোর অবিশ্বাসী নাস্তিক যারা, তাদের মুখে সর্ব্বদা ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাইবে। দেখিবে, তারা ধর্ম্ম লইয়া গলাবাজি করিতেছে, বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছে, তর্কবিতর্ক করিতেছে। ধর্ম্মধ্বজী ও ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী জগতে অনেক আছে; সেইজন্যই ভাই, জগতে ধর্ম্ম অতি দুর্লভ জিনিষ হইয়াছে। বাজারে মৃগনাভি ক্রয় করিতে যাও, দেখিবে, প্রত্যেক বণিকের দোকানে তাহা রহিয়াছে; কিন্তু ভাই, জানিও, সে প্রকৃত মৃগনাভি নহে; কৃত্রিম সৌরভযুক্ত শুষ্ক শোণিতবিন্দুমাত্র; তাহাতে বিকারের প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত বিকার বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা।

ভাই, জগতে তদ্রূপ ধর্ম্মব্যবসায়ী বণিক্ অনেক দেখিতে পাইবে; কথায় শ্রাদ্ধ করিয়া, বক্তৃতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া, মূঢ় পামর ধর্ম্মধ্বজিগণ তোমাকে মোহিত করিবে। যাহা হউক, ভাই, মোদক নিজকৃত মিষ্টান্নের স্বাদগ্রহণ করিতে আত্মবঞ্চিত বলিয়া তুমি যেন তাহা ত্যাগ করিও না; ঘৃণার ভাব যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়বিহীন পামর পাষণ্ডগণের মুখেও ধর্ম্মের কথা শুনিবে, তাহাতে কোন হানি নাই। এমন কি, ধর্ম্মধ্বজি-

গণের বক্তৃতা ও উপদেশাদি শুনিবার জন্য যদি কিছু আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহাও করিবে; কেননা জাহাজের দড়ি যদি ঠিক সাজান থাকে, যদি পাইল তুলিবার কৌশল জানা থাকে, তবে যে দিকে ইচ্ছা বায়ু প্রবাহিত হউক, তোমার গম্যপথে তুমি যাইতে পারিবে, প্রতিকূল বায়ুকেও অনুকূল করিয়া লইতে পারিবে। বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেমস্বরূপ সুদৃঢ় রজ্জু যেন ছিন্ন না হয়, যে দিকে ইচ্ছা বায়ু প্রবাহিত হউক্, তুমি স্বচ্ছন্দে বাদাম তুলিয়া গম্যপথে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু ভাই, তোমাকে বলি, তুমি যেন ধর্ম্মধ্বজিগণের ও ধর্ম্মবণিক্‌গণের অনুকরণ করিয়া বাক্যের শ্রাদ্ধ করিও না; বক্তৃতার ছড়াছড়ি করিও না। তাহা করিলে আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতার মহতী ক্ষতি হইবে। অন্যের নিকট বিক্রয় করিব, সঙ্কল্প করিলে নিজে বঞ্চিত হইবে। অন্য বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা দ্বারা তর্ক বিতর্ক করিয়া নিজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া কিংবা বক্তৃতা করিয়া নিজ অভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়াই যখন অত্যন্ত গর্হিত, তখন অতি গুহ্য—অতি পবিত্র জিনিষ যে ধর্ম্ম, সাবধান, অপবিত্র স্থানে যত্রতত্র তাহা লইয়া ক্রয়বিক্রয় করিও না। ধর্ম্মসম্বন্ধে কাহারও সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইও না। শুদ্ধ দেখ, দেখ, দেখ, কত জন কত ভঙ্গী দেখাইবে, কত বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রদর্শন করিবে; শুনিয়া যাও—অবাক্ হইয়া, নিস্তব্ধ হইয়া, নিশ্চল হইয়া শুনিয়া যাও; কাহাকেও কিছু বলিও না।

যদি ভাই, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে চাও, তবে মুনি-ব্রত অবলম্বন কর। মৌনব্রত অতি সহজ অথচ অতি মহান্ ব্রত; এই পরম শ্রেয়স্কর ব্রত অবলম্বন করিলে আধ্যাত্মিক

জগতের অতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে হৃদয় অপূর্ব্ব প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইবে।

আত্মাভিমান ও অহঙ্কার।

অপর সাধারণ অপেক্ষা যাহার যে বিষয়ে উৎকর্ষ বা গুণাধিক্য আছে, সে সেই বিষয়ে আত্মাভিমানী হয়। সেই আত্মাভিমান কোনরূপে ব্যক্ত করিলেই তাহা অহঙ্কার নামে অভিহিত হয়। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে আত্মাভিমান থাকা নিতান্ত গর্হিত নহে; কিন্তু তাহা অহঙ্কাররূপে ব্যক্ত করাই অনুচিত। সংসার-চতুর ব্যক্তিরা আত্মাভিমানকে সাবধানে গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন। পরম জ্ঞানী সন্ন্যাসীরা এই আত্মাভিমানের ধ্বংস করিতেই সচেষ্ট। এই আত্মাভিমান বড় আনন্দ-দায়ক বস্তু, অথচ ইহা মাদক দ্রব্যের ন্যায় অবসাদক নহে, সুতরাং দূষণীয় নহে। এই আত্মাভিমান সকলেরই অন্তরে বিরাজিত আছে; যে পথের ভিখারী তাহারাও কোন না কোন বিষয়ে আত্মাভিমান আছে। এই আত্মাভিমান লাভ করিবার জন্য লোকে সাংসারিক উন্নতি সাধন করে, এই আত্মাভিমানের বৃদ্ধি করিবার জন্যই লোকে বিদ্যা ও ধন ভূরিপরিমাণে লাভ করিতে চেষ্টা করে। ফলতঃ এই আত্মাভিমানই সাংসারিক উন্নতির প্রণোদক। আত্মাভিমান না থাকিলে এই সংসারের জীবনী শক্তির ধ্বংস হয়। আত্মাভিমান যতই বর্দ্ধিত করা যায়, ততই মানসিক আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তাই, এই আত্মাভিমানেরও একটী উচ্চতম

সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে; আত্মাভিমান সে সীমা অতিক্রম করিতে পারে না; এবং সেই সীমায় উত্থিত হইলেই পুনর্বায় তাহার হ্রাস হইতে থাকে; কিন্তু সেই হ্রাসের অবস্থা অবসাদের অবস্থা নহে; পরন্তু তাহাও এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অবস্থা। আত্মাভিমানের যতই হ্রাস হইতে থাকে, মনে ততই কি যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় শান্তির উদয় হয়, তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। পদ্মগন্ধের মনোহারিত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে নাসিকাগ্রে একটী পদ্মপুষ্প ধারণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়; নতুবা পদ্মগন্ধ কেহই কাহারও নিকট বুঝাইয়া দিতে পারে না। তদ্রূপ আত্মাভিমানের ধ্বংস-সাধনে যে কি অতুল আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। ভাই, প্রার্থনা করি, তুমি যথাসময়ে সেই অতুল প্রীতি উপভোগ করিতে পারিবে। যদি বল যে, আত্মাভিমানের ধ্বংসে যদি এত আনন্দ অনুভব করা যায়, তবে সেই আত্মাভিমান বর্দ্ধিত না করাই ত উচিত? কিন্তু তাহা করিলে সাংসারিক সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। এবং সংসার জীবনী শক্তি হারাইয়া ছারে খারে যায়। যে দিন হইতে আত্মাভিমানের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইবে, সেই দিন হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে সন্ন্যাস ধর্ম্ম আরম্ভ হইবে; সেই দিন হইতেই সংসার-পরিত্যাগের সূচনা হইবে; সেই দিন হইতেই বানপ্রস্থের আরম্ভ হইবে। "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমের পরে অর্থাৎ অর্দ্ধ জীবন অতীত হইলে এই অবস্থা প্রার্থনীয়। সেই সময় হইতেই মৃত্যুচিন্তা করা উচিত; সেই সময় হইতেই "কোঽহং কুতঃ চ

সংসারঃ” ইত্যাদি চিন্তা অন্তরে অনুধ্যান করা উচিত। সেই চিন্তা করিতে করিতেই ক্রমে মানস-সুধাকর উপরাগ-মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় অভিমানমুক্ত হইয়া সুবিশাল নির্ম্মল হৃদয়-ক্ষেত্রে অনির্ব্বচনীয় অতুল প্রীতিকর স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করতঃ তাহাকে অমৃতাভিষিক্ত করিবে। তখন প্রকৃত শান্তি কিরূপ; প্রকৃত স্বর্গীয় সুখ কিরূপ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে; কিন্তু ভাই, বালকের পক্ষে হঠাৎ বৃদ্ধত্ব-প্রাপ্তি যেমন অস্বাভাবিক ও অসম্ভব, তদ্রূপ সংসার-সুখে অবিতৃপ্ত হৃদয়ের পক্ষে সেই শান্তি লাভ করাও অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। যাহারা যৌবনে সংসার-বিরাগী হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনের চেষ্টা করে, তাহাদের চেষ্টা প্রায় বিফল হয়; তাহারা প্রায়ই ভণ্ডতপস্বী হইয়া থাকে এবং কদাপি হৃদয়ের শান্তি লাভ করিতে পারে না।

অতএব ভাই, অনন্তজ্ঞানপয়োধি-পারদর্শী ত্রিকালজ্ঞ মহামনীষিগণ জীবনপথের যে ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাই বলিতেছি ভাই, “অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যা মর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ” এই ব্যবস্থানুসারে বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সাংসারিক উন্নতি এবং আত্মাভিমান বা আত্মগৌরব লাভ করিবে; কিন্তু ভাই, আত্মাভিমানকে অহঙ্কাররূপে পরিণত করিও না। আত্মাভিমান কোনরূপে ব্যক্ত করিলেই তাহা অহঙ্কাররূপে পরিণত হয়।

ভাই, আত্মাভিমান প্রত্যেক মনুষ্যহৃদয়ে বিদ্যমান্ আছে; যে পথের ভিখারী তারও আত্মাভিমান আছে; আমিও বলি যে,

আত্মাভিমান ও আত্মমর্য্যাদা প্রত্যেক মনুষ্যেরই থাকা উচিত এবং অন্তরে তাহাকে পোষণ করাও উচিত; কেননা ইহাতে যথেষ্ট প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করা যায়। এই আত্মাভিমান বৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্যই জগতে প্রত্যেক লোক উন্নতির পথে প্রধাবিত; এই আত্মাভিমানই জগতে উৎকর্ষ-পথের নেতা; এই আত্মাভিমান-প্রণোদিত হইয়াই লোকে যাবতীয় কৃচ্ছ্রসাধ্য মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ফলতঃ আত্মাভিমানই মনুষ্য-হৃদয়ের প্রকৃত গৌরবের নিদান। কিন্তু ভাই, জগতে যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মাভিমানী, প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন অন্যের অপেক্ষা উৎকর্ষ ও প্রাধান্য লাভের অভিলাষী, তখন হৃদয়নিহিত সেই আত্মাভিমানকে কেহ অন্যের নিকট প্রকাশ করিলেই সে ঘৃণার পাত্র হয়।

অহঙ্কার।

আত্মাভিমান বা আত্মমর্য্যাদা বা আত্মগৌরব হৃদয়ে পোষণ কর, অন্যের অপেক্ষা উৎকর্ষ ও প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় সতত নিযুক্ত থাক, তাহাতে হানি নাই; বরং তাহাই কর্ত্তব্য ও সুখের মূলীভূত। কিন্তু ভাই, বাহ্য জগতে তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিও না। আত্মাভিমান কোনরূপে প্রকাশ করিলেই তাহা অহঙ্কার বলিয়া অভিহিত হয়। অহঙ্কার লোকের অসহ্য। তুমি অন্য কোন ব্যক্তির অপেক্ষা ধনে, মানে, গুণে বা পদে যত বড় হওনা কেন, তোমার সেই বড়ত্ব, যদি তুমি নিজে কোন কৌশলে

তাহার নিকট প্রকাশ কর, তাহা হইলে সে অন্তরের সহিত তোমাকে বিদ্বেষ ও ঘৃণা করিবে। ভাই, নিশ্চয় জানিও যে, জগতে সকলেই নিজের প্রাধান্য ও বড়ত্বের জন্যই বিব্রত, সুতরাং অন্যের বড়ত্ব-বড়াই দেখিলে সকলেই আত্মাভিমানে আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং তাহা হইতে হিংসা ও বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে।

তাই বলি ভাই, আত্মাভিমান বা অহঙ্কার কখনই প্রকাশ করিবে না; অন্যের নিকট আপনাকে দীনহীন অকিঞ্চন ও অনভিজ্ঞের ন্যায় সর্ব্বদা প্রদর্শন করিবে; তাহা হইলে অন্যে তোমাকে বিনীত বলিয়া প্রশংসা করিবে; সুতরাং অহঙ্কার বা আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়া যে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করিতে পার, তাহা অপেক্ষা শতগুণ গৌরবে অন্তর পরিতৃপ্ত হইবে। বিশেষতঃ তুমি যে পরিমাণে অন্যের অপেক্ষা উৎকর্ষ ও প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে, সেই পরিমাণে আপনাকে অবনত করিবে। একজন পণ্ডিত যথার্থ বলিয়াছেন,—"তুমি নিজের গুণ যত বাড়াইয়া বলিবে, আমি উহা তত কমাইয়া লইব, আর যত কমাইয়া বলিবে, তত বাড়াইয়া লইব।"

যারা আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়া অন্যের প্রশংসা লাভের আশা করে, তারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও মূর্খ। 'আমি এই কাজ করিয়াছি, আমি সেই কাজ করিয়াছি' ইত্যাদি প্রকার পরিচয় কোথাও দিও না; পরন্তু অন্যের নিকট কথোপকথন প্রভৃতির সময় 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি শব্দ যথাসাধ্য পরিবর্জ্জন করিবে। ফলতঃ 'আমি আমার' ইত্যাদি শব্দ-বহুল যে পরিচয়, তাহাকেই 'অহঙ্কার' বলা যায়, 'আমি আমার' প্রভৃতি শব্দ- সাক্ষাৎসম্বন্ধে

পরিত্যাগ করিয়া কৌশলক্রমে তাহা ব্যক্ত করিলেও 'অহঙ্কার' প্রকাশ করা হয়; আর অহঙ্কার যে কোনরূপে ব্যক্ত করিলেই তাহা কাহারও হৃদয়গ্রাহী হয় না।

ভাই, তোমার যত উৎকর্ষ, গুণ ও ক্ষমতা থাকে থাকুক, তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য কখনও প্রয়াস পাইও না; তাহা আপনাআপনি তোমার বাহ্য কার্য্য বা অনুষ্ঠান দ্বারা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে; আর যদিও অন্যে তাহা জানিতে না পারে, তাহ হইলে তোমার ক্ষতি কি? অন্যের প্রশংসা লাভ করিয়া তোমার কি উপকার হইবে? বিশেষতঃ হিংসা ও বিদ্বেষ-মিশ্রিত লৌকিক প্রশংসাধ্বনি শ্রবণ করিয়া তুমি অন্তরে কি সুখলাভ করিতে পারিবে?

ভাই, সাধারণ লোকের ন্যায় তুমিও ভ্রমে পড়িও না; জগতের লোকের পরিচয় তোমাকে দিলাম।

"জগতের প্রায় সকলেই ঘোর আত্মাভিমানী অথচ কেহ অন্যের অহঙ্কার সহ্য করিতে পারে না।" আপনাকে সকলেই বহুমূল্য জ্ঞান করে—আবার "সকলই বিক্রেতা হাটে ক্রেতা কেহ নাই।" ইহা অতীব গূঢ় রহস্য। লৌকিক-ব্যবহারে সর্ব্বদা এই রহস্য চিন্তা করিবে; নতুবা বিষম ভ্রমে পড়িয়া অকারণে অন্যের বিদ্বেষ-ভাজন হইবে এবং হৃদয়ে বৃথা আঘাত প্রাপ্ত হইবে।

যদি পার, তবে কোন সময়ই আপনার কথা আপনি বর্ণনা করিও না। অনেকের এরূপ জঘন্য প্রকৃতি যে, নিতান্ত অপ্রা-সঙ্গিক হইলেও তাহারা আত্মপরিচয় আরম্ভ করে এবং আত্ম-গুণের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা ধৃষ্টতা ও প্রগল্ভতার সাক্ষাৎ আদর্শ স্বরূপ। অনেকে কৌশলক্রমে আত্ম-গুণ বর্ণনার

প্রবৃত্ত হয় ;—"আপন কথা আপন মুখে বলিতে নাই" "নিজের কথা নিজমুখে বলিতে আমি অতিশয় নারাজ, কিন্তু কি করি, এস্থানে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না" এইরূপ ভূমিকা করিয়া তাহারা আত্মপরিচয় আরম্ভ করে এবং আপনার বিজ্ঞতা, সাহস ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণের বর্ণনা করে; কিন্তু যিনি যতই কৌশল অবলম্বন করুন, নিজের গুণ নিজে বর্ণনা করিলেই, লোকে প্রত্যক্ষে না হউক অন্ততঃ পরোক্ষেও ঘৃণা ও উপহাস প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্যের কোনরূপ প্রাধান্য বা উৎকর্ষ দেখিলে বা শুনিলে সাধারণতঃ লোকে আত্মাভিমানে আঘাত পায়। তবে যেখানে আত্মপরিচয় দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, সেখানে অবশ্য পরিচয় দেওয়া উচিত; কিন্তু যে সকল কথা আত্মগুণ-ব্যঞ্জক এবং আত্মপ্রশংসা-সূচক, সে সকল কথার উল্লেখ মাত্র করিবে না। যেখানে তোমার নিজের কোন কার্য্যকলাপের পরিচয় দিলে অন্যের গুণকীর্ত্তন করা হয়, সে পরিচয় অবশ্য শত স্থানে দিবে, "আমি এই এই স্থানে এই এই সময়ে এই এই কার্য্য করিয়া বিপদে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি আমাকে সেই বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন।" এরূপ পরিচয় দেওয়া দোষের বিষয় নহে। তোমার যদি প্রকৃত গুণ থাকে, তাহা স্বতই লোকে বুঝিতে পারিবে, বুঝাইয়া দিবার জন্য তোমাকে আয়াস গ্রহণ করিতে হইবে না।

তুমি নিজের গুণ নিজে রঞ্জিত করিতে যত চেষ্টা করিবে, লোকের চক্ষুতে তাহা ততই মলিন বোধ হইবে; এবং তুমি নিজের দোষ নিজে গোপন করিতে যত চেষ্টা করিবে, লোকের চক্ষুতে তাহা ততই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। অতএব এই

সামান্য প্রলোভনে অধীর হইয়া একান্ত অভিলষিত স্বার্থসিদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করিও না।

প্রশংসা।

প্রশংসাধ্বনি কি মধুর! ইহা যত সত্বর হৃদয় অধিকার করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। সমস্ত মনুষ্যের অন্তঃকরণই অন্যের প্রশংসা লাভ করিতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। অন্যের অন্তঃকরণের উপর আধিপত্য লাভ করিতে মানুষ যে কত ব্যগ্র, তাহা বলা যায় না। যখন কেহ আমাদের কোন বিষয়ের জন্য প্রশংসা করে, তখন আমরা মনে করি যে, আমরা প্রশংসাকারীর হৃদয় ক্রয় করিয়াছি। কিন্তু ভাই, অন্যের হৃদয় ক্রয় করা সহজ কথা নহে। সকলেরই অন্তঃকরণ স্বাধীন; যে আমার ক্রীতদাস, তার শরীর আমার আজ্ঞাধীন হইলেও তাহার অন্তর আমার আজ্ঞাধীন নহে; তাহার হস্ত আমার সম্মুখে বদ্ধাঞ্জলি হইলেও তাহার অন্তর সম্পূর্ণ স্বাধীন। যাহাকে আমার পদানত দেখিতেছি, হয়ত তাহার অন্তর আমার মস্তকে পদাঘাত করিতেছে।

যখন কেহ আমাদের সুখ্যাতি করে, তখন আমরা সুখ্যাতিকারীর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে সক্ষম হই না এবং বুঝিবার চেষ্টাও করি না। আমরা কখনও মনে করি না যে, তার বাক্য হইতে মন স্বতন্ত্র; পরন্তু তার প্রশংসাবাদে আমাদের হৃদয়তন্ত্রী আনন্দে বিধুনিত হইতে থাকে। আমরা যতই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী, বহুদর্শী ও বিচক্ষণ হই না কেন, প্রশংসালাভে আমাদের অন্তর উৎফুল্ল হইবেই হইবে।

নিতান্ত মূর্খ চাটুকার ভিন্ন আমরা যাবতীয় প্রশংসাকারীর নিতান্ত পক্ষপাতী। মুখে যাহাই বলি, যতই কেন বীতস্পৃহা প্রকাশ করি না, যতই কেন বিবেক-বৈরাগ্য প্রদর্শন করি না, আমাদের অন্তরের অন্তর্নিহিত গূঢ় প্রকোষ্ঠ সকল অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, প্রশংসালাভের বলবতী প্রবৃত্তি সকল তথায় অবস্থিতি করিতেছে। নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যচারী সন্ন্যাসী ব্যতীত এই প্রবৃত্তির উচ্ছেদসাধন করা আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

কিন্তু ভাই, এই প্রশংসালাভের বলবতী প্রবৃত্তিকে হীনবল করিতে হইবে; ইহার মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইও না; কেননা সংসার-প্রবিষ্ট হইলে দেখিতে পাইবে যে, এই প্রবৃত্তির প্ররোচনার বশীভূত হইলে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে ঘোরতর আঘাত পাইতে হয়।

প্রত্যেক মনুষ্যই যখন আত্ম-প্রশংসার জন্য লালায়িত, তখন কেহই প্রায় অন্যের প্রশংসা করিতে চায় না; অন্যের গুণ বিশেষ করিয়া দেখিতেও চায় না; অন্যের অবস্থা জানিতে চায় না। স্বার্থ-সাধনের নিমিত্তই লোকে অন্যের প্রশংসা করে, অথবা মনুষ্যকৃত অসাধারণ আশ্চর্য্য কোন কার্য্যের জন্য ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রশংসা করে এবং বঞ্চক চাটুকারেরা ও অপদার্থ কাপুরুষেরা নীচ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অজস্র প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু ভাই, সে প্রশংসায় ফল কি? তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণের কখনই পরিতৃপ্তি হয় না; আমাদের আত্মাভিমান তাহাতে কখনই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না; আমরা সহজেই সেই কৃত্রিম প্রশংসা-বাদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

ধনীর চাকচিক্যে মোহিত হইয়া লোকে তাহাকে আকাশে তুলিয়া থাকে বটে; কিন্তু ভাই, জানিও, লোকে বাধ্য হইয়াই

তদ্রূপ করিয়া থাকে। সংসারে অভাবগ্রস্ত হইয়া সেই অভাব মোচনের জন্য ও সামান্য নীচ স্বার্থ সাধনের জন্যই তদ্রূপ করিয়া থাকে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কিন্তু সকলেই হিংসাকে অন্তরের নিগূঢ়-প্রদেশে রক্ষা করিয়া থাকে।

নিজে আকাশে উঠিবে, জগৎকে নিজের চাকৃচিক্য দেখাইয়া মোহিত করিবে, ইহাই প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয়ের পরম অভিলষিত; সুতরাং অন্যের চাকৃচিক্যে তাহারা বাহ্য আনন্দ প্রদর্শন করে মাত্র (তাহাও স্বার্থসিদ্ধির জন্য); কিন্তু সামান্য সুযোগ পাইলেই অমনি সেই আকাশের মাণিককে পদদলিত করিয়া হৃদয়ের হিংসাবৃত্তির তৃপ্তিসাধন করে। যদি একজন ঐশ্বর্য্যশালী ধনকুবের হঠাৎ শ্রীভ্রষ্ট হন বা কোন বিপদ্-বিড়ম্বনায় পতিত হন, অমনি শত-সহস্র লোক (যাহারা পূর্ব্বে তাঁহাকে নিজ নিজ প্রয়াসে আকাশে তুলিয়াছিল) একেবারে তাঁহাকে পদদলিত করিবে! বিষম পৈশাচিক চীৎকারে বিষদিগ্ধ শল্য দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিবে!! এ সম্বন্ধে সাংসারিক প্রায় সমস্ত লোকই বোধ করি বিমূঢ় মোহান্ধ।

এ পৃথিবীতে যিনি যাহাই করুন্, দিনকতকের জন্য।

ভাই, আজি যদি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার কোন বংশধর ভারতে আগমন করেন, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইবে, সকলেই রাজভক্তি দেখাইবার জন্য তাঁহাকে বহু সমাদরে গ্রহণ করিবে; কিন্তু আজি যদি আকবর বাদসাহের কোন বংশধর আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহার কত দুর্দ্দশাই হইবে! কে তাঁহাকে গ্রাহ্য করিবে? কে তাঁহাকে সেলাম করিবে? সকলেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, উপহাস করিবে!! ভাই, সংসারের রীতিই এই।

ভাই, একদা দেখিলাম, একজন বাজিকর অত্যুচ্চ স্থাণুবদ্ধ রজ্জুর উপর দুই পায়ে ভর দিয়া অবলীলাক্রমে যাইতে লাগিল। সকলেই তাহা দেখিয়া বাহবা দিতে লাগিল। তখন সে আরও বাহাদুরি দেখাইবার জন্য এক পায়ে ভর দিয়া রজ্জুর উপর দুলিতে লাগিল, সকলেই তাহাতে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল; কিন্তু বাজিকর সেই প্রশংসায় অধিকতর প্রমত্ত হইয়া আরও গুণপনা দেখাইবার জন্য একটী অঙ্গুলীর উপর ভর দিয়া দুলিতে লাগিল; কিন্তু এবার স্খলিত-পদ হইয়া ভূতলে পতিত ও চূর্ণীকৃতাঙ্গ হইল; এক্ষণে সকলেই তাহা দেখিয়া হাঁসিয়া উঠিল এবং উপহাস করিতে লাগিল। কাহারও অন্তরে দুঃখের লেশমাত্র উদিত হইল না। ভাই, ইহা দেখিয়া সহজেই আমার মনে উদিত হইল, সংসারের গতিও ঠিক্ এইরূপ; যদি তুমি মানুষের প্রশংসালাভে অত্যন্ত ব্যগ্র হও, তবে তোমাকে ক্রমাগত বাহাদুরি দেখাইতে হইবে: যতক্ষণ তাহা দেখাইতে পারিবে, ততক্ষণ প্রশংসা পাইতে পারিবে; কিন্তু একবার স্খলিত-পদ হইলে তোমার পূর্ব্বকৃত সহস্র বাহাদুরি লোকে ভুলিয়া গিয়া তোমাকে উপহাস করিবে এবং কেহই তোমার প্রতি সহানুভূতি বা সমবেদনা প্রদর্শন করিবে না। পূর্ব্বে প্রশংসালাভে তোমার যে হৃদয় উৎফুল্ল ও স্ফীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা বিদ্রূপ ও উপহাস দ্বারা নিতান্ত নিষ্পেষিত ও সঙ্কুচিত হইবে।

অতএব ভাই, মানুষের প্রশংসা বা নিন্দাবাদের উপর যেন তোমার হৃদয়ের সুখদুঃখ একান্ত নির্ভর না করে। সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষ নিজ-প্রাধান্য-প্রিয়, অন্যের কোন বিষয়ে বিশেষ গুণ দেখিলে সে প্রকৃতপ্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয় না, বরং আত্মাভিমানে

আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং অন্তের ত্রুটিতে আনন্দ অনুভব করে; সময়ে সময়ে সে যে অন্যের প্রশংসা করে, তাহা নিতান্ত মৌখিক; অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে হিংসা ও বিদ্বেষ লুক্কায়িত রাখে।

ভাই, জীবনের অনেক সৎ উদ্দেশ্য আছে, মনেও অনেক সৎ-প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের পরিতৃপ্তিসাধনে চেষ্টা কর, তাহাতে প্রশংসালাভ না করিতে পারিলেও আত্মগৌরবে হৃদয় পূর্ণ হইবে, আত্মপ্রসাদে মন পরিতৃপ্ত হইবে। আর জগতের এবং মনো-রাজ্যের এমনই আশ্চর্য্য কৌশল যে, সৎপ্রবৃত্তি সকলের পরি-পোষণে যত্নবান্ থাকিলে নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-সমস্ত'ও পরোক্ষে পরিতৃপ্ত হইতে পারে; কিন্তু নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-সকলের পরিপোষণে যত্নবান্ থাকিলে সৎপ্রবৃত্তি-সমস্ত শীর্ণ হইয়া যায় এবং তজ্জনিত সুখ-ভোগে বঞ্চিত হইতে হয়।

যে ব্যক্তি ন্যায়পরতার অধীন হইয়া যথার্থ-পথে চলিতে যত্নবান্, তিনি প্রশংসালাভেচ্ছা না করিলেও অন্যের প্রশংসা লাভ করিতে পারেন; জগতে এমন হৃদয়হীন মূঢ় কেহই নাই যে, তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রশংসা না করে; কিন্তু যদি তিনি প্রশংসালাভ-প্রবৃত্তিকে বলবতী রাখিয়া ন্যায়পরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে সে ন্যায়পরতা প্রশস্ত ক্ষেত্রে উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে না পারিয়া শীর্ণ হইত, সুতরাং তিনি প্রশংসালাভে বঞ্চিত হইতেন; কেননা লোকে যদি কোনরূপে জানিতে পারে যে, প্রশংসালাভ-প্রবৃত্তিই এই কার্য্যের নিয়ন্ত্রী, তাহা হইলে অমনি তাহারা প্রশংসাদানে কৃপণতা করে, প্রত্যুত অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকে।

অতএব ভাই, প্রশংসালাভেচ্ছাই যেন তোমার সমস্ত কার্য্যের

প্রধান নিয়ন্ত্রী না হয়; তবে লোকে যাহাতে তোমার নিন্দা করিবার সুযোগ না পায়, সর্ব্বতোভাবে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

ভাই, নিজের অন্তঃকরণকে—নিজের অমূল্য অন্তঃকরণকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিও না। অন্যের সুখ্যাতি বা নিন্দাবাদে অন্তরের যেন কিছুমাত্র বিকার না হয়। ভাই, অন্যে তোমায় কিরূপে চিনিবে? তুমি আপনার নিকটই যখন আপনি অপরিচিত, তখন অন্যে তোমার অন্তরের কি পরিচয় পাইবে?

আজি তুমি যাহা আছ, আজি তোমার অন্তর—তোমার হৃদয় যে ভাবাপন্ন আছে, কল্য তাহা কিরূপ হইবে, তাহা তুমি কি বলিতে পার? আজি তোমার হৃদয় অতি পবিত্র, অতি নির্ম্মল আছে, কল্য তুমি প্রলোভনে পতিত হইয়া হয়ত সাক্ষাৎ নরকের পথের পথিক হইতে পার, কল্য তোমার অন্তর হয়ত জঘন্যতম অবস্থায় পরিণত হইতে পারে, তবে তোমার নিজের উপর তোমার কর্ত্তৃত্ব কোথায়? ভাই, নিজ হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা কর। স্বীয় হৃদয়ের উপর যাঁহার কর্ত্তৃত্ব আছে, তিনিই জগতে প্রকৃত সুখী, তিনিই বড়লোক, তিনিই যথার্থ শিক্ষিত।

নিন্দা।

ভাই, কাহারও নিন্দা করিও না, 'অন্যের প্রশংসা ও সুখ্যাতি লাভ করিব' ইহাই সকলের আন্তরিক অভিলাষ; সুতরাং আত্ম-নিন্দার কথা শুনিলে সাধারণতঃ প্রায় সকলেই অন্তরে বড় আঘাত পায়। তুমি কাহারও অসাক্ষাতে নিন্দা করিলেও তাহা

কোন না কোন সময়ে তাহার কর্ণগোচর হইতে পারে; সুতরাং তখনই তুমি তাহার বিদ্বেষভাজন হইতে পার।

একজনের সমক্ষে আর একজনের নিন্দা করিয়া বিশেষ কিছুই লাভ হয় না, কেবল নিজের হিংসাবৃত্তি ও নীচতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। যদি কখনও কেহ তোমার অন্তরে আঘাত করে, তবু তুমি অন্যের সাক্ষাতে তাহার নিন্দা করিও না। যে যেমন ব্যক্তি, নিজে তাহা জানিয়া রাখ, অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করিলে কোন লাভ হইবে না। নিজে নিন্দা করা দূরে থাক্, যখন তোমার সাক্ষাতে কেহ অপরের নিন্দা করিবে, তখন তাহাকে কৌশলে নিবারণ করিবে। অন্যের নিন্দাবাদ শুনিতেও ইচ্ছা করিবে না। যখনই তোমার সমক্ষে কেহ অপরের নিন্দা করিবে, তখনই জানিও, যে নিন্দুক ব্যক্তি আত্মাভিমানে আঘাত পাইয়া বা স্বার্থে বঞ্চিত হইয়া অথবা বৃথা হিংসা-প্রণোদিত হইয়া তদ্রূপ করিতেছে। নিন্দুক যে, সে কখনও মহান্ উদার-চরিত হইতে পারে না; তাহার হৃদয় নিশ্চয়ই সঙ্কীর্ণ। নিন্দুকের পক্ষপাতী হইও না। উভয় পক্ষের মুখে সবিশেষ বৃত্তান্ত না শুনিলে আমরা কোন পক্ষের দোষগুণ বিবেচনা করিতে পারি না; এ জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারাই পক্ষপাতী হইয়া থাকে।

ভাই, ইহজগতে নিন্দুক অনেক দেখিতে পাইবে; অনেকের এরূপ স্বভাব, যে তাহারা অন্যের নিন্দা করিয়া অন্তরে আনন্দ ও শান্তি বোধ করে; অনেকের সংস্কার যে, অন্যের নিন্দা না করিলে আপনাদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করা যায় না, অথবা অন্যের নিন্দা না করিলে নিজে নিন্দার হাত এড়াইতে পারা যায় না।

ভাই, যদি কেহ তোমার নিন্দা করে, তুমি যেন আবার

নিন্দুকের নিন্দা করিয়া তার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিও না; যদি তুমি প্রকৃত নিন্দার ভাজন হও, তবে আত্মপরীক্ষা করিয়া আত্মদোষ সংশোধনের চেষ্টা করিবে। আর যদি কোন নিন্দুক তোমার মিথ্যা অপবাদ ঘোষণা করে, তাহাতেও তোমার ক্রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা যে প্রকৃত দোষান্বিত, তাহাকেই দোষী বলিলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে; নতুবা নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দোষী বলিলে সে আন্তরিক উপহাসের সহিত সে কথা উড়াইয়া দেয়। যে গাঁজা খায়, তাহাকে গাঁজাখোর বলিলে সে বড় ক্রুদ্ধ হয়; যে মদ খায়, তাহাকে মাতাল বলিলে সে অত্যন্ত চটিয়া যায়; যে প্রকৃত চক্ষুবিহীন, তাহাকে কাণা বলিলে সে অন্তরে আঘাত পায়। কিন্তু যে কোন প্রকার মাদক সেবন করে না, তাহাকে গাঁজাখোর বা মাতাল বলিলে তাহার অন্তরে উপহাস ভিন্ন কখনই ক্রোধ উপস্থিত হইতে পারে না।

ভাই, মহাত্মা কবীরের নিম্নলিখিত কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।—

একজন লোক, ধার্ম্মিকপ্রবর কবীরের নিন্দাবাদ রটনা করিয়া বেড়াইত। একদিন কবীরের জনৈক শিষ্য আসিয়া গুরুকে নিবেদন করিল;—"প্রভো, আপনাকে যে অমুক ব্যক্তি সর্ব্বদা নিন্দা করিত, অদ্য তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

কবীর এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন;—"হা ঈশ্বর, যে ব্যক্তি প্রতিদিন আমার হৃদয়ের ময়লা পরিষ্কার করিত, যে আমার ভৃত্যের কাজ করিত, তাহার প্রতি তোমার এত অনুগ্রহ! হা নাথ, আমি দিবানিশি তোমায় ডাকিতেছি, তুমি আমায় গ্রহণ না করিয়া অগ্রে তাহাকে গ্রহণ করিলে?"

ভাই, বুঝিয়া দেখ, মানুষের হৃদয় কতদূর উচ্চ হইতে পারে! কতদূর প্রশস্ত হইতে পারে! এই মহান্ হৃদয়ের সৌন্দর্য্য কি মনোহর, কি কমনীয়, সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া দেখিবে। তাহা হইলে তোমার অন্তর হইতে বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইবে।

"যাহারা আমাদের নিন্দা করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা আমাদের ভৃত্যের কাজ করে।"

আহা! এই বাক্যটী কি মহার্থপূর্ণ! ইহা প্রশস্ত সাগরবৎ অতি দূরপ্রসর গভীর চিন্তাশীল হৃদয়ের কথা। সামান্য সঙ্কুচিত ক্ষুদ্র হৃদয় একথার মর্ম্মার্থ ধারণ করিতেও সমর্থ হয় না।

ভাই, অন্যের সুখ্যাতিভাজন হইতে পার আর নাই পার, তাহাতে হানি নাই; কিন্তু যাহাতে কাহারও নিন্দার ভাজন না হও, সে চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করিবে; তবে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়াও কেহ এককালে নিন্দার হাত এড়াইতে পারে না; কেননা পরম ধার্ম্মিক মহাত্মারাও নিন্দুকের নিন্দার হাত এড়াইতে পারেন নাই। অতএব ভাই, কেহ নিন্দা করিলেও সহ্য করিবে এবং আত্মশোধন করিবে।

ক্রোধ।

"অপরাধিনি চেৎ ক্রোধঃ ক্রোধে ক্রোধং কথং নহি
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনি।"

অপরাধী শত্রুর প্রতিই যদি ক্রোধ করা উচিত হয়, তবে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ঘোর অন্তরায় বা শত্রু-স্বরূপ স্বয়ং যে ক্রোধ, তার প্রতি আমাদের ক্রোধ কেন না হয়?

তাই, ক্রোধ পরম শত্রু, ইহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিতে থাকে এবং মানুষকে নিতান্ত বন্য ইতর জন্তুর দশায় পাতিত করে। ফলতঃ কামের পর ক্রোধ অপেক্ষা প্রবলতর শত্রু আর দেখিনা। ক্রোধ, অন্তরের সুখ, সন্তোষ ও শান্তি নষ্ট করে; মনকে এক বিষম অসহ্য যন্ত্রণায় পাতিত করে; অহঙ্কার, অভিমান, মাৎসর্য্য ও মোহকে বৃদ্ধি করে; সুতরাং ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সহজেই বিনষ্ট হয়; মানুষ তখন ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বন্য শূকরের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

"কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতঃ।"

আহা! এই উপদেশটী কি সুন্দর, কি মনোহর! কাম ও ক্রোধ এই দুইটী প্রবল হৃদ্রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই চারিটী শত্রু সহজে তিরোহিত হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ কোন আয়াস গ্রহণ করিতে হয় না; সুতরাং তখন মানুষ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত হয়; তখনই মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি ও পরম নির্ব্বৃতি ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

অতএব কাম ও ক্রোধকে দমন করা ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব প্রধান উপায়।

ক্রোধকে দমন করিতে হইলে সর্ব্বদা আত্মচিন্তাশীল হওয়া উচিত; সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যখনই ক্রোধ আসিয়া অন্তরের শান্তি ও সন্তোষ-রত্ন লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিবে, তখন সচকিতভাবে ও সকাতরে মনে মনে বলিয়া উঠিবে "আহো! আমি এখন ক্রুদ্ধ হইয়াছি! হে বিবেক, এস, তুমি আমার রক্ষা কর।" অমনই তখনই বিবেক আসিয়া

ক্রোধের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিদায় করিয়া দিবে। পরন্তু আত্মচিন্তাশীল ও আত্মপরীক্ষাশীল হইলে ক্রোধকে বিতাড়িত করা তত কঠিন আয়াস-সাধ্য হয়না। লৌকিক ব্যবহারে অনেক সময় ক্রোধের বশীভূত হওয়া সম্ভব; তজ্জন্য সর্ব্বদা যথা-সাধ্য মৌনব্রত অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। কৌমার-ব্রত বা ব্রহ্মচর্য্য যেমন, মৌনব্রতও তেমনই ধর্ম্মসাধনের একটী প্রধান সহায়।

ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

ভাই, কুকর্ম্মের প্রতি আমাদের যেন আন্তরিক ঘৃণা থাকে; কিন্তু কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে যেন আমরা সম্যক্ ঘৃণা ও বিদ্বেষ-ভাজন না করিয়া, তাহার অবস্থাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করতঃ তৎপ্রতি সদয় ও সকরুণভাবে দৃষ্টিপাত করি।

জগতের অধিকাংশ দুঃখ-দারিদ্র্য ও পরিতাপাদি দুষ্কর্ম্মের ফল-স্বরূপ; কিন্তু ভাই, তাই বলিয়া কি আমরা কাহারও দুঃখে দুঃখিত ও করুণার্দ্র হইব না? আহা, একথা চিন্তা করিলেও হৃদয় শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হয়!

ভাই, পাপের প্রতি যদি তোমার কিছুমাত্র ঘৃণা থাকে, যদি দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য তোমার মনের কিছুমাত্র দৃঢ়তা থাকে, তুমি নিশ্চয় জানিও, সে কেবল ঈশ্বরের করুণায় সৌভাগ্যস্বরূপ অনুকূল বায়ুর প্রভাবে। কিন্তু যখনই বায়ু প্রতিকূল হইবে, তখনই তুমি হয়ত ঘোর নরকে পতিত হইয়া অসীম যন্ত্রণা-কূপে নিপতিত হইতে পার।

ভাই, বায়ুর গতি প্রতি বরং ক্ষণকাল বিশ্বাস স্থাপন করা

যায়, কিন্তু চঞ্চল মনকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। পাপ প্রলোভনের প্রতি তাহার এতই আসক্তি—এতই প্রবণতা, যে তাহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় কম্পিত হয়! যখনই আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখি, দেখিতে পাই যে, লৌহ যেমন চুম্বকের দিকে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়, অতি চঞ্চল মনও যেন স্বভাবতঃ তদ্রূপ পাপ প্রলোভনের দিকে অবনত ও আকৃষ্ট হয়। অতএব ভাই, পাপাসক্ত এরূপ মনকে বিশ্বাস কি? তাহার ক্ষণিক ধৈর্য্য বা সংযমাদি গুণের আবার গৌরব কি?

ভাই, তবে এইমাত্র একান্ত জানি, যে যতক্ষণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিতে পারি, ততক্ষণ মনের উপর আমার সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে, ততক্ষণ পাপ প্রলোভন আমার নিকটে আসিতেও সমর্থ হয় না; সেই সময়ই মনের যাহা কিছু সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই, তাহার যাহা কিছু গৌরব-গরিমা অনুভব করিতে সমর্থ হই! অতএব ভাই, ঈশ্বরের নিকট একান্ত-হৃদয়ে সতত এই প্রার্থনা করিবে;—

"দয়াময়, আমায় পাপ প্রলোভনে পাতিত করিও না, প্রলোভন-পঙ্কে পতিত হইলে আমার আর উত্থানশক্তি থাকিবে না; হৃদয়-বন্ধো! সংসার-পথে যেন আমায় একাকী ফেলিয়া বিপন্ন করিও না; দুর্ব্বল হৃদয়কে কঠিন পরীক্ষায় ফেলিও না।"

সাধারণতঃ সংসারে মনুষ্যের মোহান্ধতা, বিমূঢ়তা ও পাপ-প্রবণতা দেখিলে অন্তঃকরণ স্বভাবতই বিদ্বেষ-পরায়ণ হইতে পারে; কিন্তু সেই বিদ্বেষ-ভাবকে অন্তরে চিরদিন পোষণ করিলে সে অন্তর দগ্ধ হইয়া ছারেখারে যায়; তাহাতে প্রীতি, শান্তি বা সন্তোষ কিছুমাত্র স্থান পায় না। অতএব ভাই, সর্ব্বতো-

তারে সেই বিদ্বেষভাব দমন করিবার জন্য এবং নিজ অন্তঃকরণে শান্তি স্থাপনের জন্য সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা করিবে; সর্ব্বদা ইহা স্মরণ করিবে যে "অন্যের অবস্থাদি প্রাপ্ত হইলে আমিও অন্যের মত হইতাম।"

মনুষ্য বাল্যকাল হইতে যে যে সংসর্গে বাস করিয়া যে যে অবস্থায় উপনীত হয়, তাহার মনের গঠনও তদ্রূপ হইয়া থাকে। "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" ইহা অতি মহদ্বাক্য ও অব্যর্থ সত্য।

সন্তোষ।

মানুষের মনের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না, মানুষ অবস্থাব দাস, সংসারেও অবস্থার স্থায়িত্ব নাই; কত কারণে যে মনুষ্যের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ যে তোমার সহিত প্রফুল্ল-অন্তঃকরণে ও সহাস্যবদনে সাদর সম্ভাষণ করিল, কল্য হয়ত সে তোমার প্রতি অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিবে; তোমাকে দেখিয়াও সম্ভাষণ করিবে না; তাহাতে তুমি ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইও না; মনে করিও যে, হয়ত তাহার হৃদয় কোন গুরুভারে আক্রান্ত হইয়াছে। তোমার সহিত কথা কহিল না বা তোমাকে উপযুক্ত সমাদর করিল না বলিয়াই তুমি অন্তরে ক্ষুব্ধ হইওনা। স্মরণ রাখিও যে, মানুষের মন অধিকাংশ সময়ই বিপদ্ বিড়ম্বনার অধীন থাকে, অহঙ্কারের অধীন প্রায় থাকে না। আপনার বা পরিবার-বর্গের অথবা আত্মীয় বন্ধুগণের পীড়াতে বা বিপদে সাংসারিক শত সহস্র চিন্তাতে ও দুর্ভাবনায় মানুষের

মন নিরন্তর কীট-ক্ষুণ্ণ কুসুমের ন্যায় জীর্ণ হইতেছে, আমরা অন্যের অন্তরের খবর জানিনা, চিন্তা করিয়াও দেখিনা, সেই জন্যই তাহাদিগকে অনেক সময় গর্ব্বিত ও অহঙ্কৃত মনে করিয়া বৃথা ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত-হৃদয় হইয়া থাকি।

এ কথা যদি তোমার সর্ব্বদা স্মরণ থাকে, তবে ভাই সংসারে লৌকিক ব্যবহারে অনেক আধি ও বিড়ম্বনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। প্রত্যেক কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিবে; অন্যের অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিবে এবং তদবস্থ হইয়া অন্যের হৃদয়গত ভাবের পরীক্ষা করিবে; জগতে কোন বস্তুর চতুর্দ্দিকে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয় না; একদিক অন্ধকার থাকে, সেই অন্ধকারে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন বস্তুর পরীক্ষা করিলে তাহার প্রকৃত ছবি দেখা যায় না এবং দূর হইতেও কোন বস্তুর পরীক্ষা করা যায় না; কেননা তাহাতে দৃষ্টিভ্রমে পতিত হইতে হয়। এ কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিও। তাহা হইলে কোথাও ভ্রমে পতিত হইয়া হৃদয়ে আঘাত প্রাপ্ত হইবে না।

এই মরক্ষেত্রে, যে কৌশলে পার, যতক্ষণ হৃদয়ের শান্তি ও সন্তোষ বিধান করিবে, যতক্ষণ তাহাকে আধি ও ব্যাধি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, ততক্ষণই স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।

বিনয় ও ধৈর্য্য।

সতত সরল ও বিনীত হইবে এবং ধৈর্য্য যেন হৃদয়ের চির-সঙ্গী থাকে, এতদ্রূপ অভ্যাস করিবে। বরং সর্ব্বক্ষণ আত্মদোষ

অনুসন্ধান করিয়া শান্তি অবলম্বন করিবে, কিন্তু পরদোষানুসন্ধান করিয়া অধীর হইয়া হৃদয়ের শান্তি ও সন্তোষ তিরোহিত করিবে না।

সমস্ত মনুষ্যই স্ব স্ব অবস্থানুসারে কার্য্যাদি করিয়া থাকে, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া এবং তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া নিজ হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করা জ্ঞানীদিগের কার্য্য।

মনুষ্যের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া মনুষ্যের প্রিয় হওয়া অতীব প্রীতিপ্রদ ও পুণ্যজনক।

ভাই, কাহারও হৃদয়ে আঘাত করিবার চেষ্টা করিও না। এ জগতে স্বতই মানুষের বিপদ্ বিড়ম্বনার অভাব নাই; অতএব তুমি যেন অকারণে বা সামান্য কারণে কাহারও অভিনব বিপদের হেতু হইওনা। যদ্যপি কেহ তোমার পরম শত্রু হয়, তথাপি তাহাকে বিপদে বিপন্ন দেখিয়া তুমি কি হৃদয়ে আনন্দ উপভোগ করিতে পার? পুনঃ, যদি তুমিই সেই বিপদের কারণস্বরূপ হও, তবে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া যখন আত্মদোষ-চিন্তায় নিমগ্ন হইবে, তখন কি তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে না? তোমার সহস্র ক্ষতি হউক, তথাপি অন্যের অবস্থা চিন্তা করিয়া সন্তোষ বা শান্তি অবলম্বন করিবে। যদি অভ্যাস দ্বারা মানসিক কল্পিত দুঃখগুলির * হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া বরং পরম প্রীতি লাভ করিতে পার, তবে তাহার চেষ্টা কেন না করিবে?

ভাই, প্রত্যেক মানুষেরই হৃদয়ে এক একটী অতি মনোহর সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণ আছে; তুমি চেষ্টা করিলে তাহা অবেক্ষণ করিয়া পরম প্রীত হইতে পারিবে।

* মানসিক যাবতীয় দুঃখই কল্পিত, শারীরিক যন্ত্রণা ও ব্যাধিই প্রকৃত দুঃখ।

ভাই, স্মরণ রাখিও যে, একবার কুব্যবহার দ্বারা বা ক্রুটী প্রযুক্ত অথবা অনবধানতা বশতঃ লোকের অপ্রীতি-ভাজন হইলে তাহাদের নিকট পুনঃ প্রীতি প্রাপ্ত হওয়া বড়ই সুকঠিন।

আপনাকে সতত তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিবে। অহঙ্কার কোন রকমেই লোকের হৃদয়গ্রাহী হয় না; সহস্র কৌশলেও তাহা প্রকাশ করিলে অন্ততঃ কিছুদিন পরেও লোকের ঘৃণার্হ হইতে হয়। তেজ্জঃ প্রদর্শন না করিয়া বিনীত হওয়াই কর্ত্তব্য। বিদ্যার সহিত বিনয় একত্র হইলে বড়ই মনোহরমূর্ত্তি ধারণ করে। বিনয় সহকারে মূর্খ ব্যক্তিরাও সুখ্যাতি-ভাজন হয়, অতএব সহস্র সহস্র মহামনীষিগণের উপদেশ-সুসঙ্গত বিনয় কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

ভাই, চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আহারই কর, আর উচ্চসৌধোপরি দুগ্ধফেননিভ দিব্যশয্যায় শয়নই কর, কিন্তু এক সময় মাটী হইতে হইবে; অতএব অগ্রেই মাটী হও।

ভাই, প্রবল নদীস্রোতে কত বড় বড় পাহাড় ভগ্ন হয়, কত উচ্চ অট্টালিকা ভূতলশায়ী হয়, কত প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া বেগে ভাসিয়া যায়; কিন্তু ভাই, বেতস-বন কখনও ভগ্ন হইয়া স্রোতে ভাসিয়া যায় না, কেননা তাহা অগ্রেই নত হয়। ভাই, বিনয়েরও তদ্রূপ গুণ; তেজ্জঃ দম্ভ অভিমান অহঙ্কার এ সংসারে সহজেই চূর্ণ হইয়া যায়, এবং কালে তজ্জন্য হৃদয়ে বিষম অনুতাপ ভোগ করিতে হয়; কিন্তু বিনয় অবলম্বন করিলে কখনও অনুতপ্ত হইতে হয় না। অতএব বিনয়ের যে কত গুণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখ।

অদৃশ্য শক্তি বা অদৃশ্য হস্ত।

ভাই সত্যব্রত, মনে রাখিও যে, কেবল সমাজ ও রাজশাসনে এই জগতের সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে না। এ জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন; সমাজ ও রাজশাসনের উপরেও শাসন আছে—সেই শাসনকেই অদৃশ্য শক্তি বা অদৃশ্য হস্ত বলিয়া জানিবে। সে শক্তি অতি অদ্ভুত, সে হস্ত কলঙ্ক-স্পর্শশূন্য অতি পবিত্র! সমাজশাসনে ও রাজশাসনে কত ভ্রান্তি, কত পক্ষপাত, কত অত্যাচার আছে তাহার সীমাসংখ্যা নাই; কিন্তু সেই অদৃশ্য হস্তের শাসনে সেরূপ ভ্রান্তি, পক্ষপাত বা অত্যাচার নাই! সেই অদৃশ্য শক্তিই প্রকৃত রাজার রাজা। একজন ধনশালী ব্যক্তি অবলীলাক্রমে একজন দরিদ্রের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া অনায়াসেই সমাজের ও রাজার শাসন এড়াইতে পারে; কিন্তু সে সেই অদৃশ্য হস্তের শাসন এড়াইতে পারে না। এমন কি, অনেক সময় মনে হয় যে, সমাজশাসন ও রাজশাসন কেবল দরিদ্রনিপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ। ফলতঃ সমাজ বা রাজা প্রকৃতপ্রস্তাবে পাপের শাস্তা বা পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা নহে। যে অদৃশ্য হস্তের কথা বলিতেছি, তাহাই পাপের শাস্তা বা পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা। সেই শক্তিই অসহায়ের সহায়, নিরুপায়ের উপায়, পুণ্যবানের আশ্রয়, দরিদ্রের রাজা, দুরাত্মার শাস্তা। এই দুর্গম সংসারগহনে সেই অদৃশ্য হস্তই পথপ্রদর্শক; বিপৎসঙ্কুল সংসার-তিমিরে সেই অদৃশ্য হস্তই আলোকস্বরূপ। ভাই সত্যব্রত, এই সংসারক্ষেত্রে পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত বীরোচিত সাহসে সমস্ত কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কিন্তু সমস্ত কার্য্যের সঙ্কল্পে, অনুষ্ঠানে বা সমাপনে সেই অদৃশ্য শক্তির কথা

স্মরণ করিও, সেই অদৃশ্য হস্তের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিও, গন্তব্য গম্যপথ অবধারণের জন্য প্রার্থনা করিও।

ভাই, যে 'অদৃশ্য হস্ত' বলিয়াছি, তাহা জগৎপ্রাণ বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইলেও তাহার কার্য্য আমাদের প্রত্যক্ষ। সে কার্য্যের বিষয় আমি তোমাকে কেমন করিয়া কি বলিয়া বুঝাইব জানি না; অথচ তাহা স্মরণ করিবামাত্র আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে দেখ, অপাঙ্গে অশ্রূদয় হইয়াছে দেখ! সেই অদৃশ্য হস্তের কার্য্য এই জীবনে যে কত শত সহস্র বার উপভোগ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। অথচ তাহা কিরূপ তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। পদ্মগন্ধ কিরূপ, তাহার মাধুর্য্যই বা কিরূপ, তাহা যেমন উপভোগ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না, বুঝাইতেও পারা যায় না, তবে এইমাত্র বলা যায় যে, একটী প্রস্ফুটিত পদ্ম লইয়া আঘ্রাণ করিলেই পদ্মগন্ধ কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যায়; তদ্রূপ এইমাত্র বলিতে পারি, ভাই, জীবনে সংসারক্ষেত্রে সতত সেই অদৃশ্য হস্তের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। এই সংসারে কত বার কত বিপদে পড়িয়াছি, কত সময় সংসারে গম্যপথ হারাইয়া নিরাশ হইয়া কাঁদিয়াছি, কিন্তু ভাই, বলিব কি, ক্রন্দনের এমনই শক্তি, পবিত্র অশ্রুজলের এমনই মহিমা, যে সেই বিপদ্—সেই সঙ্কট স্বপ্নের ন্যায় তিরোহিত হইয়াছে!! ভাই, সংসারক্ষেত্র—ভীষণ গহন কার্য্যক্ষেত্র তোমারও সম্মুখে বিরাজিত, তোমাকেও অনেক বিপদে, অনেক বিড়ম্বনায় পড়িতে হইবে। যাহাহউক, সামান্য বিপদে ভ্রূক্ষেপ করিও না, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া—নিজের পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া চলিবে; কিন্তু ভাই, যখন এমন বিপদ্

আসিবে, যে স্বয়ং পুরুষকারও স্তম্ভিত হইবে, নৈরাশ্যে হৃদয় যেন ডুবিয়া যাইবে, তখন এই অদৃশ্য হস্তের কথা স্মরণ করিয়া আন্তরিক কাতরতার সহিত দুইটী অশ্রুপাত করিও; অনতিবিলম্বেই দেখিবে, সম্মুখে যে বিপদ্ হিমগিরিসদৃশ অটল অচল ভাবে অথবা অনন্ত অগাধ মহাসমুদ্রবৎ তোমার গতিরোধ করিয়াছিল, তাহা কুহেলিকার ন্যায় কোথায় উড়িয়া যাইবে!! ভাই, একথা কবিকল্পনা নহে, বৃথা বর্ণনা নহে, ইহা জ্বলন্ত জীবন্ত সত্য! এই সত্য অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন; যে হৃদয় নিতান্ত পাপপঙ্কে কলুষিত নহে, এরূপ প্রত্যেক হৃদয়েই এই সত্যের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়; কিন্তু এই সত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ না হওয়াতেই অনেকে অনেক প্রকার ধর্ম্মমত সংস্থাপন করিয়াছেন; এই সত্যের জন্যই দেবমন্দির, দেবপূজা, প্রার্থনা বা পূজার গৃহ অর্থাৎ মন্দির মস্জিদ্ মঠ গির্জ্জা প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে; এই সত্যের জন্যই লোকে সর্ব্বদা সামান্য বিপদেও ঊর্দ্ধনেত্রে প্রার্থনা করিয়া থাকে।

জগদীশ্বরকে কেহ পিতৃভাবে, কেহ মাতৃভাবে, কেহ বন্ধুভাবে সম্বোধন করিয়া একান্ত-হৃদয়ে প্রার্থনা করিলেই সেই অদৃশ্য শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আমার এরূপ বিশ্বাস যে, ঈশ্বরের নাম করিয়া কাঁদিলেই বিদেহ পুণ্যাত্মারা অর্থাৎ দেবতারা আমাদের সহায়তা করেন। নতুবা—দংশন করিবার নিমিত্ত ভয়াল কালসর্প অসহায় পথিককে বিজন প্রান্তরে আক্রমণ করিল, পথিক জীবনে নিরাশ হইয়া "মা গো!" বলিয়া পতিত ও মূর্চ্ছাগত হইল; অমনি তীরবেগে একটী বৃহদাকার পক্ষী আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া সর্পকে ধরিয়া ভক্ষণ করিল এবং কিছু-

ক্ষণ পরে সর্পকঙ্কাল উদ্গীর্ণ করত আবার আকাশ-মার্গে উড্ডীন হইল। মূর্চ্ছাভঙ্গে পথিক সর্পকে দেখিল না, সর্পকঙ্কাল দেখিয়া নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদর্শন মনে করিয়া প্রফুল্লচিত্তে আবার গমনে উদ্যত হইল! এরূপ শত সহস্র ঘটনার কারণ কি নির্দ্দেশ করিব?

পথিপার্শ্বে পতিত কোন সুকুমার শিশুকে "মা-মা!" বলিয়া রোদন করিতে দেখিলে যেমন পার্থিব মনুষ্যমাত্রেই তাহার সাহায্য করিতে ব্যগ্র হয়, তেমনই পবিত্র হৃদয়ে একান্তে "মা-মা!" বলিয়া ক্রন্দন করিলে, বিদেহ দেবতারা বা লিঙ্গদেহধারী পুণ্যাত্মারা নরগণের সহায়তা করেন। সেই পবিত্রাত্মা দেবগণের শক্তিকেই আমি অদৃশ্য শক্তি বা অদৃশ্য হস্ত বলিতেছি। অনেকে এস্থানে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরমেশ্বরের শক্তিই কল্পনা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি তদ্রূপ কল্পনা করিতে পারি না; কেননা আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, মানবাত্মা কোটি কোটি বৎসর উৎকর্ষ প্রাপ্ত না হইলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমেশ্বরের শক্তি লাভ করিতে পারে না। আর সামান্য কৃমিকীট হইতে ঈষদুন্নত মানবাত্মার পক্ষে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরমেশ্বরের শক্তি আবশ্যক বলিয়াও বোধ করি না। যাহা হউক, আমাদের পক্ষে সেই অনন্ত-শক্তিমানের শক্তির কল্পনা করা পণ্ড চেষ্টা হইলেও "হে পিতঃ, হে মাতঃ, কি হে প্রভো, হে হৃদয়বন্ধো" ইত্যাদি পার্থিবভাবেও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ক্রন্দন করিলে সে ক্রন্দন ব্যর্থ হয় না।